দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৭ ॥ ২৩ মে ২০২৪ ॥ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৪ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দেশে চমৎকার ধর্মীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছে : আইজিপি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন, সকল ধর্মের মানুষের মেলবন্ধনে আমাদের দেশে চমৎকার ধর্মীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছে। গতকাল বুধবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এখানে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের মানুষ নিরাপদে নির্ভীকচিত্তে নিজ নিজ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করছেন। পুলিশপ্রধান বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

অনলাইন জব স্ক্যাম

প্রতারণায় বাংলাদেশিরা যেভাবে জড়িত, প্রতিরোধে যা করণীয়

স্টাফ রিপোর্টার : 'ঘরে বসে দিনে তিন হাজার টাকা আয়'-আকর্ষণীয় এমন চাকরির প্রলোভনে পড়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় হাজারখানেক লোক প্রতারণার শিকার হয়েছেন। মোটা অঙ্কের টাকা খুইয়ে নিঃস্ব হওয়ার সংখ্যা একশ'র কম নয়। তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা। তবে, সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে রাজি হন না অনেকে। এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত মোট ৪০টি মামলা রুজু হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা খুইয়েছেন। ঢাকা পোস্টের অনুসন্ধানে জানা যায়, অনলাইন চাকরির নামে প্রতারণার যাবতীয় কার্যক্রম দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত হলেও মূলহোতারা সরাসরি গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নেন না। এজন্য তারা ব্যবহার করেন বাংলাদেশি এজেন্টদের। প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা হয় দুই শ্রেণির বাংলাদেশিদের। একটি পক্ষ হচ্ছেন মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও নগদের এজেন্ট। অপর পক্ষ হলেন বাংলাদেশি তরুণ ফ্রিল্যান্সাররা। এ কাজে জড়িত অধিকাংশ বিকাশ ও নগদের এজেন্ট ঢাকার বাইরে অবস্থান করছেন। তবে, ফ্রিল্যান্সাররা ঢাকার মধ্যকার। তারা বিভিন্ন কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তদন্তে নেমে জানতে পারে, এখন পর্যন্ত তারা যত বিকাশ ও নগদের এজেন্ট বা ফ্রিল্যান্সারকে গ্রেপ্তার করেছেন তাদের অধিকাংশের বাড়ি টাঙ্গাইলে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে অন্য যাদের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে তারাও টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর, গোপালপুর, মধুপুর, ঘাটাইল, ধনবাড়ী ও কালিহাতী উপজেলার। তাদের বয়স ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

প্রতারকদের হয়ে বাংলাদেশের কিছু অসৎ বিকাশ ও নগদের এজেন্ট প্রতারণার এ টাকা নিজেদের কাছে সংগ্রহ করেন। সেই টাকা পরে তারা ফ্রিল্যান্সারদের কাছে দেন। ফ্রিল্যান্সাররা সেই টাকা নানা কৌশলে বিদেশে অবস্থান করা প্রতারকদের কাছে পাঠান। অনুসন্ধান বলছে, প্রতারকরা গ্রাহকদের বিনিয়োগের জন্য কিছু বিকাশ ও নগদের এজেন্ট নম্বর দিয়ে থাকেন। গ্রাহকরা সেসব নম্বরে টাকা পাঠান। এজেন্টরা সেই টাকা

২-এর পাতায় দেখুন

এমপি আনোয়ারুল আজীমের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর শোক

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল বুধবার এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারুল আজীমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ারুল আজীম কলকাতায় খুন হন বলে জানায় সেখানকার বিভিন্ন গণমাধ্যম।

এ বিষয়ে সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জাগো নিউজকে বলেন, এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার কলকাতায় মারা গেছেন শুনেছি। তবে কনফার্ম না। এরপর দুপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারতে নিখোঁজ আনোয়ারুল আজীম আনারকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ জড়িত। নিজ

২-এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় খুন হয়েছেন এমপি আনার তিনজন বাংলাদেশে গ্রেপ্তার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে গিয়ে নিখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারকে কলকাতার নিউ টাউনে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, ভারতীয় পুলিশ আমাদের জানিয়েছে, আনোয়ারুল আজিম খুন হয়েছেন। এটা সুনিশ্চিত। কারা খুন করেছে? এই খুনের মোটিভ কী? এগুলো খুঁজে বের করতে ভারতীয় পুলিশ কাজ করছে। বাংলাদেশের পুলিশও কাজ করছে। এ বিষয়ে ভারতীয় পুলিশের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশ সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় পুলিশের তথ্য অনুযায়ী আনোয়ারুল আজিম খুনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তাদের মধ্য থেকে ৩ অপরাধীকে আমাদের পুলিশ ধরেছে। আটক আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ঝিনাইদহ একটি সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকা। আমাদের আনোয়ারুল আজিম এবারও সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যাওয়ার পরই ঘটনাটি ঘটে। শিগগিরই খুনের মোটিভ খুঁজে বের করা হবে।

২-এর পাতায় দেখুন

বাজেট সম্পর্কে তথ্য সহায়তা দেবে 'আমার সংসদ'

স্টাফ রিপোর্টার : বাজেট সম্পর্কে সহায়তা দিতে 'আমার সংসদ' শীর্ষক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকু। এর মাধ্যমে সংসদ সদস্য, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যমকর্মীসহ যে কেউ বাজেট সম্পর্কে সহায়তা পাবেন। অনলাইন বা অফলাইনে বাজেট নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন বা তথ্য চাইলে গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন সমন্বয়' তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেবে। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর বাংলামোটর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে তিনি এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ডক্টর আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন, বিরোধীদলীয় উপনেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও হুইপ সানজিদা

২-এর পাতায় দেখুন

হিমালয়সহ পাহাড়-পর্বত রক্ষায় বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : পরিবেশ মন্ত্রী

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বাংলাদেশ প্রচুর ব্যয় করছে

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, পাহাড় সুস্থ থাকলে পৃথিবী সুস্থ থাকবে, তাই পাহাড় পর্বতকে ভালো রাখতে বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গতকাল বুধবার নেপালের কাঠমান্ডুর চন্দ্রগিরি হিল রিসোর্টে অনুষ্ঠানরত ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট ডায়লগ অন মাউন্টেইন, পিপল এন্ড ক্লাইমেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন। সাবের হোসেন চৌধুরী আরো বলেন, হিন্দুকুশ হিমালয় পর্বতমালা জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাউন্ড জিরো। যদি বুঝতে চান যে, পৃথিবীতে কী ঘটতে চলেছে, দেখতে হবে আজ হিমালয়ে কী ঘটছে। এটি কেবল পাহাড় নয়, সুপেয় পানির উৎস। হিমালয়ের সমস্ত হিমবাহ গলে গেলে আমরা কী করব? সুপেয় পানি না থাকলে বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবে কী করে? তাই পাহাড় রক্ষায় বৈশ্বিক নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, কার্বণ নি:সরণ বন্ধ না করলে, অভিযোজন ও প্রশমন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা যা কিছু করার চেষ্টা করি, তা যথেষ্ট হবে না। অভিযোজন ও স্থিতিস্থাপকতার সীমা রয়েছে। বাংলাদেশ ও নেপালের মতো দেশ নেটজিরো অর্জন করলেও বৈশ্বিক নির্গমনে কোনও পার্থক্য ঘটবে না, কারণ জি-২০ দেশগুলি বিশ্বব্যাপী নির্গমনের ৮১ শতাংশের জন্য দায়ী। মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বাংলাদেশ প্রচুর ব্যয় করছে। উন্নত দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানিতে বছরে সাত ট্রিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিতে পারে, কিন্তু জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনাগুলিতে অর্থায়ন করে না। এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ করতে হবে। আমাদের এখন দ্রুত পদক্ষেপ

২-এর পাতায় দেখুন

চীনের কিউএমই পরিদর্শন সিএসই চেয়ারম্যানের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ কমোডিটি ডেরিভেটিভস মার্কেটের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার জন্য চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম কিয়ানহাই মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ (কিউএমই) পরিদর্শন করেছেন। গতকাল বুধবার আসিফ ইব্রাহিম চীনের গুয়াংডং-এ অবস্থিত কিয়ানহাই মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ (কিউএমই) পরিদর্শন করেন। সিএসই সূত্রে এতথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, পরিদর্শনের সময় ইব্রাহিম কিয়ানহাই মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জের (কিউএমই) শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি সভা করেন এবং বাংলাদেশে একটি দক্ষ পণ্য ডেরিভেটিভস বাজার স্থাপনের জন্য পরামর্শ পরিষেবা, ব্যবসায়িক সহযোগিতা, তথ্য প্রযুক্তি এবং ক্রেতা বিক্রেতার সহায়তার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের তাৎক্ষণিক তথ্য দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে (সিআইবি) তাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের তথ্য দিতে ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি বিভাগ থেকে এ নির্দেশনা জারি করে সকল তফসিলি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের পাঠানো হয়েছে। ১ জুলাই থেকে এ তাৎক্ষণিক রিপোর্ট করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন নির্দেশনায় বলা হয়, সব তফসিলি ব্যাংক এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি কোনো 'ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ গ্রহীতা' শনাক্ত ও চূড়ান্তের পর এ সংক্রান্ত তথ্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে (সিআইবি) রিপোর্ট করতে হবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ গ্রহীতার তথ্য নির্ধারিত ছকে নির্দেশনা অনুসরণ করে আগামী ১ জুলাই থেকে সিআইবি ডাটাবেজে এন্ট্রি বা বাল্ক আকারে 'রিয়েল টাইম'রিপোর্ট করতে হবে। গত ১২ মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপর নির্দেশনায় ইচ্ছাকৃত খেলাপি চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। খেলাপির লাগাম টানতে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে বলা হয়, কোনো ব্যাংক শর্ত লঙ্ঘন করলে তাকে কমপক্ষে ৫০ লাখ ও সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা জরিমানা করা হবে। শর্ত লঙ্ঘন অব্যাহত থাকলে প্রতিদিন এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হবে।

ভারতে নিখোঁজ ঝিনাইদহের এমপি আনোয়ারুল আজিম 'খুন'

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে চিকিৎসা করাতে এসে নিখোঁজ বাংলাদেশি সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আজিম আনার হত্যার শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। ৮ দিন নিখোঁজ থাকার পর কলকাতার নিউ টাউনের বিলাসবহুল আবাসন 'সঞ্জিভা গার্ডেনে' ঝিনাইদহ-৪ আসনের সরকারদলীয় এই এমপির হত্যার

২-এর পাতায় দেখুন

ভারতে চিকিৎসা করাতে গিয়ে হত্যার শিকার ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডোরিন বাবা হত্যার বিচার দাবি করেছেন। ছবিটি বুধবার মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ের সামনে থেকে তোলা।

মেয়ের আহাজারি

আমার বাবা হত্যার বিচার চাই : ডরিন

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারকে হত্যার ঘটনায় তার মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন বলেছেন, কারা আমার বাবাকে হত্যা করে আমাকে এতিম করে দিলো? আমি আমার বাবার হত্যাকারীদের দেখতে চাই, আমার বাবার হত্যার বিচার চাই। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে অবস্থিত ডিবি কার্যালয়ের সামনে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি এ কথা বলেন। মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন বলেন, যারা আমার বাবাকে হত্যা করেছে তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে, এটা আমি দেখতে চাই। তবে, আমরা কাউকে সন্দেহ করছি না। এর আগে, সকালে কলকাতার নিউটাউন থেকে এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। গত ১২ মে চিকিৎসার জন্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যান আনোয়ারুল আজিম আনার। ১৬ মে সকাল থেকে পরিবারের সদস্যরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। এ ঘটনায় গত শনিবার (১৮ মে) সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম

২-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারে বাড়তি চার্জ সংশ্লিষ্টদের আইনি নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুতের বিলিং প্র্যাকটিস পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা, স্বচ্ছতা, অতিরিক্ত চার্জের রিফান্ড, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নীতি সংস্কার করার দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্টদের লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এ এম জামিউল হক ফয়সাল, কামরুল হাসান রিগ্যান ও জাকির হায়দারের পক্ষে অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল হাদী এ নোটিশ পাঠান। গতকাল বুধবার অ্যাডভোকেট জামিউল হক ফয়সাল নোটিশ পাঠানোর করেছেন। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সচিব, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ডেসকো, ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি, নর্দার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি ও ডিপিডিসির কর্তৃপক্ষকে এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে বলা হয়, প্রিপেইড মিটার চালু হওয়া সত্ত্বেও ভোক্তারা অতিরিক্ত চার্জ, গোপন চার্জ এবং স্বচ্ছতার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। সমস্যাগুলো ব্যাপক অসন্তোষ ও আর্থিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায়, জরুরি ভিত্তিতে বিলিং প্র্যাকটিস পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা, স্বচ্ছতা, অতিরিক্ত চার্জের রিফান্ড, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নীতি সংস্কার প্রয়োজন। নোটিশে আরও বলা হয়, আগামী ২৬ মের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এর ব্যত্যয় হলে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করেন আইনজীবীরা। তারা জানান, বাংলাদেশে প্রিপেইড মিটার চালু করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সকল বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীকে এর আওতায় আনা হবে বলে ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু এরপরও ভোক্তারা অতিরিক্ত চার্জ, গোপন চার্জ এবং স্বচ্ছতার অভাবসহ নানাভাবে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।

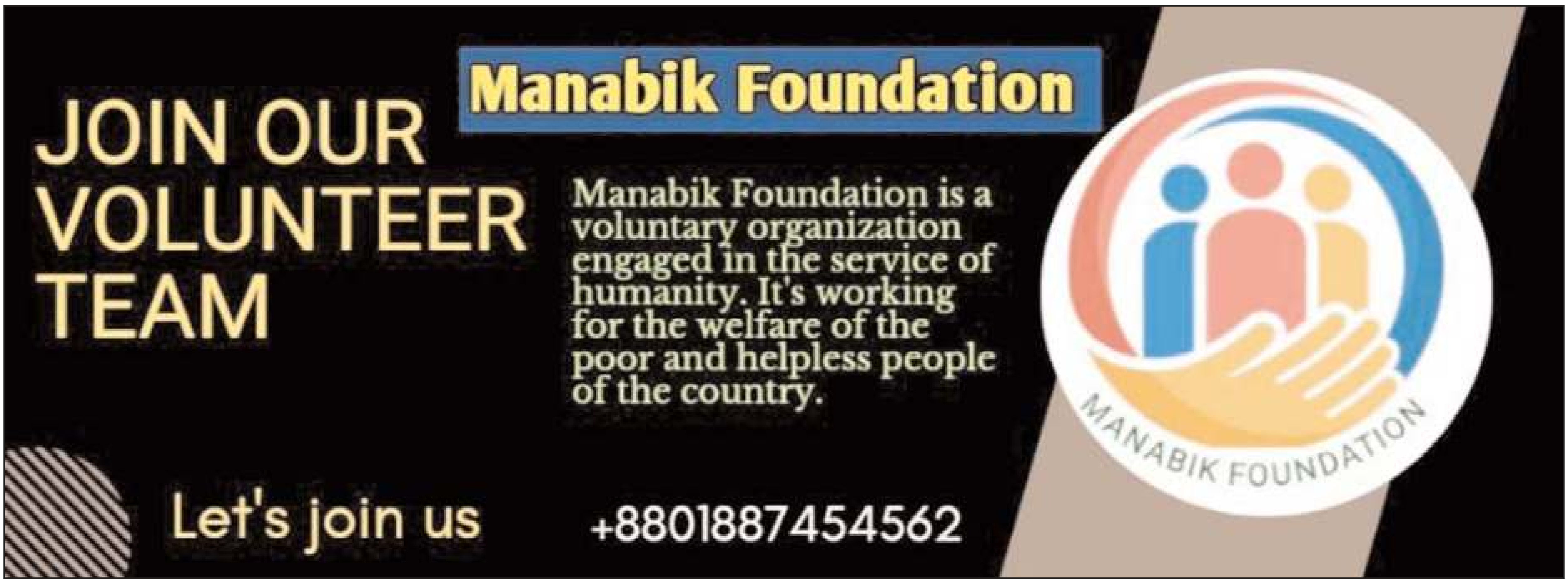

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ মে ২০২৪ ॥ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই : স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে ইউসেফ, বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কারিগরি শিক্ষা ও শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউসেফ নামক কর্মজীবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। গতকাল বুধবার রাজধানীর শাহবাগস্থ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব কনভেনশন হলে ইউসেফ এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইউসেফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. মো আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন নির্বাহী পরিচালক ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মূখ্যসচিব ড. মো. আব্দুল করিম। ইউসেফ বোর্ড অফ গভর্নরস এর সাবেক চেয়ারম্যান পারভীন মাহমুদ, ইউসেফ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য জেবা রশীদ চৌধুরী, এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম, সম্মানিত অতিথি হিসেবে

বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকলস এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি বক্তব্য রাখেন। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও বিকাশের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। যুব সমাজকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগাতে হবে। স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। তিনি বলেন, উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তরুণ প্রজন্ম নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তিনি আরো বলেন, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে ইউসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অস্বচ্ছল পরিবারের সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা আজ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন- এটাই ইউসেফের সফলতা। এসময় স্পিকার ইউসেফ এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্প্রসারণে সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং ইউসেফের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

আচরণবিধি লঙ্ঘন টাঙ্গাইল-৭ আসনের এমপি শুভকে নোটিশ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনের সংসদ সদস্য খান আহমেদ শুভকে সতর্ক করে নোটিশ দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও রিটানিং কর্মকর্তা হোসাইন মোহাম্মদ হাই জকী। মির্জাপুর উপজেলা পরিষদের চতুর্থ ধাপে নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গত রোববার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি এ নোটিশ দেওয়া হয়। জানা গেছে, মির্জাপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী রেজাউল করিম বাবুল, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী মো. শওকত হোসেন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী মাহবুবা শাহরিন তায়েবাকে সমর্থন দিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য খান আহমেদ শুভ তার লোকজন দিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বিছানার চাদর, দেয়াল ঘড়ি, নগদ এক হাজার টাকা এবং খাবার বিতরণ শুরু করেছেন। এ বিষয়ে আরেক চেয়ারম্যান প্রার্থী ব্যারিস্টার তাহরীম হোসেন সীমান্ত রিটানিং কর্মকর্তা বরাবর একটি

৭-এর পাতায় দেখুন

আনার হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত, দুই রাষ্ট্রের বিষয় নয় : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পশ্চিমবঙ্গের বিধাননগরের নিউটাউনে যে ফ্ল্যাটে সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে কোনো লাশ খুঁজে পায়নি পুলিশ। এমনটি জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আনোয়ারুল আজিমের হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক, মর্মান্তিক, অনভিপ্রেত। যে ফ্ল্যাটে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, কলকাতা পুলিশ সেখানে লাশ পায়নি। কীভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। হাছান মাহমুদ বলেন, কলকাতায় ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ

৭-এর পাতায় দেখুন

আনোয়ারুল আজীমের মরদেহ উদ্ধার হয়নি — পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি : ভারতে চিকিৎসা করাতে গিয়ে নিখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের মরদেহ উদ্ধার হয়নি বলে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। তার মরদেহ টুকরো টুকরো করা হয়েছে কি না, সেটিও নিশ্চিত করেনি কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার বিকেলে নিউটাউনের সঞ্জীবা গার্ডেনস থেকে বেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আইজি সিআইডি অখিলেশ চতুর্বেদী জানান, বাংলাদেশের এমপি আনোয়ারুল আজীম ব্যক্তিগত সফরে এসে এখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। ১৮ মে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। সংসদ সদস্যের পরিচিত গোপাল বিশ্বাস এই

৭-এর পাতায় দেখুন

বন্ধুরাষ্ট্রের কাছে কথিত আ.লীগের এমপিরাও নিরাপদ নয় : ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : সাধারণ নাগরিকই নয়, আওয়ামী লীগের কথিত সংসদ সদস্যরাও সরকারের বন্ধুরাষ্ট্রের কাছে নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক যৌথসভা শেষে

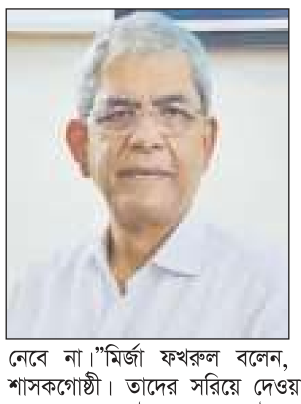

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি। ভারতে সংসদ সদস্য হত্যার পেছনে দুর্নীতি বা অন্য কোনো ঘটনা থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। বিএনপি মহাসচিব বলেন, "সাবেক সেনাপ্রধানের নিষেধাজ্ঞা জাতির জন্য লজ্জাজনক। তার জন্য দায়ী সরকার। সেনাবাহিনীকে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের ফলে এই নিষেধাজ্ঞা। সরকারের কারণে সেনাবাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হলে দেশের মানুষ কখনো মেনে নেবে না।"মির্জা ফখরুল বলেন, "এর জন্য জন্য দায়ী সরকার ও শাসকগোষ্ঠী। তাদের সরিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। জাতির সামনে সমস্যা এই সরকার। গোটা জাতির আত্মা ধ্বংস করে দিয়েছে। গোটা দেশকে বিক্রি করে দিয়েছে তারা।"দুই দফা অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচন নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, "উপজেলা নির্বাচন

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে তরুণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি ফাঁসের বিচার দাবি কলেজছাত্রের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে তরুণ-তরুণীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। ফেসবুক আইডি হ্যাক করে কেউ এসব ছবি নিয়ে ফাঁস করেছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই কলেজছাত্র। সামাজিকভাবে এভাবে হেয় করায় তিনি সংবাদ সম্মেলন করে বিচার দাবি করেছেন। ভুক্তভোগী এই তরুণ রাজশাহী কলেজের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে তিনি সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘটনার বিচার দাবি করেন। ভুক্তভোগী ওই তরুণীও তার সঙ্গে এসেছিলেন। তারা জানান, তাদের মধ্যে তিন বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক আছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শৃঙ্খলায় আনার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে এনে রাজস্ব আহরণের দাবি জানিয়েছেন 'বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ব্যাটারি অ্যান্ড মোটরচালিত অটোরিকশা, অটোবাইক সার্ভিস লিমিটেড' নামে একটি সংগঠন। গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনে এ দাবি জানান সংগঠনটি নেতারা। মানববন্ধনের বক্তৃতা করেন সংগঠটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম, আইন বিষয়ক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট জাহিদুল ইসলাম, পরিচালক আক্তার আহমেদ ও মাইনুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা অনুমোদন দেওয়ার জন্য ২০১৮ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মহামান্য আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করি। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের

৭-এর পাতায় দেখুন

আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে গৌতম বুদ্ধের বাণী অপরিহার্য: ধর্মমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্মমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান বলেছেন, আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে গৌতম বুদ্ধের বাণী অপরিহার্য। গতকাল বুধবার সকালে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে ২৫৬৭ বুদ্ধ বর্ষে শান্তি শোভাযাত্রা ও সম্প্রীতি উৎসব পালনে যোগ দিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। ফরিদুল হক খান বলেন, আমাদের সংবিধানেও বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলে গেছেন। তার বিপরীতে গিয়ে আমাদের কিছু করার কোনো সুযোগ নেই। ধর্মমন্ত্রী বলেন, গৌতম বুদ্ধ অহিংস ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন। বুদ্ধ বাণীতে অহিংসতার বাণীকে আমরা সবসময় দেখতে পাই। তিনি পৃথিবীকে সুখ ও শান্তিময় করতে কাজ করেছেন।

পৃথিবীর সব ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শান্তিতে বসবাস করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অসামান্য উন্নয়ন হয়েছে। দশ বছর আগেও বিদেশ গেলে চিন্তা করতাম আমাদের বাংলাদেশ কোথায়। গোতম বুদ্ধের অহিংস বাণী থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকে শান্তিময় রাখতে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া বলেছেন, গৌতম বুদ্ধের শান্তি ও অহিংসার বাণী সারা বিশ্বের সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। শুধু তাই নয় বরং এটি পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্যও প্রযোজ্য। বাংলাদেশে বিভক্তির রাজনীতির বিপক্ষে সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। শান্তি শোভাযাত্রা ও সম্প্রীতি উৎসব পালনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্মল চ্যাটার্জিসহ অন্যরা।

জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে বিএনপির ১৫ দিনের কর্মসূচি

স্টাফ রিপোর্টার : দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। আগামী ২৮ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথসভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, ৩০ মে জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সকাল ৬টায় দলীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে দলীয় পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন, ড্যাবের উদ্যোগে নয়াপল্টনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এবং মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ ও ছাত্রদলের উদ্যোগে আলোকচিত্র প্রর্দশনী। ২৮ মে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভা ও ৩১ মে নয়াপল্টনে দোয়া মাহফিল হবে। এছাড়া সারা দেশের মহানগর, জেলা ও উপজেলা খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, সেমিনার, আলোকচিত্র প্রর্দশনী, রচনা প্রতিযোগিতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ ও বইমেলা প্রদর্শনী ইত্যাদি থাকছে

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রায় সব বিভাগেই অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। গতকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আরও ঘণীভূত হতে পারে। বৃষ্টির পূর্বাভাস দিলেও ঢাকাসহ নেত্রকোনা, চট্রগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ফেনী, কক্সবাজার, বাগেরহাট, যশোর এবং চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ সিলেট বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে জানায় অধিদফতর। এই তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। এতে আরও বলা হয়েছে, সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তিভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়া আজ

বৃহস্পতিবারের (২৩ মে) পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এদিন রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দুয়েক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এদিনও সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তিভাব বিরাজমান থাকতে পারে। আগামীকাল শুক্রবার (২৪ মে) ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
ওইদিনও সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে

৭-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনের মাধ্যমেই গণবিরোধী শক্তিকে পরাজিত করতে হবে : দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : গণবিরোধী শক্তিকে পরাজিত করতে হলে আমাদের নিজেদেরকেই আন্দোলন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত ধারাবাহিক প্রহসনের নির্বাচন ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। আলোচনা সভার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ লেবার পার্টি। আলোচনা সভায় শামসুজ্জামান দুদু বলেন, অন্য কোনো দেশ আমাদের আন্দোলন করে দিয়ে যাবে এটা বিশ্বাস করার কনো কারণ নেই। গণবিরোধী শক্তিকে পরাজিত করতে হলে আমাদের নিজেদেরকেই আন্দোলন

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২, সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন
প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন) ---- ৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো) ---- ৪,০০০/-

স্পট বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ) ---- ১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন) ---- ৮,০০০/-

প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ---- ৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ---- ৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ---- ৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা) ---- আলোচনা সাপেক্ষে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
প্রথম ২০ শব্দের জন্য ---- ৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ

হারানো বিজ্ঞপ্তি
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞাপন
নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য ---- ৫০০/-

অর্থনীতিবিদদের সন্দেহের মধ্যে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৮২ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : কৃষি ও শিল্প খাতে মন্থর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিদায়ী আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন ৫.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বেড়ে ৫.৮২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যা আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৫.৭৮ শতাংশ। এক দশকের উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে, নিম্ন, স্থির এবং মধ্যম আয়ের গোষ্ঠীর দুর্ভোগ বৃদ্ধির মধ্যে বর্তমানে টাকার হিসেবে বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৩ লাখ ৬ হাজার ১৪৪ টাকা; যা গত অর্থবছরে ছিল ২ লাখ ৭৩ হাজার ৩৬০ টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারে

মাথাপিছু আয় ছিল ২,৭৪৯ মার্কিন ডলার, যা একই অর্থবছরে ২,৭৮৪ মার্কিন ডলার ছিল। টাকার বিনিময় হার ধরা হয়েছে ১০৯.৯৭ টাকা। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ম্যাক্রোট্রেন্ডস তথ্য অনুসারে প্রতিবেশী ভারতের মাথাপিছু আয় ২০২৩ অর্থবছরে ছিল ২,৪৫০ ডলার, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং নেপালের মাথাপিছু আয় ছিল ২০২২ সালে ১৫৬০, ৩৬১০, ১০,৮৮০ এবং ১৩৪০ ডলার। অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি অংশে নেতিবাচক সূচকের পটভূমিতে প্রবৃদ্ধির অনুমান নিয়ে অর্থনীতিবিদরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, বিদায়ী অর্থবছর জুড়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দীর্ঘায়িত মন্দার মধ্যে ৪ শতাংশ বৃদ্ধির হার বেশ ভাল ছিল ৬এমন কোনো ইতিবাচক সূচক নেই যা এত প্রবৃদ্ধি আনতে পারে৲ বলেন তিনি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সর্বশেষ প্রক্ষেপণ ২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় করা ৭.৫ শতাংশের প্রাথমিক অনুমান থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট, সামষ্টিক অর্থনীতি এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় পরিষদের ডিসেম্বরে করা ৬.৫৪ শতাংশের সংশোধিত প্রাক্কলনের চেয়ে কম। বিবিএসের সর্বশেষ অনুমান বিশ্বব্যাংকের ৫.৬ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ৫.৭ শতাংশের অনুমানের কাছাকাছি। খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির হিসাবে কৃষি ও

৭-এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে চলেছে রকমারি ডট কম

স্টাফ রিপোর্টার : 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সবার কাছে বিশ্বস্ত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান রকমারি ডট কম। দেশজুড়ে বই ও বিভিন্ন পণ্য গ্রাহকদের কাছে ঝামেলামুক্তভাবে পৌঁছে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০১২ সালে যাত্রা শুরু করা রকমারি ডট কম দেশের তথ্য ও বাণিজ্যসেবা খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত ১২ বছরে প্রযুক্তি খাতে রকমারি ডট কমের বিকাশ অভাবনীয়। এই সময়কালে প্রায় ৫ কোটি বই এবং কয়েক লাখ পণ্য মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে রকমারি। বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে রকমারি ডট কম নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা নিজেদের অবস্থান দৃঢ়? করে তুলেছে। প্রতিদিন প্রায় ১ লাখ মানুষ রকমারি ডট কমের ওয়েবসাইট ভিজিট করে খুঁজে নিচ্ছে তাদের পছন্দের পণ্য।

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

বাজেট সম্পর্কে তথ্য সহায়তা দেবে

খানম। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বাজেটের জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করে তুলে ধরার জন্য আমার সংসদের কার্যক্রম। এর মাধ্যমে গণমানুষের অংশগ্রহণে বাজেটের জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে তুলে ধরা হবে। একেবারে প্রান্তিক একজন মানুষ নিত্যপণ্য কেনার মাধ্যমে যে পরোক্ষ কর দিচ্ছেন, আর এর মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়নে তিনি কীভাবে সহায়তা করছেন সেটি জানানোর জন্য উন্নয়ন সমন্বয় আমার সংসদ শুরু করেছে। রাশেদ খান মেনন বলেন, একসময় সংসদে বাজেট উপস্থাপন হতো তা বোঝার জন্য আমরা অর্থনীতিবিদদের কাছে যেতাম। 'আমার সংসদে'র সহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বাজেট সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার ফলে বাজেট সম্পর্কে বোঝা সহজ হবে। আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, এবার সংসদে প্রায় ৭০ তরুণ সদস্য রয়েছেন। আমার সংসদের মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন সদস্যরা উপকৃত হবেন না। অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোও সংসদ সদস্যদের বুঝতে সহায়তার জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। উন্নয়ন সমন্বয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বরাবরের মতো এবারও আসন্ন অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত পুরো বাজেটের পর্যালোচনার পাশাপাশি খাতভিত্তিক বিশেষ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা তথ্যভিত্তিক ফ্লায়ার প্রকাশ ও প্রচার করবে। প্রাথমিকভাবে সাতটি ফ্লায়ার প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পুরো বাজেটের পর্যালোচনা, কৃষি খাত, শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য খাত, সামাজিক সুরক্ষা, পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষায় বিনিয়োগ এবং তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপ বিষয়ে তথ্য তুলে ধরা হবে। অংশীজনদের চাহিদার ভিত্তিতে এই তালিকায় আরও সংযোজনের সুযোগ থাকবে। সংসদ সদস্য ও তরুণ শিক্ষার্থীরা যে-কোনো বিষয়ে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোনের মাধ্যমে জানতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে তা জানানো হবে। এ ছাড়া রাতে কেউ প্রশ্ন করলে তাকে সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টার মধ্যে তাকে তথ্য সরবরাহ করা হবে।

কলকাতায় খুন হয়েছেন এমপি

ভারতীয় পুলিশ আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করছে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মরদেহ এখনও আমাদের কাছে আসেনি বা পৌঁছায়নি। আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি। সেগুলো এখনই প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আমরা এখন আর কিছু বলব না। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো হবে। আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, আনোয়ারুল সাহেব কোথায় খুন হয়েছেন? কে কে খুন করেছে? কোন অস্ত্র দিয়ে খুন হয়েছেন? সব কিছুই তদন্ত শেষ হলে পরে জানানো হবে। এই ঘটনাটি ভারত-বাংলাদেশের পুলিশ তদন্ত করছে।

সংসদ সদস্যের হত্যার ঘটনায় বাংলাদেশ থেকে যে তিনজনকে আটক করা হয়েছে তারা কোথায়? জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, সন্দেহভাজন আটক তিনজন আমাদের পুলিশের হেফাজতে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আমরা সুনিশ্চিত, যারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল। তবে তা এখনই আমরা প্রকাশ করতে পারবো না।

এই হত্যাকাণ্ডের কারণে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে ছেদ পড়বে কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। তিনি কলকাতায় চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন। সম্পর্কের ফাটল ধরবে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। কারণ, আনোয়ারুল আজিম হত্যার ঘটনায় ভারতের কেউ জড়িত হননি। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যা তথ্য রয়েছে- আমাদের দেশের মানুষই তাকে হত্যা করেছে।

চীনের কিউএমই পরিদর্শন সিএসই

আলোচনা করেন। কিয়ানহাই মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ (কিউএমই) হলো হংকং এক্সচেঞ্জেস এবং হংকং ক্লিয়ারিং লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে গঠিত একটি ফিজিক্যাল কমোডিটি ট্রেডিং প্লাটফর্ম, যার শেয়ারহোল্ডাররা হলেন হংকং গ্রুপ এবং কিয়ানহাই ফিনান্সিয়াল হোল্ডিং। এটি শিকাউ, কিয়ানহাই পাইলট মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, গুয়াংডং, চীনে অবস্থিত। কিউএমই আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ অক্টোবর ২০১৮-তে অ্যালুমিনা ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম ফিজিক্যাল লেনদেনটি ছিল তিন হাজার টন আলুমিনার যার প্রতি টনের মূল্য ছিল ৩০৩০ ইয়েন করে এবং এই লেনদেনটি চেলকো ট্রেড এবং জাইমেন জিয়াঙ্গুর মধ্যে হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এই লেনদেনটি সে সময় বাজারে প্রকৃত লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে ফিজিক্যাল অ্যালুমিনার প্রথম বেঞ্চমার্ক মূল্যে লেনদেনের রেকর্ড করে। কিউএমই এর লক্ষ্য হল প্রযুক্তি, ক্রস-বর্ডার সহযোগিতা এবং ফিনান্সের মাধ্যমে আর্থিক বাজারের সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি মানসম্মত সম্পদ কাঠামো স্থাপন করা, যেন ফিজিক্যাল এন্টারপ্রাইজের জন্য অর্থায়নের সমস্যাগুলোর বাস্তব সমাধান দেওয়া যায়।

ভারতে নিখোঁজ ঝিনাইদহের এমপি

খবর পাওয়া গেলো। এমপি আনোয়ারুল আজিম কলকাতায় তার যে বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলেন, সেই গোপাল বিশ্বাস বুধবার (২২ মে) সকালে পুলিশের কাছ থেকে এমপি আজিমের হত্যার খবর পেয়েছেন বলে গণমাধ্যমে জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় পুলিশের ধারণা, এমপি আনোয়ারুল আজিমকে খুন করা হয়েছে। তবে তাকে কে বা কারা, কেন খুন করেছে; এ বিষয়ে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। এরইমধ্যে নিউ টাউন থানার পুলিশ এবং বিধান নগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ ও এইচডিএফ কর্মকর্তারা তদন্তে নেমেছেন। ওই আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তারা। এদিকে কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাস জানিয়েছে, সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিমের মরদেহ উদ্ধারের বিষয়ে অফিশিয়ালি কোনও তথ্য তাদের জানানো হয়নি। তিনি নিখোঁজ হওয়ার পর তারা (উপ-দূতাবাসের কর্মকর্তা) দুই দেশের পুলিশ ও তদন্তকারীদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেন। তদন্তকারীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে কাজ করছিলেন। চিকিৎসা করাতে গত ১২ মে দুপুরের দিকে দর্শনা-গেদে সীমান্ত হয়ে ভারতের কলকাতায় আসেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সরকারদলীয় সংসদ আনোয়ারুল আজিম আনার। প্রথম দুদিন যোগাযোগ থাকলেও ১৪ মে থেকে পরিবারের সদস্যরা তার খোঁজ পাচ্ছিলেন না। পরে আনোয়ারুলের পরিবারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করা হয়। সেখান থেকে ভারতের দিল্লি দূতাবাস ও কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে ওই সংসদ সদস্যের খোঁজে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশ। সংস্থাটি জানায়, দিল্লি ও কলকাতা দূতাবাসের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পরই তার খোঁজে তৎপরতা শুরু করে পুলিশ। জানা গেছে, কলকাতায় আসার পর শহরের অদূরে ব্যারাকপুর কমিশনারেট এলাকার বরাহনগর থানার মণ্ডলপাড়া লেনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছান তিনি। এর মধ্যে 'বিশেষ প্রয়োজনের' কথা বলে গোপালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান আনোয়ারুল আজিম। পরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ১৮ মে কলকাতার বরাহনগর থানায় লিখিত 'মিসিং ডায়েরি' করেন গোপাল বিশ্বাস। বুধবার (২১ মে) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছিলেন, 'আমাদের ও ভারতের ইমিগ্রেশন পার হয়ে যথাযথভাবেই তিনি ভারতে যান। পরিবার থেকে আমাদের জানানো হয়েছিল তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারি সব সংস্থা এটা নিয়ে কাজ করছে। আমাদের এনএসআই, এসবি ও পুলিশ কাজ করছে। ভারতীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে। আশা করছি ভারতীয় সরকারের মাধ্যমে শিগগিরই তার বিষয়ে জানতে পারবো। প্রসঙ্গত, আনোয়ারুল আজিম আনার ঝিনাইদহ-৪ (সদর ও কালীগঞ্জ) আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য। তিনি ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে টানা তিন বার আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন তিনি।

হিমালয়সহ পাহাড়-পর্বত রক্ষায়

দরকার, এটা পৃথিবীর সমস্যা। বিশ্ব নেতাদের সদিচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। সাবের চৌধুরী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে বাংলাদেশে লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত হবে। লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ আমাদের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশের উত্তরে হিমবাহ গলছে এবং দক্ষিণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। আমরা খরা, বন্যাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের সকল নেতিবাচক প্রভাব অনুভব করছি। নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচন্ড' নেপাল সরকারের বন ও পরিবেশমন্ত্রী নওল কিশোর সাহ সুরির সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। ভুটানের মন্ত্রী, ইউএনএফসিসিসি সাবসিডিয়ারি বডির চেয়ারম্যান নেপালে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী, কিরগিজস্তানের রাষ্ট্রপতির বিশেষ প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য দেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নেপাল সরকারের মুখ্য সচিব ডঃ বৈকুণ্ঠ আরিয়াল।

এমপি আনোয়ারুল আজীমের মৃত্যুতে

বাসভবনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, আজ সকালে ভারতীয় পুলিশ আমাদের জানিয়েছেন এমপি আনোয়ারুল আজীম খুন হয়েছেন। ভারতীয় পুলিশ যে তথ্য আমাদের দিয়েছিলেন সে তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশ তিনজন অপরাধীকে ধরেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তদন্ত চলছে।

আওয়ামী লীগ শেখ সাহেবের আদর্শে

আউজুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ বলে বক্তব্য শুরু করতেন। '৭০ এর নির্বাচনে ইশতেহারে বলা ছিল শরিয়াহ বিরোধী কোনো আইন পাস হবে না। শেখ সাহেব মদ বন্ধ করেছেন, আজকের আওয়ামী লীগ মদ চালু করেছে। তিনি সুদ-ঘুষ বন্ধ করেছেন, আওয়ামী লীগ তা চালু করেছে। এক কথায় বলতে গেলে আওয়ামী লীগ শেখ সাহেবের আদর্শের উপরে নেই। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এই সিনিয়র নায়েবে আমির বলেন, আজ দেখছি জনগণের চাকরি না থাকলেও আওয়ামী লীগের ঠিক চাকরি আছে। পদোন্নতি আওয়ামী লীগের কিন্তু জনগণের পদোন্নতি নেই। আওয়ামী লীগ ভালো খায়, সাধারণ মানুষ ভালো খেতে পায় না। স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষ খুধার তাড়নায় সন্তান বিক্রি করে। তবে এই দেশ কিসের জন্য স্বাধীন হয়েছিল? দেশের বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করে মুফতি ফয়জুল করীম বলেন, ব্যাংক থেকে একের পর এক হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে। ৮টি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। প্রায় সকল ব্যাংক খালি হয়ে যাচ্ছে। দেশের সকল অর্থ কয়েকটি পরিবারের কাছে জমা হয়ে গেছে। এগুলো দিকে খেয়াল না করে কে রাজাকার আর কে আল বদর এগুলো নিয়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ধাবিত করা হচ্ছে। ইসলামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম পরিষদের সভাপতি শহিদুল ইসলাম কবিরের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল এবিএম রাকিবুল হাসানের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন সি-নয়র সাংবাদিক মোস্তফা কামাল মজুমদার, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বাংলাদেশ ন্যাপ মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল বশর আজিজী, ইসলামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম পরিষদের এর সেক্রেটারি জেনারেল এ বি এম রাকিবুল হাসান, হকার নেতা মুহাম্মদ ঈমান উদ্দিন, মুফতি মুহাম্মাদ নাঈম বিন আবদুল বারী, হকার সংগ্রাম পরিষদের সহ-সভাপতি মো. ইমাম হোসেন ভূঁইয়া প্রমুখ।

১২০ টাকায় উঠলো

আর আমদানি এলসি নিষ্পত্তি করা হয় ১২০ টাকার বেশি দরে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধান বলেন, ক্রলিং পেগ চালুর প্রথম সপ্তাহে সব ব্যাংক ঠিকঠাক অনুসরণ করলেও এখন অনেক ব্যাংক বেশি রেটে ডলার সংগ্রহ করছে, একইসঙ্গে এলসি খুলতেও বেশি রেট নিচ্ছে। শরিয়াভিত্তিক অধিকাংশ ব্যাংক এই ক্রলিং পেগ রেট অনুসরণ করছে না বলে জানান তিনি। এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যস্থতায় ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন এবিবি এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ডিলারদের সংগঠন বাফেদা ডলারের একটি আনুষ্ঠানিক দর ঘোষণা করত। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি দরে লেনদেন হতো। নতুন পদ্ধতি চালুর আগে সর্বশেষ ঘোষিত দর ছিল ১১০ টাকা। মঙ্গলবার (২১ মে) থেকে কিছু কিছু ব্যাংক বিদেশি এক্সেঞ্জ হাউজগুলো থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করছে ১১৯ টাকা দরে। এছাড়া, আমদানিকারকদের এলসি নিষ্পত্তি করছেন ১২০ টাকা কিংবা তার চেয়েও বেশি দরে। এদিকে খোলা বাজারে ডলার বিক্রি হচ্ছে ১২৫ টাকারও বেশি দরে।

বাংলাদেশের কিছু অপরাধী এমপি

কালিগঞ্জের তিনবারের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিমের ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। এটি একটি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। এটি পারিবারিক, আর্থিক, না কি এলাকার কোনো দুর্বৃত্তকে দমন করার জন্য হয়েছে, তা আমরা তদন্ত করে দেখছি। তিনি বলেন, একজন সংসদ সদস্যকে যেভাবে বাংলাদেশের কিছু অপরাধী নৃশংসভাবে যেভাবে হত্যা করেছে, আমরা তাদের কয়েকজনকে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছি। তদন্তের স্বার্থে আমরা আটক ব্যক্তিদের নাম বলছি না। বাকিদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা নিবিড়ভাবে ভারতীয় পুলিশের সঙ্গে কাজ করছি। প্রতিক্ষণেই তাদের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছে। অনেক তথ্য পাচ্ছি। তদন্তের স্বার্থে সেসব বিষয় আমরা বলতে চাচ্ছি না। তিনি আরও বলেন, সংসদ ভবন এলাকা থেকে সংসদ সদস্য আনোয়ারুল ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। এজন্য এ ঘটনায় শেরে বাংলা নগর থানায় মামলা হবে। আমরা তার মেয়েকে মামলা করতে সহযোগিতা করব।

এপ্রিলে দেশে ৭৩৩ দুর্ঘটনায় নিহত

নিহত ও ৪৮ জন আহত হয়েছেন। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার সংগঠনের মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ প্রতিবেদন তুলে ধরে সংগঠনটি। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সড়ক দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের সদস্যরা বহুল প্রচারিত ও বিশ্বাসযোগ্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সড়ক, রেল ও নৌ পথের দুর্ঘটনার সংবাদ মনিটরিংয়ের পাশাপাশি জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে (পঙ্গু হাসপাতাল) সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ১ হাজার ৩১৬ জনের মধ্যে যাচাই বাছাই করে ১ হাজার ৯৬ জন আহত রোগীর তথ্য নিয়ে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। সড়কে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ১০ জন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ১৬৯ জন চালক, ৯৩ জন পথচারী, ৫৮ জন পরিবহন শ্রমিক, ৪৬ জন শিক্ষার্থী, ছয়জন শিক্ষক, ১১৯ জন নারী, ৬৭ জন শিশু, তিনজন সাংবাদিক, দুইজন চিকিৎসক, একজন আইনজীবী, তিনজন প্রকৌশলী এবং আটজন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর পরিচয় মিলেছে। তাদের মধ্যে নিহত হয়েছেন- একজন পুলিশ সদস্য, তিনজন সেনাবাহিনী সদস্য, একজন সাংবাদিক, দুইজন চিকিৎসক, ১২৩ জন বিভিন্ন পরিবহনের চালক, ৫৮ জন পথচারী, ৯৩ জন নারী, ৪৯ জন শিশু, ৩৬ জন শিক্ষার্থী, ৩৩ জন পরিবহন শ্রমিক, ছয়জন শিক্ষক, তিনজন প্রকৌশলী ও আটজন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী। এই সময় সড়ক দুর্ঘটনায় সংগঠিত ৯৮৮টি যানবাহনের পরিচয় মিলেছে। তাতে দেখা যায়, ৩৪ শতাংশ ৭১ শতাংশ মোটরসাইকেল, ১৭ শতাংশ ৬১ শতাংশ ট্রাক-পিকাপ-কাভার্ডভ্যান ও লরি, ১৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ বাস, ১৩ দশমিক ১৫ শতাংশ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক, ৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ নছিমন-করিমন-মাহিন্দ্রা-ট্রাক্টর ও লেগুনা, ৬ দশমিক ২৭ শতাংশ কার-জিপ-মাইক্রোবাস সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণ মতে, এপ্রিল মাসে সড়ক দুর্ঘটনার উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো-

১. দেশের সড়ক-মহাসড়কে মোটরসাইকেলের অবাধ চলাচল
২. জাতীয় মহাসড়কে রোড সাইন বা রোড মার্কিং, সড়কবাতি না থাকায় হঠাৎ ঈদে যাতায়াতকারী ব্যক্তিগত যানের চালকদের রাতে এসব জাতীয় সড়কে ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চালানো
৩. জাতীয়, আঞ্চলিক ও ফিডার রোডে টার্নিং চিহ্ন না থাকার ফলে নতুন চালকদের এসব সড়কে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছেন
৪. মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, যানবাহনের ত্রুটি, ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা
৫. উল্টোপথে যানবাহন চালানো, সড়কে চাঁদাবাজি, পণ্যবাহী যানে যাত্রী পরিবহন
৬. অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, বেপরোয়া যানবাহন চালানো এবং একজন চালক অতিরিক্ত সময় ধরে যানবাহন চালানো।

পাতাল রেলে ৬০ কোটি টাকা

হিসেবে নতুনবাজার এবং নর্দ্দা স্টেশন হবে ভূগর্ভস্থ। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (জাইকা) এমআরটি লাইন-১ এর নির্মাণকাজের জন্য ৫২ হাজার ৫৬১ কোটি ৪৩ লাখ টাকার ব্যয়ভার বহন করবে। এর মধ্যে জাইকা প্রকল্প সহায়তা (পিএ) হিসেবে দেবে ৩৯ হাজার ৪৫০ কোটি ৩২ লাখ টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার দেবে ১৩ হাজার ১১১ কোটি ১১ লাখ টাকা। জাপানি ফার্মের নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম বিমানবন্দর-কমলাপুর-পূর্বাচল মেট্রো লাইন নির্মাণকাজ তদারক করবে। এর আগে ২০১৯ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ৫২ হাজার ৫৬১ কোটি ৪৩ লাখ টাকায় এমআরটি লাইন-১ প্রকল্প অনুমোদন দেয়।

মেয়ের আহাজারি

আনারের বন্ধু শ্রী গোপাল বিশ্বাস কলকাতার বরানগর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। আনোয়ারুল আজিম আনার ঝিনাইদহ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য। এর আগে, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এদিকে, ভারতীয় গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের খবরে বলা হয়েছে, ভারতে চিকিৎসা করাতে এসে খুন হয়েছেন বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম। গত ৮ দিন নিখোঁজ থাকার পরে আজ সকালে কলকাতার নিউটাউন থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে, কে বা কারা তাকে খুন করেছে তা জানা যায়নি। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

প্রতারণায় বাংলাদেশিরা যেভাবে

লে ফ্রিল্যান্সারদের কাছে দেন। ফ্রিল্যান্সারদের নির্দেশনা দেওয়া থাকে যে, বাইনান্সের (ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ) মাধ্যমে বিট কয়েন কিনে প্রতারকদের কাছে টাকা পাঠাতে। সম্প্রতি সিটিটিসির সাইবার ক্রাইম বিভাগ বাংলাদেশি চক্রের এমন পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে সিটিটিসি জানতে পারে যে, বাংলাদেশে প্রতারকদের এ ধরনের বেশ কয়েকটি টিম রয়েছে। প্রতি টিমে একজন বিকাশ এজেন্ট ও পাঁচজন ফ্রিল্যান্সার থাকেন। বিকাশ এজেন্ট শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রহ করেন এবং সেই টাকা ফ্রিল্যান্সারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠান। প্রতিটি টিমে ফ্রিল্যান্সারদের একেকজনের একেকটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ফ্রিল্যান্সাররা বিকাশ এজেন্ট থেকে নিজের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা সংগ্রহ করেন না। এ কাজের জন্য তারা বিভিন্নজনের কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেন। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে বিশেষ কৌশলে প্রতারকদের জন্য বিট কয়েন কিনে বিদেশে টাকা পাচার করেন। অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে একেক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ার জন্য ভিন্ন একটি চক্র রয়েছে। তাদের হয়েছে আলাদা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। এ ধরনের অ্যাকাউন্ট মাসিক তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া পাওয়া যায়। অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাদের পাঁচ/ছয়টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তারা এসব অ্যাকাউন্ট অন্যকে ভাড়া দেন। নিজেদের এটিএম কার্ড ও চেক বই তুলে দেন নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে। সম্প্রতি সিটিটিসির অভিযানে ২৭ বছর বয়সী সাঈদ আনোয়ার ওরফে পাপ্পু নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যিনি নিজের ও তার স্ত্রীর নামে খোলা অ্যাকাউন্ট ফ্রিল্যান্সারদের কাছে ভাড়া দেন। অ্যাকাউন্টগুলো ছিল সিটি ব্যাংকের। প্রতারণায় সহযোগিতা করার জন্য বিকাশ ও নগদের এজেন্টরা প্রতি লেনদেনে ১০ টাকা এবং দৈনিক মোট লেনদেনের ওপর দুই থেকে পাঁচ শতাংশ কমিশন পান। আর ফ্রিল্যান্সাররা দৈনিক ৫০ মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ছয় হাজার টাকা করে বেতন পান। টাকা পাওয়ার উপায়টাও খুব সহজ। গ্রাহকরা যখন প্রতারকদের কথায় বিকাশ বা নগদে টাকা পাঠান তখন এজেন্টরা সেটি সংগ্রহ করে নিজেদের কমিশন কেটে ফ্রিল্যান্সারদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেন। ফ্রিল্যান্সাররা নিজেদের বেতন রেখে বাকি টাকা দিয়ে বিট কয়েন কেনেন। সিটিটিসি জানায়, ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তারা এখন পর্যন্ত প্রতারণার টাকা সংগ্রহকারী শতাধিক বিকাশ ও নগদ এজেন্টের নম্বর চিহ্নিত করেছে। এ বিষয়ে ওই দুই প্রতিষ্ঠানকে জানানো হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অ্যাকাউন্টের লেনদেন স্থগিত রেখেছে। ঢাকা পোস্টের কাছে আসা বিভিন্ন অভিযোগ ও মামলার কপি যাচাই-বাছাই করে দেখা গেছে, প্রায় ৮০টির মতো বিকাশ ও নগদের নম্বর দিয়ে টাকা লেনদেন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি নম্বর অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে বিকাশ নম্বরগুলো হলো- ০১৯৯৮২৮০৬২৮, ০১৯৩২৮৩১৮৮৪, ০১৮৭৮৪৩৫২৩৪, ০১৬১৪৯৫৪০২০, ০১৯৩১৩২৮৬৫০, ০১৯৬৮৫৭০৯৬৭, ০১৬১৬৬৮৩৪৯৬, ০১৩২১৬১২৬৬০, ০১৩২৩২৩৫০৭৬, ০১৮৩১৪০৪৪১২ ও ০১৯০৬৮৮২৮৬২। এ ছাড়া নগদ নম্বরগুলো হচ্ছে- ০১৬০৭৬৩৩০৫৭ ও ০১৬০৭৬৩৭৮৬২।

অন্যদিকে, ফ্রিল্যান্সাররা যেসব ব্যাংক থেকে বেশি টাকা পাচার করেছেন সেগুলো হচ্ছে- সিটি ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ইসলামী ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানায়, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাংককে জানানো হয়েছে। তবে, কাজের কাজ তেমন একটা হয় না। কারণ, কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করার সুপারিশ করতে হলে পুলিশকে আদালত থেকে অর্ডার আনতে হয়। তাই পুলিশ এসব ঝক্কি নিতে চায় না। তবে, ব্যাংকগুলো যদি তাদের সন্দেহজনক লেনদেনগুলো চিহ্নিত করতে পারে সেক্ষেত্রে এসব টাকা পাচার বন্ধ করা সম্ভব। গ্রাহকদের নম্বর যেভাবে সংগ্রহ করেন প্রতারকরা অনলাইন প্রতারণায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাদের সবাই বাংলাদেশি। তারা শুধু প্রতারণার টাকা সংগ্রহ করে বিদেশে পাচার করতেন। মোবাইল গ্রাহকদের নম্বর কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে, সে বিষয়ে তারা (গ্রেপ্তাররা) কিছুই জানেন না। তবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, বাংলাদেশের প্রায় ১০ কোটির বেশি মোবাইল ব্যবহারকারী প্রতারণামূলক এমন মেসেজ পেয়েছেন। মেসেজ পেয়েছেন খোদ কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মো. আসাদুজ্জামানসহ দেশের সব বাহিনীর সাইবার ইউনিটের সদস্যরা। নম্বর সংগ্রহ ও মেসেজ পাঠানোর বিষয়ে পুলিশের তদন্ত বলছে, কোনো সুনির্দিষ্ট নম্বর নয়, র‍্যান্ডমলি বা আন্দাজে একটি নম্বর সেট করে পরের নম্বরগুলোর ক্রম অনুসারে এসএমএস পাঠাতে থাকেন প্রতারকরা। যেমন- তারা প্রথমে একটি নম্বর সিলেট করল ০১৭*****০০১। এরপর শেষের তিন অক্ষর বদলে ০০২, ০০৩, ০০৪ এভাবে ক্রম অনুসারে র‍্যান্ডম বা এলোমেলোভাবে মেসেজ দিতে থাকেন। এসব মেসেজ তারা বাংলাদেশের কয়েকটি এসএমএস সার্ভিস প্রোভাইডার থেকে বাল্ক পরিমাণে কিনে থাকেন। তাদের কাছ থেকে এসএমএস কেনার খরচ পড়ে বাংলাদেশি টাকায় মাত্র ১৭ পয়সা। এ মাধ্যমে একসঙ্গে সর্বোচ্চ এক লাখ গ্রাহকের মোবাইলে এসএমএস পাঠানো যায়। এসএমএসগুলো গ্রাহকদের কাছে টেলিটকের +৮৮০১৫..., রবির +৮৮০১৮... ও বাংলালিংকের +৮৮০১৯... নম্বর থেকে যায়। তবে, এসব এসএমএস পাঠানোর সঙ্গে দেশের কোনো মোবাইল অপারেটরের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। ২০২৩ সালে ফ্রান্সভিত্তিক ইউরোনিউজ নামের একটি পত্রিকা 'দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা নাগরিকদের অনলাইন প্রতারণার ফাঁদ' বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে প্রতারকরা কীভাবে নম্বর সংগ্রহ করে সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করে তারা। এ সময় তারা হোয়াটসঅ্যাপ (মেটা), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা- এফবিআই, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন- ইন্টারপোল ও ইইউ-এর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এজেন্সি ফর ল এনফোর্সমেন্ট কো-অপারেশনের (ইউরোপল) সঙ্গে কথা বলে। তবে, কোনো সংস্থাই সুনির্দিষ্টভাবে মোবাইল নম্বর সংগ্রহের কোনো উৎস খুঁজে পায়নি। প্রতিবেদনে নিজেদের বক্তব্যে এফবিআই প্রতারকদের ডাটা (ফোন নম্বর) সংগ্রহের কোনো সুনির্দিষ্ট উৎস বলতে পারেনি। তবে তারা জানায়, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এ ধরনের এসএমএস পাওয়া এবং প্রতারণার শিকার হয়ে ৬০ দেশের ৫০০ জনের বেশি চাকরিপ্রত্যাশী তাদের 'ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লেইন্ট সেন্টার' বিভাগে অভিযোগ করেছেন। 'সূত্র' খুঁজে পায় না পুলিশ, ভরসা কেবল অ্যাকাউন্ট নম্বর দেশের বাইরে থেকে কারা এ ব্যবসা পরিচালনা করছে, সে বিষয়ে তথ্য থাকলেও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে। তদন্তে তাদের একমাত্র ভরসা বিকাশ-নগদ ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর।

সিআইডি, ডিবি ও সিটিটিসি এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় যাদের আটক করেছে তারা বিকাশ বা নগদের এজেন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মালিক ও ভাড়া নেওয়া ব্যক্তিরা। এর বাইরে আর কিছুই করার নেই তাদের। তবে, যেসব মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে গ্রাহকদের চাকরির মেসেজ পাঠানো হয় এমন তিন/চারটি নম্বরের সূত্র ধরে তদন্ত করে পুলিশ। তারা সরেজমিনে গিয়ে দেখেন নম্বরগুলো কৃষক, শ্রমিক বা সাধারণ মানুষের, যারা বাটন ফোন ব্যবহার করেন।

সম্প্রতি এ ধরনের একটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে জানা যায়, ওই ব্যক্তি নিজেও জানেন না তার নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে মেসেজ দেওয়া হয়েছে। টেলিগ্রামের ভূমিকা কী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এ ধরনের প্রতারণা অনেকে টেলিগ্রাম স্ক্যামও বলে। গ্রাহকদের মেসেজ নিরাপদ রাখার জন্য বিখ্যাত এ অ্যাপ দিয়েই প্রতারণামূলক কাজটি করা হচ্ছে। তবে, তাদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পায় না বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ বিষয়ে তদন্তকারী এক পুলিশ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, ফেসবুক ও ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বিটিআরসি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তারা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে। তবে, টেলিগ্রাম থেকে এ সহযোগিতা পাওয়া যায় না। তাদের সদিচ্ছা থাকলে এ ধরনের অপরাধ তাৎক্ষণিক বন্ধ করা সম্ভব হতো। তাদের উচিৎ সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করে দেওয়া।

টেলিগ্রাম স্ক্যামের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আদৌ অবগত কি নাড় জানতে ঢাকা পোস্টের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম প্রেস টিমের কাছে গত ৪ মে তিনটি প্রশ্ন পাঠানো হয়। সেখানে জানতে চাওয়া হয়, তারা এ স্ক্যামের বিষয়ে কোনো অভিযোগ পেয়েছে কি না, স্ক্যামের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কোনো অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নিয়েছে কি না এবং এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে তাদের মন্তব্য কী? তবে, ২০ মে পর্যন্ত টেলিগ্রাম প্রেস টিম এ বিষয়ে কোনো জবাব পাঠায়নি। কত টাকা পাচার হয়েছে, হিসাব নেই কারও কাছে এ প্রতারণার মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সাররা দেশ থেকে কত টাকা পাচার করেছেনড় এর সুনির্দিষ্ট হিসাব কারও কাছে নেই। তবে, একটি চক্রকে গ্রেপ্তারের পর একমাত্র ডিবি জানায়, তাদের ধারণা চক্রটি গত দুই বছরে ২০০ কোটি টাকা পাচার করেছে। তবে, অন্য কোনো সংস্থা টাকা পাচারের অঙ্কের বিষয়ে কোনো তথ্য জানাতে পারেনি। প্রতারণা থেকে একমাত্র বাঁচার উপায় 'সচেতনতা' আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, অনলাইনে চাকরি দেওয়ার এ প্রতারণা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজস্ব সচেতনতা। কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (সদ্য এসপি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, দেশে অনলাইন জব স্ক্যাম একটি মারাত্মক ফাঁদে রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি আমরা এ ধরনের অনেক ঘটনা পাচ্ছি, যারা লাখ লাখ টাকা হারিয়েছেন। এ প্রতারণা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যক্তিগত সচেতনতা। অনেক গ্রাহকই নিয়মিত মোবাইল বা হোয়াটসঅ্যাপে এ ধরনের চাকরির বিজ্ঞাপন ও লিংক পেতে পারেন। লিংকগুলোতে কোনোভাবেই ক্লিক করা যাবে না। এ ছাড়া, সেসব মেসেজ ডিলিট করে সঙ্গে সঙ্গে নম্বর ব্লক করে দিতে হবে। পুলিশ জানায়, কেউ যদি এ ধরনের প্রতারণার শিকার হন তাকে তাৎক্ষণিক নিকটস্থ থানায় গিয়ে মামলা করতে হবে। ভুক্তভোগী থানায় গিয়ে পেনাল কোডের ৪০৬ ও ৪২০ ধারায় মামলা করতে পারেন। ৪০৬ ধারাটি 'অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করা' বুঝায়। এ অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা তিন বছরের জেল অথবা জরিমানা। কিংবা জেল-জরিমানা উভয়ই। পেনাল কোডের ৪২০ ধারা অনুযায়ী, প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে অপরাধীর সাত বছরের জেল অথবা জরিমানা কিংবা জেল-জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

বারবার কেন বিদেশি প্রতারকদের টার্গেট বাংলাদেশিরা এর আগেও ডোলান্সার, বিডি ক্লিক সেন্টার ও হানি ট্র্যাপের মতো ফাঁদ পাতে বিদেশিরা। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাদের ঝোঁকটা বেশি। কেন বারবার বাংলাদেশিদের টার্গেট করা হচ্ছেড় জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, সাধারণত সহজ-সরল মনোভাবসম্পন্ন মানুষ এ ধরনের বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হন। তারা ঠিকানা কিংবা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে নিজের চাকরির ব্যবস্থা করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। পরে তারা প্রতারিত হন। এ ধরনের অভিযোগ দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে অভিযোগ পেলে তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। 'ইদানীং এ ধরনের অপরাধীদের বহু রূপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকায় তাদের গ্রেপ্তার কিংবা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে সময় লেগে যায়। তবে, বাংলাদেশের বাস্তবতায় ব্যক্তিকেই সর্বোচ্চ সতর্ক ও সজাগ থেকে এ ধরনের বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত না হয়ে জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে কর্মের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে এ ধরনের অপরাধীরা প্রতারণামূলক কৌশল থেকে বিরত থাকবে।' ফ্রিল্যান্সার-নেতৃত্ব যা বলছে বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (বিএফডিএস) সভাপতি তানজিবা রহমান বলেন, যারা এ ধরনের অপকর্ম ও স্ক্যামিংয়ের সঙ্গে জড়িত তারা কোনোভাবেই ফ্রিল্যান্সার হতে পারেন না। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমরা শুনেছি যারা অপকর্ম করে ফ্রিল্যান্সার পরিচয় দিয়ে থাকে। 'ফ্রিল্যান্সারদের একটি আইডি কার্ড দেওয়া হয়। আইডি পেতে তাদের দুই বছর কাজ করতে হয়, কাজের গ্রোথ থাকার প্রয়োজন হয়। আরও কিছু শর্ত আছে। তাই যারা এমন স্ক্যামিং করে ধরা পড়ছে তারা কোনোভাবেই ফ্রিল্যান্সার নন। সাইবার পুলিশ যদি আমাদের সঙ্গে বসে, আমরা তাদের এসব বিষয়ে আইডেন্টিফাই করে দিতে পারব।'

পেটে গজ রেখে সেলাইয়ের অভিযোগ মিথ্যা, দাবি চিকিৎসকের

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁয় সুমি খাতুন নামে এক প্রসূতির পেটে গজ রেখেই সেলাই দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর ওই নারী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি করে পুনরায় অপারেশন করে পেট থেকে গজ পাওয়ার অভিযোগ মিলে প্রসূতির পরিবারের। তবে এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ডাক্তার তানিয়া রহমান তনি নামে ওই চিকিৎসক। গতকাল বুধবার দুপুরে নওগাঁ জেলার প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট উল্লেখ করে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডাক্তার তনি। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ১৫ মে, ২০২৪ জরুরি ভিত্তিতে কল পেয়ে নওগাঁ শহরের একতা ক্লিনিকে যাই। সেখানে সকাল ৮টায় আত্রাই উপজেলার বান্দাইখাড়া গ্রামের উজ্জলের স্ত্রী সুম্মির সিজারিয়ান অপারেশন করি। প্রয়োজনীয় রুটিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রিপোর্ট স্বাভাবিক পেয়েই তার অপারেশন করা হয়। অপারেশনের পর ওই দিন ৪টায় ভিজিট করে রোগীর সব ভাইটাল প্যারামিটার স্বাভাবিক দেখতে পাই। এরপর সন্ধ্যার দিকে একতা ক্লিনিক থেকে আমাকে ডাকা হলে গিয়ে দেখি রোগীর স্কিনে সেলাইয়ের স্থান থেকে সামান্য রক্ত বের হচ্ছে। এ সময় লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া ব্যবহার করে আগের সেলাই কেটে একই স্থানে নতুন করে সেলাই করি। এরপর রোগীর রক্তপাত সংক্রান্ত অন্য কোনো জটিলতা বা ব্যাধি আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কয়েকটি পরীক্ষা করতে পরামর্শ দেই রোগীর স্বজনদের। কিন্তু রোগীর লোকজন পরীক্ষা করতে অসম্মতি জানিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানোর ইচ্ছে পোষণ করেন। পরবর্তীকালে তাদের ইচ্ছানুসারে রোগীকে রেফার্ড করা হয়। পরে রোগীর খোঁজ খবর নিতে কয়েক বার রোগীর স্বামী উজ্জলের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এরপর ২০ মে হঠাৎ বিভিন্ন অনলাইন মিডিয়ায় রোগীর পেটে গজ কাপড় রেখে সেলাই দেওয়া হয়েছে এমন সংবাদ প্রচার করা হয়। সংবাদ প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরে ডাক্তার তনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের গাইনি অ্যান্ড অবস বিভাগে যোগাযোগ করে জানতে পারেন ওই রোগীর ল্যাপারটমি করে কোনো গজ কাপড় পাওয়া যায়নি। বরং রোগীর এইচ ই এল এল পি সিনড্রোম ধরা পড়ে। এজন্য রোগীকে আইসিইউতে শিফট করা হয়। ডাক্তার বলেন, এই সিনড্রোম প্রসব পরবর্তী সময়ে অনেক রোগীর দেখা দিতে পারে যা পূর্বে থেকে ধারণা করা যায় না। এর সঙ্গে সার্জারির কোনো সম্পর্ক নাই বা সার্জন দায়ী নয়। সংবাদ সম্মেলনে ডাক্তার তানিয়া রহমান তনির সঙ্গে বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার এবং পরিবারের সদস্যরা অবস্থিত ছিলেন।

নাজিরপুর মাদ্রাসায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চেয়ে ইউএনওকে চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : ফেনীর সোনাগাজীর নবাবপুর ইউনিয়নের নাজিরপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা অনিয়ম-দুর্নীতিতে ভুগছে বলে অভিযোগ মিলেছে। বছরের পর বছর প্রতিষ্ঠানটি একের পর এক ঋণের চাপে পড়লেও তা থেকে উদ্ধারে মাদ্রাসা প্রশাসনের আশানুরূপ কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। উল্টো প্রতিষ্ঠানকে ঋণের ফাঁদে ফেলার অভিযোগ আছে খোদ প্রতিষ্ঠানটির সুপারসহ কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে। প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে, বছরজুড়ে শিক্ষকদের বেতনও বকেয়া রয়ে যাচ্ছে। যার পেছনে বড় ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম রয়েছে দাবি করে এসব অভিযোগ অনুসন্ধানে নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে আবেদন করেছেন স্থানীয় এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর পক্ষে এই আবেদন করেছেন কেফায়েত শাকিল নামের এক সাংবাদিক। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে জমা দেওয়া আবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন মার্কেটসহ নাজিরপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার বহু সম্পদ রয়েছে। মাদ্রাসার মার্কেট থেকে ভাড়াও আসে। তবু শিক্ষকদের এক বছরের বেশি সময় ধরে বেতন বাকি। যা শিক্ষার মান অবনতিতে ভূমিকা রাখছে। আর এই সমস্যা কাটাতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জমি বিক্রিকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে দেখছে। অভিযোগে বলা হয়, মাদ্রাসার মালিকানাধীন একটি জমিতে সম্প্রতি একটি ইটের ঘর তোলা হচ্ছে। এই ঘর করার ক্ষেত্রে কমিটির বড় একটি অংশের দ্বিমত থাকলেও একটি পক্ষ প্রভাব খাটিয়ে ঘরটি তৈরি করছে। কোনো নিয়ম না মেনে নামমাত্র ভাড়ায় জায়গাটিতে তাদের ঘর করার অনুমতি দিয়েছেন মাদ্রাসার সুপার। মাদ্রাসার অনিয়মগুলোর মধ্যে- প্রভাব খাটিয়ে কমিটির সদস্যদের একটি অংশকে মিটিংয়ে ঢুকতে না দেওয়া, কমিটির সদস্যদের অনুমোদন ছাড়া যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া, দোকান ভাড়া কমিটি ও প্রকল্প কমিটির অনুমোদন না নিয়েই ভবন তৈরির কথা আবেদনে উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে আবেদনকারী কেফায়েত শাকিল বলেন, সম্প্রতি মাদ্রাসার জমিজমার অপব্যবহার নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। একপক্ষ আরেক পক্ষকে দায়ী করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এলাকার একমাত্র দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় আমার মনে হয়েছে কাজ করা দরকার। তিনি বলেন, মাদ্রাসার মালিকানাধীন অনেক দোকান কয়েক বছর ধরে বন্ধক আছে। সেগুলো না ছাড়িয়ে নতুন একটি ঘর তোলা হচ্ছে। ৮-১০ ডিসিম জমিতে নতুন করে তুলতে যাওয়া ঘরটি মাত্র চার হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়া হচ্ছে বলে জানতে পারছি। অথচ এখানে ছোট্ট টিনের ঘর থেকেই ভাড়া আসতো তিন হাজার টাকা। এখন সেটি ভেঙে আরও বড় জায়গা নিয়ে পাকা ঘর করে মাত্র চার হাজার টাকায় নাকি ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। এটি আমার কাছে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মনে হয়েছে। কমিটির একাংশের অভিযোগ, এই দোকান ঘর করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সদস্যের মতও নেওয়া হয়নি। আমি এসব অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত চেয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দেইনি। আমি এসব অভিযোগের বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়েছি। কারণ দোষ যারই থাকুক তা বের করে প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করা দরকার। আশা করি উপজেলা প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে ব্যবস্থা নেবে। অভিযোগের বিষয়ে মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবু তাহের বলেন, আমার এখানে কিছুই করার নেই। কমিটির লোকজন আমাকে বাধ্য করেছেন। আমি তো নিরীহ মানুষ। আমি কী করবো? আর মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি কামাল উদ্দিন বলেন, কমিটির ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ ছাড়া এসব কিছু নয়। আমরা কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করে থাকলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করুক। দোষী সাব্যস্ত হলে আমরা মাথা পেতে নেব। এ বিষয়ে সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুল হাসান বলেন, আমি দুদিন আগে অভিযোগটি পেয়েছি। ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। কোনোভাবে একটা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এভাবে অপব্যবহার হতে দেওয়া হবে না। অভিযোগ দেওয়ার পর বিল্ডিং তৈরির কাজের গতি বাড়ানো হয়েছে বলে জানানো হলে তিনি বলেন, কাজ এখনই বন্ধ করার বিষয়ে আমি পদক্ষেপ নিচ্ছি। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ অপব্যয় হতে দেবো না। সবশেষ দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসাটি থেকে ৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৪১ জন। ২০২৩ সালেও ২২ জন শিক্ষার্থী ফেল করেছে। শিক্ষার মানের অবনতির কারণে দুই বছরে শতাধিক শিক্ষার্থী এই মাদ্রাসা ছেড়ে চলে গেছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ফরিদপুরে দুই ভাইকে হত্যায় জড়িতদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায় নিরাপরাধ দুই ভাইকে নির্মমভাবে হত্যায় জড়িতদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের দাবি জানিয়েছে খুলনা জেলা ইমাম পরিষদ। গতকাল বুধবার দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তারা এই দাবি জানান। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন খুলনা জেলা ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ১৮ এপ্রিল ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেনার ডুমাইন ইউনিয়নের পক্ষগরীতে মন্দিরে আগুন দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ইউনিয়নের একজন মেম্বারের নেতৃত্বে শ্রমিক আশরাফুন এবং আরশাদুল দুই ভাইকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় সারাদেশেই উত্তেজনা তৈরি হয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ায় আশঙ্কা দেখা দেয়। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) মোঃ সিদ্দিক আলীর নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি দুই ভাই জড়িত থাকার প্রমাণ পায়নি। বরং স্থানীয় মেম্বার ও চেয়ারম্যান জড়িত বলে প্রমাণ পায়। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। এ ধরনের অপরাধীরা যদি শাস্তি না পায় তাহলে এ ধরনের অপরাধপ্রবণতা বাড়তে থাকবে। রাষ্ট্রে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে, মানুষ আইন হাতে তুলে নিবে। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এই ঘটনাকে সহজভাবে দেখার সুযোগ নাই। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু জনগোষ্ঠী নিজেরা তাদের মন্দিরে আগুন লাগিয়ে এবং মূর্তি ভেঙে মুসলমানদের উপর দোষ চাপাবার অপচেষ্টা করেছে, যেটা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা সব সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে, স্বাধীনভাবে সকল ধর্মের মানুষেরা যার যার ধর্ম পালন করবে এ বিষয়ে দেশের আলেম সমাজ এবং ইমাম সমাজ সব সময়ই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজকে উগ্র কিছু হিন্দু জনগোষ্ঠীর কারণে বাংলাদেশে সেই সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে চলেছে। এজন্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি অবিলম্বে এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

বন্ধুরাষ্ট্রের কাছে কথিত আ.লীগের

নিয়ে কারো কোনো আগ্রহ নেই। পুরো নির্বাচনি ব্যবস্থা নিয়েই আগ্রহ নেই।"যৌথসভায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুস সালাম, যুগ্ম-মহাসচিব মুজিবুর রহমান সরোয়ার, অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম আজাদ, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, কৃষকদলের সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোনায়েম মুন্না, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির প্রমুখ।

রাজশাহীতে তরুণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ

পারিবারিকভাবে তাদের বিয়েও ঠিক হয়ে আছে। গত ২০ মে একটি ফেসবুক আইডি থেকে তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তার ব্যবহৃত স্মার্টফোন অন্যজনের কাছে বিক্রির পর তারা এমন ঘটনার শিকার হন। ভুক্তভোগী তরুণ বলেন, তিনি 'আরিফ কেমিস্ট্রি' নামে শহরের একটি কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থাপক ছিলেন। মাসখানেক আগে তিনি সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এখন তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ফেসবুক পোস্টে ছবি প্রকাশ করে আরিফ কেমিস্ট্রির পরিচালক আরিফুল ইসলাম আরিফকেও জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যা পুরোপুরি মিথ্যা। তার ব্যক্তিগত বিষয়কে কোচিং সেন্টারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আর এ থেকেই বোঝা যায় কোচিং সেন্টারটির সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের ছবি ছড়িয়েছে। তিনি জানান, প্রথম দফায় তার ছবি প্রকাশের পর তার মোবাইলে একটি কল এসেছিল। অচেনা এক ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। যোগাযোগ না করলে আরও ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন ওই ব্যক্তি। এ ব্যাপারে আইনগত সহায়তা পেতে ভুক্তভোগী তরুণ গত মঙ্গলবার মহানগরের বোয়ালিয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। গতকাল বুধবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। জানতে চাইলে বোয়ালিয়া থানার ওসি হুমায়ুন কবীর বলেন, এটি একটি সাইবার অপরাধ। পুলিশের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ ওই জিডির তদন্ত করছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আনোয়ারুল আজীমের মরদেহ উদ্ধার

অভিযোগ দায়ের করেন এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আমরা তদন্ত শুরু করি। তিনি বলেন, এর জন্য ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট থেকে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। এরপর গত ২০ মে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই কেসটিকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করার একটি নির্দেশ আসে। এরপর আজ ২২ তারিখে আমাদের কাছে একটি তথ্য আসে যে, তাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। এরপরে আমাদের পুলিশ এই ফ্ল্যাটটিকে শনাক্তকরণ করে। কারণ এখানেই তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে আরও তদন্ত চলছে। সিআইডি এই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইজি সিআইডি জানান, এখন পর্যন্ত মরদেহ উদ্ধার হয়নি। আমরা কেসের তদন্ত শুরু করেছি। আমাদের কাছে যা তথ্য রয়েছে, তাতে ১৩ তারিখে তিনি এই ভবনে ঢুকেছিলেন। তবে এর আগে এসেছিলেন কি না সেটি আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। যদিও বিষয়টি এখনো তদন্তসাপেক্ষ। মরদেহ টুকরো টুকরো করা হয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছে সে ব্যাপারে তিনি বলেন, এটি এখনই বলা সম্ভব নয়। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফটোগ্রাফি সব টিমকে এই তদন্তে ইনভাইট করা হয়েছে। তারা খতিয়ে দেখছেন। অখিলেশ চতুর্বেদী আরও জানান, যে ফ্ল্যাটটিতে ওই সংসদ সদস্য এসে উঠেছিলেন, সেটি সন্দীপ রায় নামে এক ব্যক্তির। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারি দপ্তরে কাজ করেন। তিনি ভাড়া দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা (প্রবাসী বাংলাদেশি) আখতারুজ্জামান নামে এক ব্যক্তিকে।

ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শৃঙ্খলায়

ফুল বেঞ্চ বিআরটিএ'কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার লাইসেন্স দেওয়ার জন্য আদেশ দেন। গত সোমবার প্রধানমন্ত্রীও ইজিবাইকের বৈধতা দানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এমন নির্দেশকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের আদালতের রায়ের আলোকে দায়িত্ব দেওয়া হলে আমরা সরকারকে বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয়ে সহযোগিতা করতে পারব। পাশাপাশি সারা দেশে চলাচলরত ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও ইজিবাইকের চালকদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দক্ষ চালক রূপে গড়ে তুলতে পারব। সংগঠনটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম বলেন, আমরা সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং সরকারের রাজস্ব আহরণে সহযোগিতা করতে চাই। পাশাপাশি অটোরিকশা চালকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দুর্ঘটনা রোধে ভূমিকা রাখতে চাই। আশা করি, বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন।

আন্দোলনের মাধ্যমেই গণবিরোধী

করতে হবে। বড়-ছোট সকল দলকে নিজ নিজ জায়গা থেকে আন্দোলন করতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হবে। বিএনপির এই ভাইস চেয়ারম্যান আরও বলেন, দেশে পরিপূর্ণভাবে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করে রাজনীতিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য যে দেশ স্বাধীন হয়েছে সে দেশে এখন আর গণতন্ত্র নেই। এই সরকার দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে একটি দলের আওতায় নিয়ে এসেছে। এসময় আলোচনা সভায় গণফোরামের মহাসচিব অ্যাড. সুব্রত চৌধুরী বলেন, একটা দানবীয় শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে আছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। সামনের কর্মসূচিগুলোতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে। বাংলাদেশ ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। অরাজকতার বিরুদ্ধে বিপ্লব করে দেশকে বাঁচাতে হবে। আমরা আবার রাজপথ কাঁপাবো। সরকারের পতন ঘটাবো। গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, শেখ মুজিবের আমলে দেশ যেমন ছিল আজকে তার কন্যার হাত ধরে দেশ সেদিকে যাচ্ছে। গত ১৬ বছরে আ. লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন জনগণ তার পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিতে পারেনি। বিরোধী দলের কৌশল, দূরদর্শিতার অভাবে আ. লীগ এখনো ক্ষমতায় বসে আছে। বাংলাদেশ আরেকটা ফিলিস্তিন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। আমেরিকার আশায় আন্দোলন করলে হবে না। আমাদের নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য নিজেদেরকে আন্দোলন করতে হবে। বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন মো. ফারুক রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাবিবুর রশিদ হাবিব, এবি পার্টির সদস্য সচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু, ইসলামি জোটের প্রেসিডেন্ট মো.শওকত আমিন প্রমুখ।

জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে বিএনপির ১৫

কর্মসূচিতে। বিএনপির প্রত্যেকটি অঙ্গসংগঠন আলাদা আলাদা করে কর্মসূচি করবে। মহানগর উত্তর-দক্ষিণ প্রতিটি ওয়ার্ডে দুস্থ ও অসহায়দের মধ্যে বস্ত্র ও খাদ্য বিতরণ ও দোয়া মাহফিল করবে। সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আজকে এই মহান নেতা, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের মহান পথপ্রদর্শক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আমরা আগামী ২৮ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মো. আবদুস সালাম, অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব মজিবুর রহমান সারোয়ার, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তিতাসের ১৪ নম্বর কূপ থেকে

শুরু হয় কূপ থেকে। প্রতিদিন এ কূপ থেকে ১৩-১৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়ার আশা সংশ্লিষ্টদের। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গ্যাসকূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মদ ইসমাঈল মোল্লা জানান, ১৪ নম্বর কূপটি থেকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। তবে এখনো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফলে পুরোদমে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়নি। আশা করা হচ্ছে আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে কূপটি থেকে গ্যাস উৎপাদনে যাওয়া যাবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে

বইয়ের শিল্প ডিজিটাল করতে রকমারির কিছু প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে। এর মধ্যে ওয়েবসাইট, অ্যাপ, ওয়েবসাইটে একটু পড়ে দেখুন সুবিধা, যেকোনও জায়গা থেকে পণ্য কেনার সুবিধা, যেকোনও মাধ্যমে পেমেন্ট করার সুবিধা, ওয়েবসাইট কিংবা অ্যাপে ই-বুক পড়ার সুবিধা, পাবলিশার ও লেখকদের নিজস্ব প্যানেলসহ আরও অনেক উদ্যোগ কাজ করেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার ই-বুক রয়েছে রকমারি ডট কমে, যা সংগ্রহের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো ই-বুক পড়ার জন্য আলাদা অ্যাপের প্রয়োজন নেই। যে কেউ ব্রাউজার কিংবা রকমারির অ্যাপেই পড়ে নিতে পারবে। রকমারি ই-বুকে প্রয়োজনীয় সব ফিচারই রাখা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির মতে, ই-বুকের প্ল্যাটফর্ম ও ফরম্যাট পাঠকদের সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নান্দনিক পাঠ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে এবং সেই সাথে সিকুরিটি ফিচার নিশ্চিত করা হয়েছে। পাঠকদের পড়ার সময় যাতে বিঘ্ন না ঘটে তাই তারা নিজের ইচ্ছেমতো ফন্ট সাইজ, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রিডিং সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবেন।

শুধু নিজেদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ নয় বরং বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল লিটারেসি, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। একটি প্রতিষ্ঠান দিয়ে বাংলাদেশ ডিজিটাল হবে না, তাই সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় রকমারি ডট কম। রকমারি ডট কমের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ বলেন, বাংলা বইয়ের জন্য তেমন কোনও ওয়েবসাইট ছিল না। জানা যেত না বই কোন প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। সারা দেশে বইয়ের লাইব্রেরি ও প্রকাশনী উল্লেখযোগ্য হারে কমতে শুরু করে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের আনাচকানাচে বই পৌঁছে দেওয়া। বইয়ের অভাবে কেউ যেন তার পড়া বন্ধ না রাখে। তিনি আরও বলেন, পাবলিশারের নিজের বইয়ের তথ্য নিজেদের কাছে ঠিকমতো সংরক্ষণ করাও চ্যালেঞ্জ ছিল। এ জন্য আমাদের প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে। আমরা ফিজিক্যাল বই অফিসে এনে আমাদের ওয়েবসাইটে ডাটা এন্ট্রি করতাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল পাবলিশারদের ডিজিটাল নলেজ প্রদান করা। সেদিক দিয়ে আমরা এখন যথেষ্ট সফলতার মুখ দেখেছি। পাবলিশাররা নিজেরাই এখন নিজেদের বই আমাদের সাইটে ইনপুট করতে পারছে। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের ওপর ইফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করেছে। তারা তাদের স্টক মেইনটেইন করতে পারছেন। তারাই তাদের ডিজিটাল প্রেজেন্স নিশ্চিত করতে পারছেন।

অর্থনীতিবিদদের সন্দেহের মধ্যে

শিল্পে প্রবৃদ্ধি কমতে এবং সেবা খাতে সামান্য বাড়তে দেখা গেছে। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ৩০ দশমিক ৯৮ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। কৃষি খাতে এ অর্থবছরে আনুমানিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ২১ শতাংশ যা আগের অর্থবছরের ৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ থেকে কম। শিল্প খাত এ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ থেকে কমেছে। সেবা খাত এ অর্থবছরে ৫ দশমিক ৮০ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আগের ৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ থেকে শুধু দশমিক ৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বাড়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে, বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত, দেশজ সঞ্চয় এবং জাতীয় সঞ্চয় যথাক্রমে ৩০ দশমিক ৯৮ শতাংশ, ২৭ দশমিক ৬১ শতাংশ এবং ৩১ দশমিক ৮৬ শতাংশে রয়েছে। আগের অর্থবছরের তুলনায় বিনিয়োগ শুধু দশমিক ০৩ শতাংশ, দেশজ সঞ্চয় ১ দশমিক ৮৫ শতাংশ এবং জাতীয় সঞ্চয় ১ দশমিক ৯১ শতাংশ বেড়েছে। বেসরকারি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে সাড়ে ২৩ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ২৪ দশমিক ১৮ শতাংশ। এছাড়া বিবিএস চলতি অর্থবছরের ভোগের হার ৭৪ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রাক্কলন করেছে যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৭২ দশমিক ৩৯ শতাংশ। ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কে মুজেরি বলেন, ডলার সংকটে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে প্রভাব পড়েছে। এছাড়া বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির কারণে শিল্প উৎপাদন খরচ বেড়েছে বলে জানান তিনি। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন যে ডলারের ঘাটতি এবং দশকের উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে আমদানির উপর বিধিনিষেধের কারণে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি প্রায় নিশ্চিত ছিল। মন্থর প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২০২১ এবং অর্থবছর ২০২২ সালে কোভিড মহামারী দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা থেকে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বিবিএসের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, দেশের সামগ্রিক জিডিপি দাঁড়িয়েছে ৪৫৯ বিলিয়ন ডলার, যেখানে ২০২৩ অর্থবছরে ছিলো ৪৫২ বিলিয়ন ডলার।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

রিপাবলিকানদের একজন জেমস রিশ, সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটিতে ব্লিঙ্কেনকে প্রশ্ন করেছেন, ইসরায়েলি বিচার বিভাগ 'একটি দেশের স্বাধীন, বৈধ এবং গণতান্ত্রিক বিচারিক প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও তাদের বিষয়ে নাক গলানোকে' সমর্থন করবেন কি না। জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দলমত নির্বিশেষে আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই। এটা করতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটা সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্তের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে কোনও প্রশ্নেরই অবকাশ নেই'। আইসিসির প্রধান প্রসিকিউটর করিম খান গত সোমবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। হামাসের তিন কর্মকর্তা গাজার নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার, হামাসের কাশেম ব্রিগেড মিলিটারি উইংয়ের কমান্ডার মোহাম্মদ দাইফ এবং হামাসের পলিটিক্যাল ব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়াহর বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছেন করিম খান। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদন করাটা 'আপত্তিকর'। তিনি আরও বলেন, 'ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে কোনও সমতা নেই'। ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে এই আদালতের তদন্তের পরিধি বাড়ায় কংগ্রেসে আইসিসির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য অন্তত ২টা কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মাসের শুরুতে টেক্সাসের রিপাবলিকান চিপ রায়ের উত্থাপন করা একটি বিলের সমর্থনে ক্যাপিটল হিলে এর সমর্থন বাড়তে শুরু করে। সেই বিলে বলা হয়েছে, আইসিসির যেসব কর্মকর্তা এই মামলার সাথে জড়িত, তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে তাদের যে কোনো ভিসা প্রত্যাহার এবং দেশের ভেতরে তাদের যে কোন সম্পত্তি লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। এটা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সুরক্ষিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার না করে। রিপাবলিকান হাউসের অন্তত ৩৭ জন আইন প্রণেতা এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। এদের মধ্যে রিপাবলিকান চেম্বারের তৃতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংয়ের এলিস স্টেফানিকও রয়েছেন। স্টেফানিক নতুন করে ইসরায়েলে সফর করেছেন। সেখানে নেতানিয়াহুর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, নেসেটে বক্তব্য দিয়েছেন এবং গাজায় বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন। বিবিসির এক প্রতিবেদনে তিনি বলেছেন, 'গণহত্যাকারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠির বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় এই আদালত একটি শান্তিপূর্ণ জাতিকে তিরস্কার করেছে।' এই বিলটি সমর্থনকারী আরকেন্স রিপাবলিকান কেন্টাকির অ্যান্ডি বার বলেছেন, 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আইসিসির এই মামলাটি আরও বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে, এটাকে নিষেধাজ্ঞা দিতে পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে হবে।' যদিও ডেমোক্রেটিক আইন প্রণেতারা এই প্রচেষ্টার পেছনে থাকবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। গত কয়েক মাস ধরেই বাইডেনের ইসরায়েল পলিসির সাথে দলটির মডারেট এবং উদারপন্থি উইং বেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ তরুণ উদারপন্থি ভোটাররা নেতানিয়াহুর সরকারের গাজায় অভিযানের আরও কঠোর সমালোচনা করতে প্রেসিডেন্টকে চাপ প্রয়োগ করেছে। বাইডেনের গত সপ্তাহে ইসরায়েলে অস্ত্রের চালান দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্তের পক্ষে খুব কম ডেমোক্রেট ভোট দিয়েছেন তাদের একজন ওহাইওর গ্রেগ ল্যান্ডসম্যান। বিবিসিকে তিনি বলেছেন, 'আইসিসিকে একটি যথাসম্ভব শক্ত বার্তা দেয়ার লক্ষ্যে' কংগ্রেসে দলমত নির্বিশেষে তিরস্কার করবে বলে আশা করেন তিনি। 'এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির সিদ্ধান্ত উত্তেজনা ও বিভাজন আরও বাড়িয়ে দেবে এবং ইসরায়েলে বিরোধী ষড়যন্ত্র আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং সর্বোপরি এটা আইসিসির বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করবে' বলে এক বিবৃতিতে বলেন তিনি। নেতানিয়াহুকে কংগ্রেসের এক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোর মতলবে রিপাবলিকান হাউস স্পিকার মাইক জনসন সিনেটে শীর্ষ ডেমোক্রেটদের একজন চাক শুমারকে একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করতে আহ্বান জানিয়েছেন। মার্চে শুমার ইসরায়েলে নতুন নির্বাচনের আহ্বান করেছিলেন কিন্তু সোমবার তিনি আইসিসির মামলাকে 'নিন্দনীয়' বলেছেন। সিনেটের ক্রিস কুনস, ডেলাওয়ারের একজন ডেমোক্রেট এবং সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সদস্য বিবিসিকে বলেছেন, আইসিসির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে কি না সে বিষয়ে সাবধানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উভয় দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সাথে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানিয়েছেন কুনস। কিন্তু কিছু বামপন্থি ডেমোক্রেট আইসিসির কার্যক্রমের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

মিনেসোটার কংগ্রেসওমেন ইলহান ওমর বলেছেন, আইসিসির অভিযোগগুলো 'গুরুত্বপূর্ণ' এবং যুক্তরাষ্ট্রকে এর কাজকে সমর্থন করা উচিত যেমনটা অতীতে লিবিয়ার মামলার সময় করা হয়েছে। সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি লিখেছেন, 'গ্রেপ্তারি পরোয়ানার এই আবেদন নিছকই একটা বিচারিক প্রক্রিয়ার সূচনা। আইসিসি একটি কার্যকরী আদালত, যেখানে দোষী সাব্যস্ত, খালাস এবং বরখাস্ত করা হয়। যেমনটা আমরা একটা নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক বিচার বিভাগ থেকে আশা করি।' রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন হাউস বা ডেমোক্রেটিক নিয়ন্ত্রিত সিনেটের কেউ এখনও এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করেছে কি না তা এখনও অস্পষ্ট। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কেরিন জাঁ পিয়ারি মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রশাসনের কর্মকর্তারা আইন প্রণেতাদের সাথে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাশিয়ার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেছেন, আইসিসির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপে প্রতিপক্ষের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। বিবিসি বাংলা

প্রতিবেশীর সঙ্গে মারামারি, ২০ দিন

থাকা ভ্যান থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়। মৃত শিশুটির বাবার নাম আবদুস সাত্তার। তাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী থানার কারপাশা গ্রামে। বর্তমানে নবোদয় হাউজিংয়ে পেছনে ৬ নম্বর রোডে ভাড়া থাকেন। তিনি রিকশাচালক, তার স্ত্রী মিতু বেগম গৃহিণী। তিন মেয়ে পাঁচ ছেলের মধ্যে কবির ছিল সবার ছোট। আব্দুস সাত্তার বলেন, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশী হীরার ছেলের সঙ্গে আমার ছেলে তার বয়সী ছেলে অলি উল্লাহর ঝগড়া হয়। হীরা ও তার বোন জামাই রুবেল আমার ছেলেকে মারধর করেছে। পরে আমার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী এগিয়ে গেলে তাদেরও মারধর করে। একপর্যায়ে কোলে থাকা শিশু কবিরের নাকে মুখে ঘুষি মারে হীরা। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় কোলে থাকা শিশুকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাসায় নিয়ে আসি। ভোরে বাসাতেই মারা যায় আমার ছেলে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে

অস্বস্তিভাব বিরাজমান থাকতে পারে। আগামী পাঁচ দিনের বর্ধিত পূর্বাভাসে আবহাওয়ার অধিদফতর বলছে, এই সময়ে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

আনার হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত, দুই

সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার হত্যাকাণ্ডের হোতাসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। কলকাতা পুলিশও সন্দেহভাজন দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি ইনস্টিটিউট ও গ্রিনটেক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে 'পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফর এনাবলিং রিনিউয়েবল এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট: অ্যা গ্লোবাল অ্যান্ড রিজিওনাল পারস্পেকটিভ' শীর্ষক সেমিনারটি আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ (আনোয়ারুল আজিমের হত্যাকাণ্ড) নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিস্তারিত বলবে। আমরা মিশনের মাধ্যমে খোঁজ রাখছি। মিশন কলকাতা পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। যেহেতু তদন্তাধীন বিষয়, তাই এ নিয়ে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না। ঘটনাটি দুঃখজনক। যেহেতু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, সেহেতু এটি দুই রাষ্ট্রের বিষয় নয়। র‍্যাবের 'মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কর্মকর্তাদের প্রমোশন হিসেবে' জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে পাঠানো হয় বলে জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেল এক তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, তিনি তথ্যচিত্রটি দেখে তারপর মন্তব্য করতে পারবেন। সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যে আইনের অধীনে তার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা তো দুর্নীতির কারণে। এটি তার ব্যক্তিগত দায়। এটি তো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় নয়।

আচরণবিধি লঙ্ঘন

লিখিত অভিযোগ দেন। সেই অভিযোগের সত্যতা পেয়ে সংসদ সদস্য খান আহমেদ শুভকে সতর্ক করে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশে উল্লেখ করা হয়, নির্বাচন সুষ্ঠু করতে কোনো প্রার্থীর পক্ষে সংসদ সদস্য কোনো নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে এবং কোনো ভোটারকে বকশিশও দিতে পারবেন না। এতে করে নির্বাচন আয়োজনের সুষ্ঠু পরিবেশের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ময়মনসিংহে মা ও দুই সন্তানের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ত্রিশালে মা দুই সন্তানের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ত্রিশাল থানায় নিহত গৃহবধূ আমেনা বেগমের মা মোছা. হাসিনা আক্তার বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। ধারণা করা হচ্ছে স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে খুন করে পুঁতে রেখে পালিয়ে গেছেন স্বামী আলী হোসেন (৪০)। উদ্ধার হওয়া লাশগুলো হলো- আমেনা বেগম (৩০), তার সন্তান আবু বক্কর (৪) ও আনাস (২)। মামলায় নিহত আমেনা বেগমের স্বামী আলী হোসেনকে (৪০) একমাত্র আসামি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ত্রিশাল থানার ওসি মো. কামাল হোসেন। তিনি জানান, নিহত আমেনার স্বামী আলী হোসেন বখাটে। তিনি কোনো কাজকর্ম করেন না। তার স্ত্রী আমেনা মানুষের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে সংসার চালাতেন। সম্প্রতি আলী হোসেন স্ত্রী আমেনার কাছে টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমেনা টাকা দিতে অস্বীকার করায় ক্ষুব্ধ হয়ে তা মনে মনে পোষণ করে আসছিলেন। পরে ওই ক্ষোভের জেরে সপ্তাহখানেক আগে আমেনাকে ঢাকায় কাজে নেওয়ার কথা বলে দুই ছেলেসহ বাড়ি থেকে নিয়ে যান আলী হোসেন। ধারণা করা হচ্ছে ঢাকায় নেওয়ার কথা বলে আলী হোসেন তার স্ত্রী-সন্তানদের পূর্বপরিকল্পভাবে হত্যা করে বাড়ির পাশে নির্জনস্থানে গর্ত করে পুঁতে রেখে পালিয়ে গেছেন। তবে আসামি গ্রেপ্তারের পর বিস্তারিত জানা যাবে-বলেও যোগ করেন এই পুলিশ কর্মকর্তা। পুলিশ জানায়, নিহত আমেনা খাতুন উপজেলার সাখুয়া ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. আবদুল খালেকের মেয়ে। ৬ বছর আগে আমেনা খাতুনের সঙ্গে তার আপন মামাত ভাই রামপুর ইউনিয়নের কাকচর নয়াপাড়া গ্রামের আলী হোসেনের বিয়ে হয়। আলী হোসেন কাকচর নয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মো. আবদুল হামিদের ছেলে। এর আগে গত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের কাকচর নয়াপাড়া গ্রামে একটি নির্জন স্থানে শিয়ালের টানা-হেঁচড়ায় এক নারী ও দুই শিশুকে মাটিতে পুঁতে রাখার ঘটনার সন্ধান পায় এলাকাবাসী। এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ নিহতদের লাশ উদ্ধার করে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষ আলোর পথের অভিযাত্রী: চট্টগ্রাম সিটি মেয়র

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, কঠিন আওয়ামী দুঃসময়ে যে সকল ছাত্রলীগ নেতা নিজের জীবন বাজি রেখে রাজপথের আন্দোলন সংগ্রামে শরিক হয়ে দেশ, দল, জাতিকে পুনরুদ্ধারে অবদান রেখে গেছেন, তারাই আমাদের আদর্শিক চেতনার ভিত্তির সোপান। তিনি বলেন, ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রতিরোধ যুদ্ধে পুরোভাগে ছিলেন তরুণ ও যুবকরা। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের অনেক নিবেদিত প্রাণকর্মী যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের নামগুলো বিস্মৃতপ্রায় হলেও তাঁরাই আমাদের অস্তিত্বের অহংকার। স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এঁদের অবদানের কথা এখনো স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করে। ছাত্রলীগ নেতা হাসানুল করিম মানিকের মত আরো অনেক শহীদ ছাত্রনেতার মুখগুলো এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠলে আঁতকে উঠি। আমরা কোথায় ছিলাম আর এখন কোথায় আছি। এখন যেখানে আছি সেই অবস্থানটা তৈরি হয়েছে শহীদ ছাত্রলীগ নেতাদের আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে। তাঁদের এই আত্ম বিসর্জনের কথা ইতিহাসের পাতায় অবশ্যই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি গত মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় ওমরগণি এমইএস কলেজে ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত ভিপি হাসানুল করিম মানিকের ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শহীদ ছাত্রনেতা হাসানুল করিম মানিক স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে ওমরগণি এমইএস কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর এর সভাপতিত্বে এবং সাবেক ছাত্রনেতা অ্যাডভোকেট এ.এম কুতুব উদ্দিন চৌধুরী ও পংকজ রায়ের যৌথ সঞ্চালনায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব বঙ্গবন্ধু হলে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মো. ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল বলেন, আমি খুব কাছ থেকে শহীদ ছাত্রলীগ নেতা হাসানুল করিম মানিককে দেখেছি। এই দুঃসাহসী ছাত্রলীগ নেতা আমার প্রতিবেশী ছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে কোনো কঠিন চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলার হিম্মত রাখতো। মৃত্যু তাঁর কাছে ছিল অতি তুচ্ছ। মানিক আমাদের কাছে ত্যাগ ও আত্ম বিসর্জনের একজন ধ্রুবতারা। বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর বলেন, আমরা প্রয়াত এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর নির্দেশনায় রাজপথ কাঁপানো কর্মী ছিলাম। এই সাহসী কর্মীদের মধ্যে অন্যতম হাসানুল করিম মানিক। আমরা মানিকের মত যাঁরা রাজপথে সক্রিয় ছিলাম তাঁরা কখনো কিছু পাওয়ার জন্য রাজনীতি করিনি। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যে বাংলাদেশ পাকিস্তানী ভাবধারায় পরিচালিত হচ্ছিল সেই কালো অধ্যায় থেকে মুক্তি পেয়ে আলোকোজ্জ্বল। আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ আলোর পথের অভিযাত্রী। এই অভিযাত্রায় হাসানুল করিম মানিকসহ আরো সে সকল শহীদের ছাত্রলীগ নেতা শহীদ হয়েছেন তাঁরা আমাদের অবশ্যই ভয় ও কঠিনকে জয় করার শক্তি যোগাবে। স্মরণসভায় বক্তব্য দেন এমইএস কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি মো. ইউনুছ, সাবেক জিএস কে.বিএম শাহজাহান, এমইএস কলেজ ছাত্রলীগ নেতা জসিম উদ্দিন খন্দকার, কোতোয়ালী থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মশিউর রহমান রোকন, মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এম আর আজিম, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি দেবাশীষ নাথ দেবু, মহানগর যুবলীগের সহ-সভাপতি নুরুল আনোয়ার, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মনোয়ার জাহান মনি, মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য শিবু প্রসাদ চৌধুরী, মহানগর ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম সামদানি জনি, ছাত্রলীগ নেতা মনিরুল ইসলাম, হাসমত খান আতিফ, সৌরভ রায়, জুবাইদুল আলম আশিক, জাহিদ হাসান সাইমুন, আবদুল্লাহ আল সাইমুন, অর্ণব দে, হাবিবুর রহমান সুজন, এইচ.এম জাহিদ, মোছাম্মৎ তুস্মি। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মুহিব উল্লাহ, আবু হানিফ, নাজমুল আহসান, পিংকু দেব রায়, ইকবাল করিম সোহান, খায়নাত মোরশেদ কনক, মো. জসিম উদ্দিন, হাজী সেলিম, বিপ্লব মিত্র, রাজীব দত্ত রিংকু, আসিবুর রহমান মুন্না, খোকন চন্দ্র তাঁতী, নুরুল আলম মিয়া, দিদাউর রহমান তুষার, জসিম উদ্দিন, নুর উদ্দিন বাহার বাবু, ফজলুল কবির সোহেল, ইকবাল আহমদ ইমু, সৌরভ বিকাশ বড়ুয়া বিতান, মোরশেদ আলম, তসলিম আলম, কাজী দেলোয়ার হোসেন, যুব মহিলা লীগ নেত্রী সোনিয়া আজাদ, মো. ইফতু, মো. মাসুদ, মো. জাহেদ, আলী রেজা পিন্টু, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মো. দেলোয়ার, মো. জহির উদ্দিন, জয় শংকর, মো. হাবিব, শ্রমিক নেতা তোফাজ্জল হোসেন জিকু, সামির সাকিব চৌধুরী, কামরুল হুদা পাবেল, সাব্বির সাকিব, শুভ দত্ত, ইয়াসির আরাফাত রিকু প্রমুখ।

বরিশালে চেয়ারম্যান প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর-কর্মীদের মারধরের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের আগৈলঝাড়ায় চেয়ারম্যান প্রার্থীর প্রচার মাইক ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় দুই কর্মীকেও মারধর করে আহত করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন দোয়াত কলম প্রতীকের প্রার্থী যতীন্দ্রনাথ মিস্ত্রি। আহতরা হলেন, বাকাল গ্রামের আবদুল কালাম আকনের ছেলে আমিনুল ইসলাম (২৭) ও হরলাল বেপারীর ছেলে হরষিত বেপারী (২৪)। আহত দুইজনকে উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আগামী ২৯ মে ভোটে আগৈলঝাড়া উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তারা হলেন, আনারস প্রতীকে প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবদুর রইচ সেরনিয়াবাত ও দোয়াত কলম নিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ মিস্ত্রি। প্রার্থী যতীন্দ্রনাথ জানান, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় উপজেলার রত্নপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া বাজারের পাশ দিয়ে প্রচার গাড়ি ইজিবাইকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় প্রতিপক্ষের আনারস প্রতীকে প্রার্থীর লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালিয়ে প্রচারের গাড়ি ও মাইক ভাঙচুর করেন। হামলাকারীরা প্রচার গাড়িতে থাকা দুই কর্মীকে পিটিয়ে আহত করেন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দি?য়েছেন বলে প্রার্থী জানিয়েছেন। অভিযোগ পাননি বলে জানিয়েছেন আগৈলঝাড়া থানার ওসি আলম চাঁদ। তিনি বলেন, হামলার খবর শুনেছি। তবে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগের বিষয়ে আনারস প্রতীকের প্রার্থী আবদুর রইচ সেরনিয়াবাত বলেন, আমি এ ধরনের কোনো ঘটনা শুনিনি। আপনার কাছে প্রথম শুনলাম। আমার কোনো কর্মী হামলা করেছেন প্রমাণ দিন।

ফেনীতে ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার, সন্দেহভাজন দুই নারী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার বাঁশপাড়া এলাকা থেকে ব্যবসায়ী করিম উল্যাহ ওরফে কালা মিয়ার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার জমাদ্দার বাজারের উত্তর পাশের একটি বাগান থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই নারীকে আটক করা হয়েছে। নিহত করিম উল্যাহ বাঁশপাড়া এলাকার হাজী রাজা মিয়ার ছেলে। নিহত করিমের ছেলের বউ নুরের নেছা মিনু জানান, জমাদ্দার বাজারে তার শ্বশুরের একটি কনফেকশনারি দোকান রয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে বাড়ি না ফেরায় রাত ১১টার দিকে শ্বশুরের মোবাইল নম্বরে একাধিকার ফোন কল করেন তিনি। ফোন কল রিসিভ না করায় তার স্বামী আনোয়ার হোসেনকে দোকানে পাঠান। দোকান খোলা থাকলেও করিম দোকানে ছিলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আশপাশে লোকজন না থাকায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরেন আনোয়ার। নিহত করিমের বড় মেয়ে সাহেনা আক্তার জানান, সকালে এক ব্যক্তির মাধ্যমে খবর পান তার বাবার লাশ তাদের বাড়ির পাশে একটি বাগানে পড়ে রয়েছে। তার ধারণা, তার বাবাকে দোকান থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে তার বাবার সঙ্গে কারও বিরোধ ছিল না বলে দাবি করেন তিনি। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের আটক ও বিচার দাবি জানান তিনি। ছাগলনাইয়া থানার ওসি হাসান ইমাম জানান, তিনি সকাল ৬টার দিকে খবর পেয়ে এএসপি সার্কেলসহ ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন গাছ বাগানে করিমের লাশ পড়ে আছে। তবে মরদেহে আঘাতে কোনো চিহ্ন নেই। তার ধারণা, করিমকে অণ্ডকোষ চেপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঘটনাস্থলের পাশের বাড়িতে ভাড়া থাকা দুই নারীকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান ওসি হাসান ইমাম। ছাগলনাইয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. ওয়ালী উল্যাহ জানান, এ ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে। হবে মনে হচ্ছে, এটা হত্যাকাণ্ড। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের কাজ চলছে। রহস্য উদঘাটনে আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

চট্টগ্রামে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে পুকুরে ডুবে রোমাইসা জান্নাত নামে দেড় বছর বয়সী এক কন্যা শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাঁশখালী উপজেলার ছনুয়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড ছনুয়া মধুখালী ইসহাক মুন্সির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। রোমাইসা ওই এলাকার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন ফয়সালের কন্যা। ছনুয়া ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নুরুল আমিন বলেন, সকালে খেলতে গিয়ে বাড়ির পাশে পুকুরে পড়ে যায় ছোট্ট রোমাইসা। ঘণ্টা ধরে খোঁজ না মেলায় শিশুটিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের সদস্যরা। পরে পুকুরে ভাসতে দেখে শিশুটিকে উদ্ধার করে চাম্বল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

কলকাতায় এমপি আনার খুন, দেশে আটক ৩

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার একটি বাসায় পরিকল্পিতভাবে ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার হত্যার ঘটনায় বাংলাদেশে তিনজন আটক হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। গতকাল বুধবার দুপুরে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি। তিনি বলেন, সকালে ভারতীয় পুলিশ আমাদেরকে জানিয়েছে, এমপি আনোয়ারুল আজিম খুন হয়েছেন। ভারতীয় পুলিশ যে তথ্য আমাদেরকে দিয়েছিলেন সেই তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশ তিনজনকে ধরেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তদন্ত চলছে। ঝিনাইদহ সন্ত্রাসীপ্রবণ সীমান্ত এলাকা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আনার সাহেব এবারও সেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য তিনি ভারতে যাওয়ার পরে ঘটনাটি ঘটে। বাংলাদেশ পুলিশ এ নিয়ে কাজ করছে, শিগগির খুনের মোটিভ জানাতে পারবো। ভারতীয় পুলিশ আমাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করছে। এ বিষয়ে যা যা করা দরকার আমরা সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে সবগুলো প্রকাশ করছি না। তদন্তের স্বার্থে এখন আমরা অনেক কিছুই বলবো না। কোথায় খুন হয়েছে, কীভাবে খুন হয়েছে, কে কে খুন করেছে, কী ধরনের অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে তদন্ত শেষে সবকিছু জানানো হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ময়মনসিংহে কৃষককে কুপিয়ে খুন

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহে দুপক্ষের ঝগড়া থামাতে গিয়ে আলতাব আলী (৬৫) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে সিটি করপোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের চরকালিবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলতাব একই এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয়রা জানায়, গত মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় রাসেল ও মল্লিকের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতায় কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি চলছিল। এ সময় স্থানীয় মসজিদে নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন আলতাফ। ওই সময় ওই দুপক্ষের ঘটনাটি দেখতে পেয়ে তাদের ঝগড়া থামাতে এগিয়ে যান তিনি। এতে রাসেলের পক্ষের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে আলতাফসহ আরও দুজনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে আলতাফকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মো. মাঈন উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। সেই সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে। মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন।

পাঁচ নারীকে হারিয়ে ভাইস চেয়ারম্যান তৃতীয় লিঙ্গের মুন্নি

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয় ধাপে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে পাঁচ নারী প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন তৃতীয় লিঙ্গের মুন্নি আক্তার। এছাড়া উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান পদে জয়ী হয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। গত মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উপজেলা নির্বাচনে ইভিএমে ভোটগ্রহণ হয়। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে তৃতীয় লিঙ্গের মুন্নি আক্তার সেলাই মেশিন প্রতীকে ২৩ হাজার ৭৬৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া চেয়ারম্যান পদে ঘোড়া প্রতীকে ৩০ হাজার ২৭৯ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন আবুল কালাম আজাদ। পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান পদে মো. আরিফ খান বই প্রতীকে ২৯ হাজার ৭৭৮ ভোট পেয়েছে বিজয়ী হয়েছেন।

বান্দরবানে ট্রাক উল্টে শ্রমিক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের লামায় ট্রাক উল্টে মো. জাহাঙ্গীর (২২) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও সাতজন। গতকাল বুধবার সকাল সোয়া ৭টায় লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নে বদরটিলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফাইতং পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মো. মফিজ উদ্দিন। তিনি জানান, সকালে হারবাং এলাকা থেকে ছাঁদ ঢালাইয়ের কাজে ১৫-২০ জন শ্রমিক নিয়ে ট্রাকটি গজালিয়া ইউনিয়নের গাইন্দ্যা পাড়ায় যাচ্ছিল। পথে ফাইতং ইউনিয়নের শেষ সীমানায় বদরটিলা নামক জায়গায় পাহাড়ে উঠতে গিয়ে ট্রাকটি উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই শ্রমিক মো. জাহাঙ্গীর নিহত হন। এ সময় আহত হন আরও সাতজন। আহতদের চট্টগ্রামের চকরিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। লামা থানার ওসি মো. শামীম শেখ জানান, এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ছাত্রলীগ-যুবলীগ করলে হাজার কোটি টাকা পাচার করা যায় : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্রলীগ-যুবলীগের রাজনীতি করলে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করা যায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, আগে যাদের ঘরে খাবার ছিল না, তারা এখন কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে। আমরা আগে শুনেছি, জমিদাররা রাজনীতি করলে তাদের জমিদারি ফতুর হয়ে যায়। অথচ এখন ছাত্রলীগ-যুবলীগ করলে হাজার কোটি টাকা পাচার করা যায়। গতকাল বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ফোরামের উদ্যোগে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশ্বমৈত্রী কামনায় শান্তি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, এই সরকার জোর করে ক্ষমতায় আছে। তারা মানুষের ভোট কেড়ে নিয়েছে, মানুষের হাঁটাচলা, সমাবেশ করাসহ মানুষের কণ্ঠের স্বাধীনতাকে বন্ধ করেছে। সেই কণ্ঠের মধ্যে ফাঁসির দড়ি লাগিয়েছে। দেশের সার্বিক এই পরিবেশের বিরুদ্ধে বুদ্ধের বাণী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। নিজে কষ্ট সহ্য করে হলেও সত্যের প্রতি তার যে আত্মনিবেদন, সেই আত্মনিবেদন স্মরণ করেই আগামী দিনে এই স্বৈরাচার পতনে আমাদের সবাইকে প্রত্যয় দীপ্ত হতে।

সম্পাদকীয়

মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ান

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ভালো ফল করেও ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পেরে বহু শিক্ষার্থী পড়ালেখায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থী হতাশ হয়ে পড়ে। এর প্রভাব পড়ে তাদের উচ্চমাধ্যমিকের ফলে, এমনকি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও। যারা এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জন করেছে, ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়াটা তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, দেশে ভালোমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম। জানা যায়, দেশে মানসম্মত হিসাবে বিবেচিত কলেজের সংখ্যা দুই শতাধিক। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন আছে ১ লাখের কাছাকাছি। ভর্তির ক্ষেত্রে এসব কলেজেই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি। মেধাবী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকে রাজধানীর নামিদামি কলেজের প্রতি। ঢাকায় মানসম্পন্ন কলেজের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০টির মতো। মূলত এ কলেজগুলোতে ভর্তিতে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এবারও একই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১৬ লাখ ৭২ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পাশ করেছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৮২ হাজার ১৩২ শিক্ষার্থী পেয়েছে জিপিএ-৫। সারা দেশে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তিযোগ্য আসন ২৫ লাখের মতো। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে অনুমোদিত আসনের বিপরীতে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫০ শতাংশের মতো শিক্ষার্থী পায়, সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখা দরকার। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সব স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় মানসম্মত গবেষণাগার, লাইব্রেরি, খেলার মাঠসহ পর্যাপ্ত শিক্ষা সরঞ্জামের সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। পাশাপাশি সব স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার। যেভাবেই হোক, দেশে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শূন্য পাশ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কী করে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান বাড়ানো যায়, তা খতিয়ে দেখতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যদি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পিছিয়ে থাকে, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানে যে মানের জনশক্তি তৈরি হবে, তা দিয়ে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কঠিন হবে। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে তথ্য বিভ্রাট

প্রতিদিন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হচ্ছেন। যদিও তা সংখ্যায় কম। এমন পরিস্থিতিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ফজলে নূর তাপস গত ১৫ মে বিকেলে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে ঢাকা শহরে ডেঙ্গু রোগী ৪২ হাজার কম ছিল। তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ২০১৯ সালের চেয়ে ২০২৩ সালে ঢাকা নগরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি ছিল। ওই অনুষ্ঠানে মেয়র ফজলে নূর তাপস বলেন, ২০১৯ সালে ঢাকা শহরে ১ লাখ ৫৫ হাজার ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছিল। গত বছর পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ২০১৯ সালকেও ছাড়িয়ে যাবে। আমরা যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমাদের মশককর্মী, যান-যন্ত্রপাতি মানবসম্পদ কীটনাশকে মজুত ও কাউন্সিলরদের সহযোগিতায় আমরা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছি। ফলে সফলতার সাথে এডিস মশার নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি বলেই ২০২৩ সালে উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে ঢাকা শহরে ডেঙ্গু রোগী ছিল ১ লাখ ১৩ হাজার। সুতরাং ২০১৯ সালে এ তুলনায় ২০২৩ সালে ঢাকা শহরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৪২ হাজার কম ছিল। এ বছরও সবার সহযোগিতায় ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

ওই অনুষ্ঠানে মেয়র ফজলে নূর তাপস বলেন, ২০১৯ সালে ঢাকা শহরে ১ লাখ ৫৫ হাজার ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছিল। গত বছর পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ২০১৯ সালকেও ছাড়িয়ে যাবে। আমরা যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমাদের মশককর্মী, যান-যন্ত্রপাতি মানবসম্পদ কীটনাশকে মজুত ও কাউন্সিলরদের সহযোগিতায় আমরা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছি। ফলে সফলতার সাথে এডিস মশার

অন্যদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যার চিত্র প্রতিদিন তুলে ধরে। সেই তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ৩৫৪ জন। এর মধ্যে ঢাকা শহরে রোগীর সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৮১০ আর বাইরে ৬০ হাজার ৫৪৪। ২০০০ সালে দেশে ডেঙ্গু রোগীর প্রাদুর্ভাব নতুন করে শুরু হয়। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ও এতে আক্রান্তের সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। শুধু ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে দেশে ডেঙ্গুতে যত মৃত্যু হয় তা আগের ২২ বছরে হয়নি। আগে ২২ বছরের চেয়ে গত বছর ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন। এর মধ্যে ঢাকা সিটিতে আক্রান্ত হন ১ লাখ ১০ হাজার ৮ জন। আর বাকি দু' লাখ ১১ হাজার ১৭১ আক্রান্ত হন ঢাকার বাইরে সারা দেশে। চলমান সময়েও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির খবর প্রতিদিন গণমাধ্যমে আসছে। জমে থাকা পানিতে ডেঙ্গুর এডিস মশার জন্ম হয়। তাই দু' টি সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নিজ নিজ বাস ভবনে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের জন্য বারবার বলা হচ্ছে। সাথে খাল বিল পরিষ্কারের অভিযানও চলছে। কিন্তু ডেঙ্গুর সংক্রমণ কমছে না। এজন্য প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন নয়, জনসচেতনতা জরুরি। সবাইকে একযোগে নিজ নিজ বাসাবাড়ি সহ এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে। কিন্তু তথ্য বিভ্রাট ঘটাবার কোনো সুযোগ নেই। আর জনপ্রতিনিধি যদি তথ্য বিভ্রাট ঘটান তবে তা শুধু দুঃখজনক নয়, দুর্ভাগ্য জনকও বটে। তাই সম্মিলিত উদ্যোগে কি ভাবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করতে হবে। সামনে বর্ষা আসছে পানি নেমে যাবার পরে যাতে এডিস মশা জন্মাতে না পারে সেদিকে সবাইকে নজর দিতে হবে।

অপসংস্কৃতির ছোবলে যুবসমাজের অবয়

সারাদেশে অপসংস্কৃতি সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে আমরা আমাদের রীতিনীতি, দেশের মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে শুরু করেছি। আমাদের সমাজের রগে রগে যে অপসংস্কৃতি প্রবেশ করছে তা আজকের তরুণ-তরুণীদের পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ, চাল-চলন দেখলেই বুঝা যায়। তারা দেশীয় আবহাওয়ায় বড় হয়ে দেশী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশি জীবনবোধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে। পাশ্চাত্যের অনুগামী হয়ে ডিসকো নাচ, গান, অশ্লীল ছায়াছবি ও নীল ছবির দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এসব নাচ, গান আর পোশাক আশাকের সাথে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির কোনো মিল নেই। সংস্কৃতি যেখানে মানুষকে সুন্দরের পথ দেখায়, সেখানে অপসংস্কৃতি মানুষকে অসুন্দর করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। কোন জাতি বা দেশের ভেতর একবার অপসংস্কৃতি ঢুকলে তা অপসারণ করা খুবই কঠিন। অপসংস্কৃতি বিবেকের দরজায় তালা লাগায়। মানুষকে তার মা, মাটি ও দেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমরা অনেকে বিদেশি সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতি বলে থাকি। আসলে কিন্তু তা নয়। কারোই বিদেশি সংস্কৃতি মানেই অপসংস্কৃতি নয়, যদি তা আমাদের জীবনকে বিপথে পরিচালিত না করে। যে সংস্কৃতি আমাদের জীবনকে বিপথে পরিচালিত করে সেটাই হলো অপসংস্কৃতি। সেটা দেশি বা বিদেশি হোক।

একটি দেশের ভবিষ্যৎ হলো সেই দেশের তরুণ সমাজ। অপসংস্কৃতির হিংস্র ছোবলে এ তরুণ সমাজ যদি বিপথগামী হয়, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢেকে যাবে। আমাদের দেশের তরুণ সমাজ সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে। বর্তমানে টেলিভিশন, সিনেমা, ভিডিও, ভিসিডিতে যেসব ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছে তার অধিকাংশই আমাদের মন মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অথচ এসব অশ্লীল ছবি আমাদের কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের কাছে অতি প্রিয় হয়ে গেছে। তাই তরুণ সমাজকে অপসংস্কৃতির হাত থেকে বাঁচাতে হলে অচিরেই আমাদের সমাজ থেকে অপসংস্কৃতি প্রভাব দূর করতে হবে এবং এ বিষয়ে সমাজকে সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে। বিদেশী কোন সংস্কৃতি গ্রহণ করার পূর্বে দেখতে হবে তা আমাদের জীবন গঠনে কতটুকু সহায়ক। যদি সহায়ক হয় তাহলে আমদানি করবে অন্যথায় বর্জন করবে। বর্তমানে যে সিনেমা হলগুলোতে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে। আমাদের তরুণ সমাজ যেহেতু জাতির কর্ণধার, সেহেতু তারা অপসংস্কৃতি গ্রহণ করার পূর্বেই তাদের সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে।

সীমান্ত সড়ক পার্বত্য অঞ্চলকে উন্নয়নের ধারায় যুক্ত করবে

মো. রেজুয়ান খান

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এ তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু প্রায় দুই থেকে তিন হাজার ফুট উচ্চতার পাহাড়। আবার কোথাও গিরিখাদ। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যাওয়াটা আগে যেখানে ছিল অসম্ভব ও অলৌকিক ব্যাপার। বর্তমানে এমন পরিস্থিতিকেও একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সীমান্ত সড়ক। দুস্তর, দুর্জয়কে অতিক্রম করে এ যেন এক অসাধ্যকে সাধন করা। সীমান্ত সড়ক পশ্চাদপদ পার্বত্য অঞ্চলকে উন্নয়নের স্রোতধারায় একীভূত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের অংশ হিসেবে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায় সীমান্ত সড়ক নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। পুরো পার্বত্য অঞ্চলের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পর্যটনপ্রিয় ভ্রমণ পিপাসুদের উপভোগ করার সুযোগ করে দিচ্ছে এ সীমান্ত সড়ক। বদলে যাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার একটি অংশ হলো পার্বত্য অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা। পার্বত্য জনপদকে দেশের অর্থনীতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে ১ হাজার ৩৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সীমান্ত সড়কটি। এই দীর্ঘ সীমান্ত সড়কটি পাহাড়ি জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। পার্বত্য অঞ্চল দুর্গম হওয়ায় এ অঞ্চলকে একসময় পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক সদিচ্ছায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সংঘাত নিরসনে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নবযুগের সূচনা হয়। ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির পর তিন পার্বত্য জেলায় অবকাঠামো খাতে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি বা শান্তিচুক্তির পর তিন পার্বত্য জেলায় পাকা রাস্তা নির্মাণ হয়েছে ১ হাজার ২১২ কিলোমিটার। কাঁচা সড়ক ৭০০ কিলোমিটার, ৬১৪ কিলোমিটার সড়ক সংস্কার এবং ৯ হাজার ৮৩৯ মিটার ব্রিজ নির্মাণ ও ১৪১টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি তথা শান্তিচুক্তির সুফল এখন এ অঞ্চলের প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর বাসিন্দাসহ সবাই ভোগ করছেন। পার্বত্য চুক্তির পর বিগত ২৭ বছরে যেভাবে সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে সেটা এখন সবারই চোখে পড়ছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়ক যোগাযোগব্যবস্থায় এক বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের রূপ বদলে দিতে ২০১৯ সালে সীমান্ত সড়ক নির্মাণকাজের সূচনা করে। সীমান্ত সড়ক ঘিরে মানুষ এখন নতুনভাবে স্বপ্ন বুনছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটনশিল্পের প্রসার এবং পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে এ সীমান্ত সড়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সীমান্ত সড়ক নির্মাণে পাহাড়ি-বাঙালিরা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নে সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকা। যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় এ এলাকার উৎপাদিত ফসল রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলা সদরে নিয়ে আসতে আগে দুই দিন সময় লেগে যেত। সীমান্ত সড়ক নির্মাণ হওয়ায় এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কৃষকেরা তাদের ফসল রাজস্থলীতে নিয়ে আসতে পারছে। পার্বত্য অঞ্চলে খুবই মানসম্পন্ন কাজু বাদাম, ড্রাগন, কফি এবং মাল্টাসহ নানা পণ্য উৎপাদন শুরু হয়েছে। এগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা ও প্রসারে সীমান্ত সড়ক সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখবে। এসব কৃষিজাত ও পণ্যের ওপর ভিত্তি করে এখানে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই এ ধরনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সীমান্ত সড়ক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা দুর্গম পাহাড়ের অরক্ষিত

এলাকাও পুরোপুরি নজরদারির মধ্যে চলে আসবে। বিস্তৃত এলাকার নিরাপত্তাসহ পর্যটন শিল্প বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। বেতলিং, সাইচল ও মাঝিরপাড়ায় দেশের সবচেয়ে উঁচু সড়ক তৈরির রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত সড়কটির নির্মাণ কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে এখানে বিদ্যুৎ, নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকবে না, পানির সংকট দূর হবে এবং এখানে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যও গড়ে ওঠবে না। আগে কোথাও গেলে যেখানে সারাদিন পার হয়ে যেতো এখন তা ঘণ্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এই সীমান্ত সড়ক সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষিখাতে অর্থনীতি সমৃদ্ধিতে এক দারুন পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পাহাড়ি জনপদে এত সুন্দর সড়ক হবে আগে কেউ তা কল্পনাও করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত সড়কটি বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে শুরু হয়ে রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলা সদর হতে বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া হতে জুরাইছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা হয়ে মিয়ানমার ও ভারত সীমান্তে পৌঁছাবে। এ সড়কটি বরকল ও বাঘাইছড়ি এবং খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা হয়ে রামগড় উপজেলা সীমান্তে গিয়ে শেষ হবে। পুরো রাস্তাটি সীমান্তসংলগ্ন পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নির্মিত হচ্ছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হবে। একনেকে অনুমোদিত প্রকল্পের প্রথম পর্যায় শুরু হওয়া এই সড়ক ৩ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১৭ কিলোমিটারের কাজ ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে শেষ করার কথা রয়েছে। পরবর্তী ৬৬৭ কিলোমিটার কাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন হবে সীমান্তবর্তী দেশের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য তিন জেলা সংযুক্ত হবে। ২০৩৬ সালের মধ্যে ১০৩৬ কি.মি. সড়ক কাজ শেষ হওয়ার কথা। পুরো কাজ শেষ হলে এটি হবে বাংলাদেশের দীর্ঘ সড়ক নেটওয়ার্ক। বিশেষ করে দীর্ঘ এ সীমান্ত সড়কটি অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মিজোরাম-ত্রিপুরা এবং মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের সঙ্গে সড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার পথকে প্রশস্ত করবে। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে উঁচু সড়ক নির্মাণের কৃতিত্ব পাবে এ সীমান্ত সড়ক। যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ হাজার ৮০০ ফুট উচ্চতার রেকর্ড হবে। এর আগে ২০১৫ সালে বান্দরবানে নির্মিত থানচি-আলীকদম সড়কটি ছিল এ পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে উঁচু সড়ক। সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ২ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চতার ছিল সড়কটি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সের ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের অধীন ২০, ২৬ ও ১৭ ইসিবি সীমান্ত সড়ক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকৃতিকে অক্ষত রেখে কাজের গুণগতমান বজায়, পর্যটকবান্ধব এই সড়ক নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে উঁচু পাহাড়, গভীর খাদ, ভূমিধস, প্রকৃতির বৈরি আচরণ, আঞ্চলিক সংগঠনের অপতৎপরতা, পরিবহন ও যোগাযোগ সংকটসহ জটিল পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করে সড়কটির উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করে চলেছে। সীমান্ত সড়ক নির্মাণ দেশের পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটন খাত, কৃষিখাত এবং ফলদ চাষাবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় এক নতুন সম্ভাবনা সঞ্চারিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে ইতোমধ্যে উৎকৃষ্টমানের ড্রাগন, কফি, কাজু বাদাম, কমলা-মাল্টা, ইক্ষু, আনারস, আম, কলাসহ নানা কৃষি ও ফল-ফলাদি উৎপাদন শুরু হয়েছে। সীমান্ত সড়ক পার্বত্য অঞ্চলের উৎপাদিত কৃষিজ ও ফলদ দ্রুত পরিবহন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। কৃষি সম্ভাবনার সহজ যোগাযোগের স্থান নির্বাচনে একসময় এখানে অনেক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। যার ফলে স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালিদের কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমনই স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে। লেখক: তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

যুদ্ধটা এখনো শেষ হয়নি রনো ভাই

জাঁ-নেসার ওসমান

ছেলেটির জন্মের দিন প্রচ- বৃষ্টি হচ্ছিল। সবাই অবাক হয়ে ভাবছিলো এই অসময়ে এমনি অঝোর ধারায় ঝর ঝর বর্ষা ঝরছে! বিস্ময়ের ঘোর কাটছেই না! বৃষ্টি ঝরছে খাল-বিলে, মাঠে-প্রান্তরে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-শহরতলিতে অবিরাম অঝোরে শাওন ঝরছে। আসলে এটাতো বৃষ্টি নয়, এটা ছিলো স্বর্গের দেবদূতদের কান্না। কারণ তাদের এক কমরেড স্বর্গ ছেড়ে ছাড়পত্র নিয়ে পৃথিবীতে যাচ্ছে মানুষের মঙ্গলের তরে। স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসা সেই শিশুটি আর কেউ নয় তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় হায়দার আকবর খান রনো। আর এমনিভাবে আজীবন পৃথিবীতে কিছু মানুষ জন্মায় মানুষের উপকারের জন্য। সেই হায়দার আকবর খান রনো, বাংলার সব মানুষের কাছে যিনি রনো ভাই হিসেবে অধিক পরিচিত। আমাদের সেই ছোট্ট দেবদূতটি ১৭৭৭ সালের ফরাসি দার্শনিক ভিক্টর দু'পে, যিনি পৃথিবীতে প্রথম কমিউজিমের কথা তার রচিত বই 'প্রজেক্ট দ্য কমিউনেট ফিলোসফির' মাঝে তুলে ধরেছিলেন। যার পথ ধরে পরবর্তীতে কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলসদ্বয় প্রথম লিখলেন কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো যেটি ১৯৪৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলো। ২১ ফেব্রুয়ারি, আমাদের গর্বে ২১ ফেব্রুয়ারি। হায়দার আকবর খান রনো, এই মতাদর্শে বিশ্বাস করলেন যে, সারা বিশ্বটা যদি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা মানুষরা কি করে জমির মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ করি! সৃষ্টিকর্তা তো জমির ভাগ করে দেননি! এ দেশ আমার, এদেশ তোমার, এ বাউন্ড্রি তো মানুষের সৃষ্টি। তাহলে পৃথিবীতে যত ফসল ফলন হবে তার সবইতো সকল মানুষের প্রাপ্য। তবে কেনো ধনী-গরিব, বড়লোক-ছোটলোকের বিভেদ সৃষ্টি হবে? তবে কেনো এ সমজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে? পৃথিবীর সকল সম্পদ কেনো কিছু লোকের করায়ত্ত হবে? এমনি মতাদর্শ নিয়ে শ্রেণী-বৈষম্যহীন, উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্রহীন এক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টির কল্পে আজীবন লড়াই করলেন আমাদের সেই প্রগতির পতাকাবাহী হায়দার আকবর খান রনো। যে সমাজ ব্যবস্থার জন্য রনো ভাই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বর্বরদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন, জানি না সে সমাজ রনো ভাই ওপার থেকে কবে দেখতে পাবেন। জানি না আমরা কবে রনো ভাইয়ের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারবো? আজ বড় বেদনার সাথে বলতে হয়, হায় রনো ভাই তোমার পতাকা বইবার মতো কোনো কর্মী তো চোখে পড়ে না রনো ভাই! আমাদের বয়স হয়েছে, চোখে ছানি পড়েছে, ভালো করে কিছু ঠাওরও করতে পারি না। কিন্তু সমাজে যে তরুণ প্রজন্ম রয়েছে, যাদের টগবগে তারুণ্য রয়েছে তারা তো দেখি প্রায় সবাই অর্থে লোভে নিজের জন্মদাত্রীকেও এরা চার হিসেবে ব্যবহার করে। আপনি যে এত বড় যুবরাজ রেখে গেলেন, আপনার অসমাপ্ত আত্মকর্ম সমাধা করবে সেও তো দেখি লাঙ্গুল হিন্দোল করে ক্ষণে ক্ষণে নিজ অবস্থান দৃঢ় করতেই ব্যাস্ত! তাহলে এই বাংলায় আপনার উত্তরসূরি কেউ কি জন্মাবে না? রনো ভাই আপনি আপনার রচিত পুস্তক 'পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ'-এর, উৎসর্গে লিখেছেন '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যারা জীবনদান করেছেন তাদের স্মরণে-শ্রদ্ধাভরে...' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আপনার সহযোদ্ধা কমরেড আজাদ বেতিয়ারা যুদ্ধে শহীদ হলেন, কতই বা তার বয়স ছিলো, ২২-২৩ টগবগে তরুণ সেই সন্তানদের আত্মহুতি কি আপনার স্বপ্নপূরণের সহায়ক হয়েছে? জন্ম থেকে প্রায় বিরাশি বছর আপনি সংগ্রাম করলেন, লড়াই করলেন, বর্বর পাকিস্তানির হাতে বন্দি হলেন, জেল খাটলেন... তো রনো ভাই এই বাংলাদেশ চেয়েছিলেন বুঝি! আপনিই একদিন বলেছিলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠসন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একবার এক হিটলিস্ট থেকে আপনার নাম কেটে আপনার প্রতি তার অপার স্নেহের পরশ বুলিয়ে ছিলেন। সেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠসন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন- পৃথিবী আজ দু'ভাগে বিভক্ত, শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। আপনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতাদর্শে শোষিতের অধিকারের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন; আপনার সাথে সতেজ-সবল বুদ্ধিদীপ্ত কমরেড না পেয়ে কি রণে ক্ষান্ত দিলেন রনো ভাই! কবি কিশোর সুকান্তের মতো বলতে ইচ্ছে করে– 'চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল/ এ বিশ্বকে এ শিশুর বাস যোগ্য করে যাব আমি/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার...।' আপনার এই জঞ্জাল সরানো শেষ না হতেই শেষ হলো আপনার পালা। আপনার এ যাওয়া তো অসময়ে যাওয়া রনো ভাই। যাওয়ার আগে আপনার কি একবারও মনে হলো না- আজ বাঙালি বাঙালিকে খুন করছে! বাঙালির হাতে বাংলার মা বোনের সম্ভ্রম বিনষ্ট হচ্ছে- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সৈনিকদের মতো। অর্থের লোভে আজ এরা দেশমাতৃকার সম্মান পর্যন্ত ধুলোয় বিকিয়ে দিচ্ছে! এমনি এক সময়ে আপনার রণেভঙ্গ দিয়ে চুপিসারে চলে যাওয়াটা কি শোভন হলো! আপনাকে যে আমাদের বাংলার শোষিতের জন্য, বঞ্চিত হতদরিদ্র জনগণের জন্য দরকার আছে, কারণ সোনার বংলা গড়ার যুদ্ধটা এখনো শেষ হয়নি রনো ভাই...। [লেখক : চলচ্চিত্রকার]

টাকার অবমূল্যায়ন কি জরুরি ছিল

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

ক্রলিং পেগ পদ্ধতির আওতায় ডলারের মধ্যবর্তী দাম ১১৭ টাকায় নির্ধারণ করে ব্যাংকগুলোকে এই দরের আশপাশে স্বাধীনভাবে লেনদেন করতে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিছুদিন আগেও অর্থনীতিবিদরা ডলারের মান সম্পূর্ণ বাজারমুখী রাখতে 'ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট'-এর পক্ষে ওকালতি করেছেন। তাদের কথা ছিল বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে আমাদের টাকার বিনিময় হার নির্ধারিত হবে বাজার অর্থনীতির ভিত্তিতে, বিনিময় হার নির্ধারণে কোন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ থাকবে না। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট প্রবর্তনের ঝুঁকি নেয়নি, বিনিময় হার নিরূপণে তারা চালু করেছে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি। ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেটের মতো ক্রলিং পেগ পদ্ধতি ততটা অবাধ ও উন্মুক্ত নয়, এই পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। ক্রলিং পেগ পদ্ধতিতে মুদ্রার বিনিময় হারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা থাকে এবং নির্ধারিত সীমার মধ্যে মুদ্রার বিনিময় করতে হয়। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দর স্থির না করে একটি মধ্যবর্তী দর নির্ধারণ করেছে; নির্ধারিত এই দরের চেয়ে কিছুটা বেশি বা কিছুটা কমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মুদ্রা বেচাকেনা করতে পারবে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারভিত্তিক বা নমনীয় করার ব্যাপারে স্থানীয় অর্থনীতিবিদ এবং আইএমএফ বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের পরামর্শ দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশ ব্যাংক বাস্তবায়ন করল। আইএমএফ-এর ঋণ পেতে হলে তাদের শর্ত মানতে হয়। আইএমএফ-এর সব শর্ত সব সময় অর্থনীতির অনুকূল হিসেবে বিবেচিত না হলেও তা মানতে হয়। আইএমএফ সবকিছু বিচার করে অর্থনীতির নিক্তিতে, কারণ তাদের ভোট করতে হয় না, জনগণের কাছে যেতে হয় না; তাই মুদ্রার দর নির্ধারণে তাদের অবস্থানের নিক্তি চাহিদা ও সরবরাহ। আইএমএফ-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ টাকার অবমূল্যায়নের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তাদের কথা শুনছিল না বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে তারা প্রশ্নও তুলেছিলেন। ক্রলিং পেগ পদ্ধতির ভালো-মন্দ এই মুহূর্তে বিচার করা সম্ভব নয়। টাকার অবমূল্যায়নে অর্থ পাচার কমে যাওয়ার কথা, তবে বাংলাদেশে কোন নীতি-পদ্ধতিই সুফল বয়ে আনে না; কারণ নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত অবৈধ কর্মকা-বেশি হয় বিধায় নীতি-পদ্ধতির তোয়াক্কা কেউ করে না। যাদের প্রধান লক্ষ্য অর্থ পাচার করা, বা যারা কালোবাজারের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করে, যাদের অহর্নিশ মাদকের অর্থ অবৈধ পথে পরিশোধ করতে হয় তাদের নিকট বিনিময় হার কখনোই মুখ্য নয়, তাদের লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম হুন্ডি। এছাড়া বড় বড় দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরের অর্থ পরিশোধ হয় বিদেশে এবং তা হয় হুন্ডির মাধ্যমে। বিদেশে ধনী ব্যবসায়ীদের অবকাশ যাপন ও বিনোদনের অর্থের জোগান হয় ওভার এবং আন্ডার ইনভয়েসে প্রেরিত অবৈধ অর্থের মাধ্যমে। এসব ক্ষেত্রে ডলারের অফিশিয়াল বিনিময় মূল্যের কোন ভূমিকাই থাকে না। তাই টাকার যত অবমূল্যায়নই হোক না কেন কার্ব মার্কেট বা কালোবাজারে আরও অধিক মূল্যে ডলার বিক্রি হবে। কার্ব বা কালোবাজারে ডলারের মূল্য বেশি থাকলে কিছু প্রবাসী হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করবেই। তাই টাকার অবমূল্যায়নে রেমিট্যান্স খুব বেশি বাড়ার সম্ভাবনা নেই। প্রতি মার্কিন ডলারের মধ্যবর্তী বিনিময় হার ১১৭ টাকায় নির্ধারণ করায় স্থানীয় মুদ্রা টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ। নিকট অতীতে একবারে এত বড় অবমূল্যায়ন আর হয়নি। এই অবমূল্যায়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হলেও আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে আমদানি কম হবে, বাজারে পণ্যের জোগান কমে যাবে, জোগান কমে গেলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজস্ব ও মুদ্রানীতিতে নানা পরিবর্তন এনেও দ্রব্যমূল্য কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি; এই অবস্থায় টাকার অবমূল্যায়নে আমদানি ব্যয় বেড়ে গেলে দ্রব্যমূল্য আরেক দফা বাড়বে। আমাদের আমদানিনির্ভর অর্থনীতি; আমরা যা রপ্তানি করি তার প্রায় দ্বিগুণ অর্থের পণ্য আমদানি করে থাকি। আন্তর্জাতিক বাজারে শুধু জ্বালানি তেল-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন ঠেকানো যাচ্ছে না। টাকার অবমূল্যায়নে জ্বালানি তেল-গ্যাসের আমদানি খরচ বাড়বে এবং এর প্রভাব পড়বে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আমদানি ব্যয় বেড়ে গেলে শুধু আমদানি কমবে না, জিডিপি প্রবৃদ্ধিও কম হবে। অর্থনীতির পথ কখনো সরল রৈখিক নীতিতে চলে না, প্রতিটি নীতি-পদ্ধতির ভালো-মন্দ দুটি দিক রয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদ এই ক্রলিং পেগ পদ্ধতির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন, তাদের ধারণা এই পদ্ধতি সাময়িকভাবে না হলেও দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ হবে। তাদের অভিমত হচ্ছে ক্রলিং পদ্ধতির প্রবর্তনের কারণে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাবে এবং এই বৃদ্ধির কারণে জিডিপি বাড়বে, মূল্যস্ফীতি কমবে। তাদের অভিমত আইএমএফের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের ভাষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; আউটলুকের মতে মুদ্রার দর ১০ শতাংশ কমানো হলে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে জিডিপির দেড় শতাংশ পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের রপ্তানি পণ্য মাত্র একটি– বস্ত্র। টাকার অবমূল্যায়নে বস্ত্রসহ অন্যান্য রপ্তানির ক্ষেত্রে দর কষাকষির সক্ষমতা বাড়লেও তা আদৌ কতটুকু সম্ভব হবে তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত করা কঠিন। কারণ বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রায় সম্পূর্ণ কাঁচামাল আসে বিদেশ থেকে; টাকার অবমূল্যায়নে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সংগৃহীত শিল্পের কাঁচামালের দামও বেড়ে যাবে। এছাড়া বিদ্যুৎ-গ্যাসের দর বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয়ও বেড়ে যাবে। উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই অবমূল্যায়ন কতটুকু সহায়ক হবে তা এই মুহূর্তে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। উপরন্তু বস্ত্র রপ্তানিকারক অন্য দেশগুলোও যদি তাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে তাহলে টাকার এই অবমূল্যায়ন থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুব বেশি উপকৃত হবে না। তবে আমদানি হ্রাসের পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষিত হবে; কিন্তু অপরদিকে টাকার অবমূল্যায়নে সরকারের বিদেশি ঋণের বোঝা বেড়ে যাবে, প্রাইভেট সেক্টরে ইতোমধ্যে গৃহীত বিদেশি ঋণ পরিশোধে ঝুঁকি তৈরি হবে। টাকার বিরাট অবমূল্যায়নে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির আশা করছে সবাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রবাসীরা কতটুকু উৎসাহিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে; কারণ হুন্ডি ব্যবসায়ীরা আরও বেশি দরে ডলার কিনবে। হুন্ডি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অর্থ পাঠানো সহজ, হুন্ডি ব্যবসায়ীরা বাসায় বাসায় গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে, ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউসে গিয়ে প্রবাসীদের সময় নষ্ট করতে হয় না। আর যারা বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে তারা সাধারণত কোন অর্থ প্রেরণ করে না, বরং দেশের স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে হুন্ডির মাধ্যমে সব অর্থ বিদেশে পাচার করছে। যেসব প্রবাসী সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে প্লট পেয়েছে তারাও প্লটগুলো বিক্রি করে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। এদের অর্থ পাচারে ডলারের দর কখনো গুরুত্ব পায়নি। ডলার-সংকট কাটানোর নিমিত্তে অবমূল্যায়ন জরুরি ছিল; কিন্তু পাকিস্তানের রুপির বিরাট অবমূল্যায়ন হলেও তাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কাটছে না। প্রকৃতপক্ষে আমদানিনির্ভর দেশের জন্য স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন খুব বেশি কাজে আসে না। অবমূল্যায়নের পাশাপাশি অর্থ পাচার রোধ করা জরুরি। ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলেই খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে– এই কথাটি আজকাল অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে। বর্তমানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৯ শতাংশ, কিন্তু নব্বই দশকের পরেও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৫ শতাংশ। অবশ্য ব্যালেন্সশিট ক্লিন করতে গিয়ে কী পরিমাণ মন্দ ঋণ 'রাইট অফ' করা হয়েছে তা জানা নেই। নানাবিধ সংকটে দেশের অর্থনীতি চাপে রয়েছে; সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগের পরও সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব হচ্ছে না, অর্থনীতি করোনা-পূর্ব অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে না। নীতি-পদ্ধতির প্রয়োগের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংককে তাই নির্মোহ হয়ে কাজ করতে হবে। একসময় ডেপুটি গভর্নর নাকি নথির ওপর পেন্সিল দিয়ে কোম্পানির মালিকের নাম লিখে অনুমোদনের জন্য গভর্নরের কাছে পাঠাতেন, অর্থাৎ অনিয়ম থাকলেও অনুমোদন দিতে হবে; শোনা কথা, সত্য না-ও হতে পারে। অনিয়ম বিচারে ব্যক্তির সঙ্গে কারো বা সম্পর্ক বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়। অসৎ লোকেরা ক্ষমতাধারী ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার সুসমাচার প্রচার করে নীতি-নির্ধারকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে। ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সুসম্পর্ক থাকার বিভ্রমকে গুরুত্ব দিয়ে বেসিক ব্যাংকটি ধ্বংস করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, শুধু এজন্যই বাংলাদেশ ব্যাংককে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দরকার। ঋণের টাকা বিদেশে পাচার হওয়া রোধ করা অতি জরুরি। খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে জেলে প্রেরণ না করে ঋণের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা অধিকতর শ্রেয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া ফরজ। ত্বড়িৎ ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও তৎপর হতে হবে, বিনা কারণে নথি ধরে রাখার চেয়ে ঘুষ খাওয়া কম অপরাধ ।[লেখক : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও টাকশালের সাবেক এমডি]

কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রবাসীরা কতটুকু উৎসাহিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে; কারণ হুন্ডি ব্যবসায়ীরা আরও বেশি দরে ডলার কিনবে। হুন্ডি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অর্থ পাঠানো সহজ, হুন্ডি ব্যবসায়ীরা বাসায় বাসায় গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে, ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউসে গিয়ে প্রবাসীদের সময় নষ্ট করতে হয় না। আর যারা বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে তারা সাধারণত কোন অর্থ প্রেরণ করে না, বরং দেশের স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে হুন্ডির মাধ্যমে সব অর্থ বিদেশে পাচার করছে। যেসব প্রবাসী সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে প্লট পেয়েছে তারাও প্লটগুলো বিক্রি করে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। এদের অর্থ পাচারে ডলারের দর কখনো গুরুত্ব পায়নি। ডলার-সংকট কাটানোর নিমিত্তে অবমূল্যায়ন জরুরি ছিল; কিন্তু পাকিস্তানের রুপির বিরাট অবমূল্যায়ন হলেও তাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কাটছে না। প্রকৃতপক্ষে আমদানিনির্ভর দেশের জন্য স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন খুব বেশি কাজে আসে না। অবমূল্যায়নের পাশাপাশি অর্থ পাচার রোধ করা জরুরি। ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলেই খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে– এই কথাটি আজকাল অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে। বর্তমানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৯ শতাংশ, কিন্তু নব্বই দশকের পরেও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৫ শতাংশ। অবশ্য ব্যালেন্সশিট ক্লিন করতে গিয়ে কী পরিমাণ মন্দ ঋণ 'রাইট অফ' করা হয়েছে তা জানা নেই। নানাবিধ সংকটে দেশের অর্থনীতি চাপে রয়েছে; সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগের পরও সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব হচ্ছে

দিল্লিতে রেড অ্যালার্ট, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তীব্র গরমে ফুটছে উত্তর-পশ্চিম ভারত। গত শনিবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেশ কয়েকটি অংশের অপর দিয়ে বয়ে গেছে তীব্র তাপপ্রবাহ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। আগামী ৫ দিন দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের তীব্র গরম অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এক প্রতিবেদনে খবরটি দিয়েছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) তার সর্বশেষ পূর্বাভাসে বলেছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমভূমিতে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তাপপ্রবাহ থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে এবং পূর্ব ও মধ্য ভারতে আগামী ৩ দিন তাপপ্রবাহ থাকতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম রাজস্থানের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করেছে। পূর্ব রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতে ২২ মে পর্যন্ত এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে ১৯ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ থেকে গুরুতর তাপপ্রবাহের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার ওপর দিয়ে ২২ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডে ২০ মে পর্যন্ত একই অবস্থা বিরাজ করবে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জনসাধারণকে সতর্ক থাকার জন্য বলেছেন এবং শিশু, বয়স্ক ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গত শনিবার রাজস্থানের বারমেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলোদি, পিলানি, জালোর, জয়সালমির, করৌলি, গঙ্গানগর এবং সিকারসহ রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা ছিল ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপর।

পাকিস্তানে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ১৪ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ১৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন শিশু। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। গত শনিবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে এ ঘটনা ঘটে। খবর ডনের। গত শনিবার একটি মিনি ট্রাকে করে যাওয়ার সময় ব্রেক ফেল করে গাড়ি গভীর খাদে পড়ে গেলে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে। পরিবারের সদস্যরা পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বান্নু প্রদেশ থেকে পাঞ্জাবের খুশাব জেলায় যাচ্ছিলেন। উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মিনি-ট্রাকটি একটি বাঁক নেয়ার সময় ব্রেক ফেল করে রাস্তা থেকে ছিটকে গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই পাঁচ শিশুসহ একই পরিবারের ১৪ জন নিহত হন।

রাফায় ট্র্যাপে ফেলে ১৫ ইসরাইলি সেনাকে হত্যার দাবি কাসসাম ব্রিগেডের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সামরিক বাহিনী-ইজ্জাদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেড গাজা উপত্যকার সর্বদক্ষিণের শহর রাফায় ১৫ জন ইসরাইলি সেনাকে হত্যার দাবি করেছে। বলা হয়েছে, ট্র্যাপে ফেলে রাফার একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে

এসব দখলদার সেনাকে হত্যা করা হয়। হামাসের বরাত দিয়ে আলজাজিরা জানিয়েছে, রাফা শহরের আল-তানুর এলাকার একটি বাড়িতে আগে থেকে বোমা পেতে রেখেছিল আল-কাসসাম ব্রিগেড। ইসরাইলি সেনারা বাড়িটিতে প্রবেশ করার পর সেটির বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। হামাসের সামরিক বাহিনী আরও বলেছে, বিস্ফোরণের পর প্রাণে বেঁচে যাওয়া ইসরাইলি সেনারা বাড়িটি থেকে দ্রুত বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। তবে রাফার ওই ঘটনার ব্যাপারে ইহুদিবাদী ইসরাইল এখনো কিছু জানায়নি। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ওপর প্রায় আট মাস ধরে গণহত্যা ও জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছে ইসরাইল। তবে এখন পর্যন্ত নিজের ঘোষিত একটি লক্ষ্যও অর্জন করতে পারেনি তেলআবিব। গত বছরের অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে ইসরাইলে এই দশকের সবচেয়ে বড় হামলা চালায় গাজার হামাস সরকার। এর পরপরই গাজায় বিমান হামলা ও স্থল হামলা শুরু করে ইসরাইল। আট মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা আগ্রাসনে এ পর্যন্ত ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। আহত ৭৯ হাজার ছাড়িয়েছে। এ গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা। জাতিসংঘ সতর্ক করে বলেছে, গাজার ২২ লাখ অধিবাসী দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ ঝুঁকিতে রয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোট আজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আজ সোমবার। এই দফায় ছয় রাজ্য ও দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৯ টি আসনে ভোট হবে। এ দফায় হেভিওয়েট প্রার্থী কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভোট শুরু হবে আজ সোমবার সকাল সাতটায়। শেষ হবে সন্ধ্যা ছয়টায়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। এ দফায় কেন্দ্রশাসিত লাদাখ ও জম্মু কাশ্মীর ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের ৩, উড়িষ্যার ৫, উত্তর প্রদেশের (ইউপি) ১৪, বিহারের ৫, মহারাষ্ট্রের ১৩, পশ্চিমবঙ্গের ৭টি আসনে ভোট হবে। এবার উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে প্রার্থী হয়েছেন রাহুল গান্ধী। এই আসনটিতে গত ৫ মেয়াদে জয়ী হয়ে আসছে কংগ্রেস। তবে এখান থেকে প্রার্থী হতে রাহুলের মা কংগ্রেস প্রধান সোনিয়া গান্ধী। এবারই মায়ের আসনে প্রার্থী হয়েছেন রাহুল। গতবার আমেঠিতে প্রার্থী হয়ে বিজেপির স্মৃতি ইরানির কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর, এবার সেখান থেকে রাহুল প্রার্থী হননি বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশি টাকা পাচার করতে গিয়ে সিপিএম নেতা গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন একের পর এক টাকা উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে। এবার বাংলাদেশি টাকা সীমান্ত দিয়ে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়লেন পশ্চিমবঙ্গের এক সিপিএম নেতা! যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে বাংলাদেশি টাকা পাচারের সময় তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে বিএসএফ জওয়ানরা। ওই সময় তার কাছ থেকে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। জানা গেছে, আটক ব্যক্তির নাম শহিদুল ইসলাম। তিনি এলাকায় সিপিএম নেতা বলেও পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, শহিদুল ইসলাম গায়ে চাদর জড়িয়ে, তার নীচে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাচার করছিল। উদ্ধারের পর জানা যায়, সেগুলি সবই বাংলাদেশি নোট। তদন্তকারীরা মনে করছেন,ভারত থেকে বাংলাদেশে টাকা পাচার করার চেষ্টা চলছিল। বিএসএফের ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনী জওয়ানরা ওই যুবককে আটক করে। হাকিমপুর চেকপোস্ট থেকে তাকে আটক করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। জেরায় শহিদুল ইসলাম জানিয়েছে, তার বাড়ি স্বরূপনগরের হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিথারী এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ ও স্বরূপনগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, গত পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএমের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী ছিলেন শহিদুল। ২০ মে পঞ্চম দফায় ভোট রয়েছে।

ইসরায়েলের হামলা নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে, নিহত ২০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে কমপক্ষে ২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। এ ছাড়া উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েল বিমান হামলা চালানোর পর অন্তত ২৮ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, নুসেইরাতের একটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত এবং আরও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ রয়েছেন আরও অনেকে। আল জাজিরা আরও জানিয়েছে, উত্তর গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ২৮ ফিলিস্তিনি নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশু রয়েছে। এদিকে গত শনিবার গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৬৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আল জাজিরা বলছে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজা উপত্যকা জুড়ে আক্রমণ আরও জোরদার করেছে এবং গত শনিবার কমপক্ষে ৬৪ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে আমাদের সংবাদদাতারা জানিয়েছেন। এর মধ্যে উত্তর গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালের কাছে একটি আবাসিক ভবনে হামলায় ২৮ জন নিহত এবং আরও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। এ ছাড়া উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের একটি আশ্রয়কেন্দ্রের গেটে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার ঘটনায় ১২ জন নিহত এবং আরও ২৫ জন আহত হয়েছেন। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের পশ্চিমে ফালুজাহতে পানির জন্য লাইনে দাঁড়ানো একদল লোকের ওপর ইসরায়েল আর্টিলারি হামলা চালালে আটজন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া মধ্য গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহরের একটি বাড়িতে হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন। খান ইউনিসের পূর্বে অবস্থিত আবাসান আল-কাবিরা শহরের আল-ফারহিন এলাকায় হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া দক্ষিণ গাজার রাফা শহরের একটি বাড়িতে হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন।

অসুস্থ সৌদির বাদশাহ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি প্রচণ্ড জ্বর ও শরীর ব্যথায় ভুগছেন। সৌদির রাষ্ট্রয়াত্ত বার্তাসংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সি'র। গতকাল রোববার সৌদি প্রেস এজেন্সি'র এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাদশা কী ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন সেটি নিরূপণে হাসপাতালে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। সৌদির রয়্যাল কোর্ট জানিয়েছে, জেদ্দার রাজপ্রাসাদের ভেতর অবস্থিত রয়্যাল ক্লিনিকেই বাদশার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। তারা বলেছে, "সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে জেদ্দার আসসালাম রাজপ্রাসাদের রয়্যাল ক্লিনিকে বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে।

কেন বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে কিরগিজরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: স্থানীয় মিডিয়ার বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, প্রথমে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে যেটিকে কিরগিজ ছাত্রদের সঙ্গে বিদেশি ছাত্র (পাকিস্তানি এবং মিশরীয়) সংঘর্ষের ভিডিও বলে দাবি করা হয়। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর উত্তেজনা বেড়ে যায়। গত ১৩ মের ওই ঘটনাকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের আতিথেয়তার লঙ্ঘন বলে দেখতে থাকেন স্থানীয়রা। ঘটনার জেরে শুক্রবার রাতে স্থানীয়দের অনেকে রাস্তায় নেমে পড়েন। পুলিশ যদিও বলেছে, তারা ১৩ মের মারামারির খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিন ছাত্রকে আটক করেছে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলিকে টার্গেট করতে শুরু করে। যেখানে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, জনতা বিভিন্ন ভবনের দরজা ভাঙছে এবং ছাত্রদের এলোপাথাড়ি মারধর করছে। এই ঘটনায় বহু বিদেশি শিক্ষার্থী হতাহত হন; যার মধ্যে বাংলাদেশিও আছেন। এরমধ্যে স্থানীয়দের হামলায়

পাকিস্তানের চারজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন বলে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। তবে কিরগিজস্তানে পাকিস্তানি দূতাবাস শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার খবর অস্বীকার করেছে। পাকিস্তান কনস্যুলেট এক বিবৃতিতে বলেছে, 'পাকিস্তানি শিক্ষার্থীদের কথিত মৃত্যু এবং ধর্ষণের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত রিপোর্ট পাইনি।' এদিকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে কিরগিজ মন্ত্রিসভা। এক বিবৃতিতে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসত্য তথ্য প্রচারের কারণে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।

বিনোদন

বিবাহবিচ্ছেদের পথে জেনিফার-বেন

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডের প্রথম সারির আলোচিত দম্পতির জীবনে পান থেকে চুন খসলেও গুঞ্জন শুরু হয়। আমেরিকান পপ তারকা জেনিফার লোপেজ ও অভিনেতা বেন অ্যাফ্লেকের সম্পর্কে জোয়ার ভাঁটা লেগেই রয়েছে। সূত্রের খবর, বিনোদন জগতের এই দুই মহাতারকা নাকি আলাদা থাকতে শুরু করেছেন! খবর ছড়াতেই বিচ্ছেদের জল্পনায় সরগরম নেটদুনিয়া। সূত্রের দাবি, তারা শুধু আলাদাই থাকছেন না, বেন নাকি বিবাহবিচ্ছেদের মামলাও করেছেন। এ রকমও শোনা যাচ্ছে, দম্পতি নাকি তাদের স্বপ্নের বাড়িটিও বিক্রি করে দিতে চাইছেন। তবে 'বেনিফার'-এর বিবাহবিচ্ছেদের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে দুই তারকার ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে, বিয়ের পর দু'জনের সমীকরণ জমছে না। বেনকে নাকি জেলো তার মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। অন্য দিকে, বেনও স্ত্রীকে বদলাতে পারছেন না। গুঞ্জনের সূত্রপাত সমাজমাধ্যমের একটি পোস্টকে ঘিরে। সম্প্রতি অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট লাইক করেন জেলো।

অবশেষে এক হচ্ছে বনি-কৌশানীর হাত

বিনোদন ডেস্ক : ভারতে চলমান লোকসভা নির্বাচন শেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন টালিউড অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত এবং কৌশানী মুখোপাধ্যায়, সেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এবার তাতে সিলমোহর! ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন সূত্রে খবর, বিয়ের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন টালিউডের তারকা জুটি। তবে বিয়েটা কলকাতায় হচ্ছে না, বনি-কৌশানী হাঁটতে চলেছেন ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের পথেই। টালিউডের অন্দরমহলে কানাঘুষো, দুই পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। পোশাক নির্বাচন থেকে শুরু করে মেকআপ আর্টিস্ট, বিয়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত চলছে। কৌশানীর যে ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের ইচ্ছে রয়েছে, সে কথা বহু আগেই ফাঁস করেছিলেন বনি। আর প্রেমিকার সেই ইচ্ছেতেই সায় দিয়েছেন অভিনেতা। ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের জন্য কোন জায়গাকে বেছে নিলেন বনি-কৌশানী? সেটা অবশ্য ফাঁস করেননি এখনো। তবে খবর, ইউরোপের কোনো এক দেশে এক হবে বনি-কৌশানীর হাত।

র‍্যাডিক্যালস নিয়ে কানে আদনান আল রাজীব

বিনোদন ডেস্ক : এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসবে দেশীয় পতাকা নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন দেশের প্রখ্যাত নির্মাতা আদনান আল রাজীব। একাধিক জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন, নাটক টেলিফিল্মের বাইরে সর্বশেষ কোক স্টুডিওতে রাজীব তার নিজস্ব মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে এ বছর কোনো সিনেমা অফিশিয়াল মনোনয়ন না পেলেও নিজের প্রযোজিত বিদেশি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'র?্যাডিক্যালস' নিয়ে এই মর্যাদাপূর্ণ উৎসবে অংশ নিয়েছেন মেধাবী নির্মাতা ও প্রযোজক আদনান আল রাজীব। চলছে বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম সম্মানজনক আয়োজন 'কান চলচ্চিত্র উৎসব'-এর ৭৭তম আসর। উৎসব উদ্বোধন করেছেন তিনবার অস্কারজয়ী হলিউডের কিংবদন্তী অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপ। কানের সমান্তরাল বিভাগ 'ক্রিটিকস উইক'-এ প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে 'র্যাডিক্যালস' সিনেমাটি। এটি মূলত ফিলিপাইনের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, যেটি পরিচালনা করেছেন ফিলিপাইনের নির্মাতা আরভিন বেলারমিনো। প্রযোজনায় রয়েছেন ক্রিস্টিন ডে লিয়ন। এ ছাড়াও আদনান আল রাজীব ও তানভীর হোসেনের সঙ্গে এটি সহপ্রযোজনা করেছেন ডমিনিক ওয়েলিনস্কি। রাজীব আরো বলেন, 'আমি সবসময় নির্মাতা হিসেবে নিজের ভিত্তিটা গড়ার চেষ্টা করেছি। এখন চেষ্টা করছি প্রযোজক হিসেবে আরও বেশি আন্তর্জাতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে। এতে নতুন কিছু করার এবং শেখার সুযোগ তৈরী হবে। অনেকেই হয়তো ভাবেন, প্রযোজনা মানে শুধু টাকা লগ্নি করা। কিন্তু এটা ভুল। এর বাইরেও অনেক ক্রিয়েটিভ বিষয় রয়েছে। সেসব কাজে নিজেকে যুক্ত করতে চাই।' তিনি আরও জানান, কানে 'র্যাডিক্যালস' সিনেমার তিনটি প্রদর্শনী হবে। আগামী মঙ্গলবার দুটি এবং আগামী শুক্রবার একটি। এ নিয়ে আদনান বলেন, 'এখন পর্যন্ত এতগুলো শো প্রদর্শনী কেউ পেয়েছে কি না আমি জানি না। তবে আমাদের এই সিনেমাটি তিনটি শো পেয়েছে।' কানে হাজির হয়ে প্রতিটা মুহূর্তই বেশ উপভোগ করছেন জানিয়ে এই নির্মাতা আরও বলেন, 'এখানে ফিলিপাইনের অনেক নির্মাতার পাশাপাশি আরও অনেক দেশের নির্মাতারাই আছেন তাদের সঙ্গে মিশে এবং কথা বলে তাদের পিচিং করার ধরন বোঝার চেষ্টা করছি। বাহিরের দেশের নির্মাতারা কীভাবে এলো কোন প্রজেক্ট পিচ করে তারপর সেটা নিয়ে কীভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হয় এ রকম অনেক বিষয়।

অপারেশনের আগে দোয়া চাইলেন রাখি সাওয়ান্ত

বিনোদন ডেস্ক : গত কয়েক দিন ধরেই অসুস্থ বলিউডের ড্রামা কুইন খ্যাত অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্ত। ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। যদিও প্রথমে সবাই ভেবেছিল, হয়তো বরাবরের মতো এটাও কোনো নাটকীয়তার অংশ। প্রচারে আসার কৌশল হাতে নিয়েছেন রাখি। তবে জানা যায়, সত্যিই অসুস্থ রাখি। কদিন আগেই বুকে এবং পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। একাধিক পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, অভিনেত্রীর জরায়ুতে টিউমার। শিগগিরই অস্ত্রোপচার করাতে হবে রাখির। আর তাই অস্ত্রোপচারের আগে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন

তিনি। তবে রাখির জরায়ুতে সত্যিই টিউমার আছে কি না, হাসপাতাল সূত্রে তেমন কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, 'রাখির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনো তথ্য পেতে হলে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' এদিকে গত শনিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন রাখি। হুইলচেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় অভিনেত্রী বলেন, 'আমার জন্য দোয়া করুন। আমার কান্না পাচ্ছে, ভয় লাগছে। তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস রয়েছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠব। আমার শরীরটা এখন একটু খারাপ।' ওই ভিডিওতে তিনি আরও বলেন, '১০ সেন্টিমিটারের একটা টিউমার ধরা পড়েছে।

সবাই আমার জন্য দোয়া করুন। হাসতে হাসতে অপারেশন থিয়েটারে যাচ্ছি, হাসতে হাসতেই বের হবো। জীবনে অনেক কঠিন লড়াই লড়েছি। এটাও পার হবো। আমি এর থেকে বেশি কথা বলতে পারছি না। রিতেশ আমার ব্যাপারে আপনাদের সব জানাবে।' প্রথমে শোনা যাচ্ছিল, হৃদ্?যন্ত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে রাখির। কিন্তু পরে জানা যায়, জরায়ুতে টিউমার ধরা পড়েছে তার। অভিনেত্রীর প্রাক্তন স্বামী রিতেশ সিং নিশ্চিত করেন বিষয়টি। প্রায় ১০ সেন্টিমিটার সাইজের একটি বিরাট টিউমার রাখির জরায়ুতে বাসা বেঁধেছে বলে জানা গেছে।

ছেলের অর্জনে আবেগাপ্লুত প্রসেনজিৎ

বিনোদন ডেস্ক : ইউরোপে স্কুলজীবন কেটেছে। তারপর দেশে ফেরেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে তৃষাণজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মাঝেমধ্যেই বাবার সঙ্গে ফিল্মি পার্টিতে দেখা যায় তাঁকে। দৈহিক উচ্চতায় তিনি বাবাকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। এ বার ছেলে স্নাতক হলেন। গর্বিত বাবা প্রসেনজিৎ নিজেই দিলেন সুখবর। দক্ষিণ ভারতের নামী প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছিলেন তৃষাণজিৎ। আর সেখান থেকেই স্নাতক হলেন মিশুক। ছেলের স্নাতকের শংসাপত্র পাওয়ার ভিডিও শেয়ার করেন প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিৎ লেখেন, 'আজ নিজেকে গর্বিত বাবা মনে হচ্ছে। কারণ, ফুটবলই ছিল ধ্যান আর জ্ঞান। প্রথমে অভিনয়ে আসার ইচ্ছে না থাকলেও পরে বদলেছে মত। বিদেশে পড়াকালীনই নাটকে অভিনয় করেছেন তৃষাণজিৎ। এদিকে প্রসেনজিতের পোস্টে মিশুককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন টলিউডের অনেক অভিনেতারা। ছোট থেকেই ফুটবল খেলেন তৃষাণজিৎ। জন্মের পর থেকেই প্রসেনজিৎ-পুত্র প্রচারের আলো পেয়েছে। বাবার ছবির জন্য রিল বানানো কিংবা অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার সঙ্গে নাচ, তৃষাণজিৎ প্রচারের আলোতেই বেড়ে উঠেছেন। মাঝে শোনা গিয়েছিল যে তৃষাণজিৎকে নাকি বড়পর্দায় দেখা

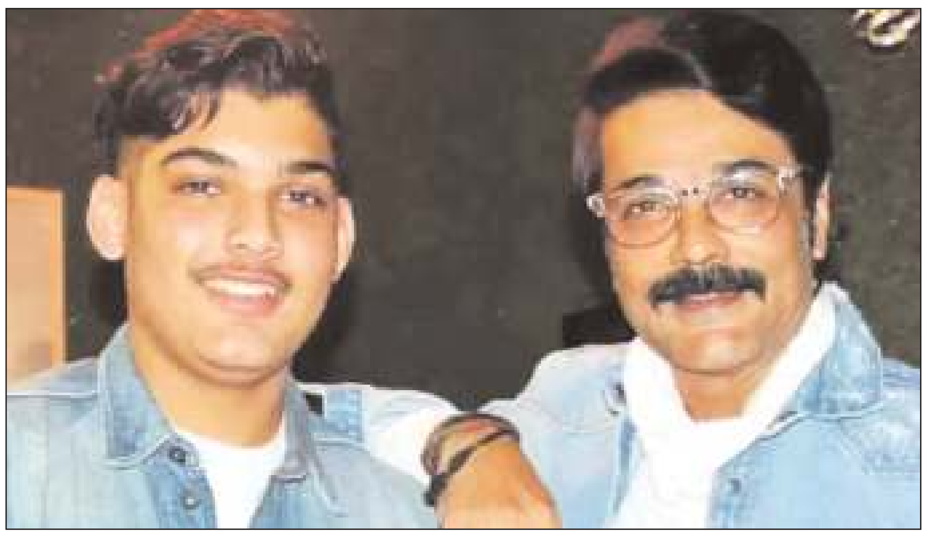

আমার ছেলে মিশুক স্নাতক হল। ওর জীবনের এমন এক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পেরে গর্বিত। অনেক শুভেচ্ছা। ভবিষ্যতে আরও সাফল্য পাও।' ভিডিওতে বন্ধুদের সঙ্গে মিশুককে খোশমেজাজে দেখা যাচ্ছিল। তৃষাণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, নাম ঘোষণা হতেই মঞ্চের দিয়ে এগিয়ে যান তিনি। তার পর হাতে নেন গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেট। বাবার মতোই হ্যান্ডসাম তৃষাণজিৎ। যেতে পারে। তবে সেই বিষয়ে প্রসেনজিৎ বা মিশুকের পক্ষ থেকে কোনো কিছু জানানো হয়নি। এছাড়া কিছুদিন আগেই তৃষাণজিতের প্রেম নিয়েও ইন্ডাস্ট্রিতে জোরদার চর্চা শুরু হয়। তারকা পুত্রের সঙ্গে তাঁর এক বান্ধবীকে দেখা যাওয়ার পর থেকে মিশুককে নিয়ে চর্চা শুরু হয়। যদিও তৃষাণজিৎ নিজে কোনোদিন এই বিষয়ে মুখ খোলেননি।

সুখবর দিলেন শাকিব খানের 'প্রিয়তমা'

বিনোদন: বিয়ে করছেন চিত্রনায়িকা ইধিকা পাল! এমনই সুখবর দিলেন শাকিব খানের 'প্রিয়তমা।' সামাজিক মাধ্যমে তার কনে সাজার ছবি দিয়ে ভক্তদের বেশ চমকে দিলেন নায়িকা। তাহলে কি সত্যিই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন তিনি? টলিউডের এক পাপারাৎজির অ্যাকাউন্ট থেকে গতকাল রোববার ব্রাইডাল লুকে ইধিকার ছবি শেয়ার করা হয়েছে। আর সেই ছবি প্রকাশ হতেই শুরু হয়েছে গুঞ্জন! এত সাজসজ্জা কেন? এ বিষয়ে প্রশ্ন করতেই ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে ইধিকা বললেন, 'আমার বিয়ে।' এরপর বরের নাম জানতে চাওয়া হলে ইধিকা বলেন, 'শিব'। আসলে ঠাট্টা করেই এমনটা বলেছেন ইধিকা। শিব মানে মহাদেব! দেবতার নাম উল্লেখ করেই ঠাট্টা করে জবাব দেন ইধিকা। ভিডিওতে মেরুন রঙের ভারী লেহেঙ্গা-চোলিতে দেখা মিলেছে ইধিকার। ডিপ নেক ব্লাউজ আর ভারী নেকপিসে একদম রয়্যাল লুক অভিনেত্রীর। শরীর জুড়ে রাজকীয় গয়না। সিঁথিতে ঝুলছে মাংগটিকা, হাতে বালা, আংটিতে সুসজ্জিত ইধিকা। তবে সবচেয়ে সুন্দর তাঁর মায়া জড়ানো হাসি। ইধিকার এই নতুন লুক বেশ পছন্দ হয়েছে অনুরাগীদের। একের পর এক মন্তব্যেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। ছোটপর্দা থেকে ক্যারিয়ার শুরু করা ইধিকা পাল এখন বাংলাদেশের হার্টথ্রব। আগামীতে দেবের নায়িকা হিসাবে 'খাদান' চলচ্চিত্রে দেখা যাবে ইধিকাকে। পাশাপাশি হাসিবুর রেজা কল্লোলের 'কবি' সিনেমাতেও শরীফুল রাজের সঙ্গে কাজ করেছেন ইধিকা। অভিনয় জীবনে নিজের গ্ল্যামার দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করলেও বাস্তব জীবনে পুরোপুরি সিঙ্গেল এই নায়িকা! তার জীবনে নাকি প্রেম নেই। এর আগে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেছিলেন, 'আমার জীবনে এখনো কেউ আসেনি। এলে ঘোষণা করব। প্রেম করার মতো এখন পর্যন্ত কাউকে খুঁজে পাইনি। কেরিয়ার নিয়ে একটু বেশি ভাবছি, প্রেম করার সময় নেই'। তবে প্রেম করেই বিয়ে করতে চান ইধিকা। অচেনা মানুষের সঙ্গে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। এখন সময় বলে দেবে, প্রিয়তমার জীবনে ভালোবাসার ঝড় নিয়ে আসে কে! লাখো ভক্তের প্রিয়তমার জীবনে প্রিয়তম কে হন, তা জানতে আগ্রহী ভক্তরা।

বানারীপাড়ায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

বরিশাল প্রতিবেদক : "সুশিক্ষা অর্জন করবো উন্নত দেশ গড়বো" শ্লোগানকে সামনে রেখে জেলার বানারীপাড়া উপজেলার বিশারকান্দি ইউনিয়নে শিক্ষাই শক্তি সংগঠনের উদ্যোগে চলতি এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও এইচএসসি ২০২৩ সালের মেধাবী কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। রোববার সকালে মরিচবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে প্রধানশিক্ষক এসএম রিয়াজ আহমেদের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম শান্ত। অনুষ্ঠানে ২৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের সভাপতি মোঃ সজিব, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউনুস, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য আলমগীর হোসেন বক্তব্য রাখেন।

বরিশালে অনলাইন জুয়ারী গ্রেপ্তার

বরিশাল প্রতিবেদক : অনলাইন জুয়ারী ও ব্যবসায়ী ইব্রাহিম খান কামরানকে গ্রেপ্তার করেছে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত কামরান অনলাইনে জুয়া খেলাসহ এ্যাপস্'র একাধিক এজেন্ট একাউন্টের মাধ্যমে প্রায় ৭০/৭২ জন অনলাইন জুয়ারীর কাছে কয়েন (পয়েন্ট) কেনাবেচা করতো। রোববার দুপুরে কোতোয়ালি মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার মোঃ আলী আশরাফ ভূঞা। গ্রেপ্তারকৃত ইব্রাহিম খান কামরানের কাছ থেকে দুইটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। যারমধ্যে তার (কামরান) ব্যবহৃত নগদ ও বিকাশ একাউন্টে ২ লাখ ৭৩ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। উপ-কমিশনার বলেন, ইব্রাহিম খান কামরান নগরীর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রসুলপুর এলাকার বাসিন্দা আবুল কালাম খানের ছেলে। জিজ্ঞাসাবাদে কামরান স্বীকার করেন, সে একজন অনলাইন জুয়ারী ও ব্যবসায়ী। আসামি কামরান জানিয়েছে সোহেল, নুর ইসলামসহ আরো অজ্ঞাতনামা কয়েকজনে তাকে অনলাইন জুয়া ব্যবসাসহ কয়েন (পয়েন্ট) কেনাবেচায় সাহায্য করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছেন, কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ এটিএম আরিচুল হক।

'নদী ভাঙন প্রতিরোধে কাজ করছে সরকার'

বরিশাল প্রতিবেদক : পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক শামীম এমপি বলেছেন, কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নদী ভাঙন রোধে সারাদেশের সকল প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে। একই সাথে দ্রুততার সাথে কাজ করছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ড। রোববার সকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড বরিশাল কর্তৃক বাস্তবায়িত সুগন্ধা নদীর ভাঙন থেকে বরিশাল বিমানবন্দর এলাকা রক্ষা প্রকল্পের আওতায় চলমান ১.৬০০ কিলোমিটার নদী তীর ড্রেজিং ও ৪৯৬ মিটার স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক শামীম। বিমানবন্দর এলাকা রক্ষা প্রকল্পের আওতায় চলমান নদীর তীর রক্ষা প্রকল্প কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ সারাদেশে বন্যা, নদী ভাঙন ও জলাবদ্ধতা মোকাবেলায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সকল প্রকল্পের কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। এ সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রেণী কক্ষে অজ্ঞান হয়ে পরছে ছাত্রীরা

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রত্নপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রোববার বেলা এগারটার দিকে দশম শ্রেনীর এক ছাত্রী শ্রেনি কক্ষে অজ্ঞান হয়ে পরেছে। এনিয়ে গত দুইদিনে ছয়জন ছাত্রী ক্লাস চলাকালীন সময় অসুস্থ হয়েছে। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মোতালেব হোসেন জানান, দশম শ্রেনীর ছাত্রী লামিয়া আক্তার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরআগে গত বৃহস্পতিবার নবম ও দশম শ্রেনীর আরো পাঁচজন ছাত্রী একইভাবে অসুস্থ হয়ে পরলে তাদেরকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গৌরনদী উপজেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ তৌকির আহম্মেদ বলেন, কিছুটা গরমের কারণে ছাত্রীর এই সমস্যা হয়েছে। তাকে ভর্তি করে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আগৈলঝাড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাহবুবুর রহমান জানান, ওই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বিষয়টি জানিয়েছেন। তবে কি কারণে এরকম ঘটনা ঘটছে তা জানা নেই। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

বাঁশের চিকন কাঠি ও পলিথিন দিয়ে ঘুড়ি তৈরি করছে শিশুকিশোরেরা। তুলাগ্রাম এলাকা, কৈজুরী, ফরিদপুর।

নাজিরপুরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে লিচু চাষ

নাজিরপুর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে লিচু চাষ। গত দুই দশকে বসতবাড়ি থেকে ক্ষেতের জমি- বেশিরভাগ কৃষক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন লিচুর ওপর। এদিকে মাটি উর্বর হওয়ায় ফলনও খুব ভালো। বিশেষ করে উপজেলার তারাবুনিয়া ও গিলাতলা গ্রামের লিচুর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশ জুড়ে। ফসলি জমিতে ধানের পরিবর্তে লিচু আবাদ করছেন কৃষকেরা। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির লক্ষ্যে আবাদ করা এসব লিচুর গুণগত মানও অনেক ভালো। নাজিরপুর উপজেলার তারাবুনিয়া গ্রামের দুই সহোদর হংসপতি মিস্ত্রি ও হিমাংশু মিস্ত্রি ২০০৭ সালে তাদের পাঁচ একর জমিতে চায়না থ্রি ও মোজাফফরপুরী জাতের লিচু বাগান করেন। প্রথম বছরই সাফল্য পান তারা। তাদের দেখে এলাকার অনেক কৃষক ধানের আবাদ বাদ দিয়ে লিচু বাগান করেছেন। সম্প্রতি দেখা গেছে, এখন শুধু তারাবুনিয়া নয়, উপজেলার অনেক গ্রামে এখন পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে লিচুর ওপর। নাজিরপুরে প্রায় অর্ধশত কৃষক আবাদ করেছেন চায়না থ্রি ও মোজাফফর পুরী জাতের লিচু। লিচু চাষে সফল হংসপতি মিস্ত্রি বলেন, বছর বছর লিচু ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছর লিচুর ফলন খুবই ভালো হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় লিচু অনেকটা ঝরে পড়েছে। তা ছাড়া অনা বৃষ্টির কারণে আকারে অনেকটা ছোট হয়েছে। স্থানীয় লিচু চাষীরা জানান, রাসয়নিক মুক্ত এবং জৈব পদ্ধতিতে লিচু চাষ করায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ও জেলার ব্যবসায়ীরা আসেন লিচু কিনতে। তবে তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে লিচু তেমন বড় হয়নি। বৃষ্ঠি না থাকার কারণে ফল ঝড়ে যাচ্ছে এবং ফুল কম ফুটছে। ফলের আকার ছোট হয়েছে। এখান থেকে কিনে ভালো দামে বিভিন্ন এলাকায় লিচু বিক্রি করছেন পাইকাররা। নাজিরপুরের মাটি ও আবহাওয়া লিচু চাষের উপোযোগী হওয়ায় আগামীতে এ অঞ্চলে লিচু বাগান আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। সরেজমিনে লিচু বাগান ঘুরে দেখা যায়, লিচু আহরণ, বাছাই এবং প্যাকেট করার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষি ও ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় লিচু ব্যবসায়ী দুলাল হাওলাদার বলেন, এ বছর লিচুর ফলন ভালো হয়েছে। এখান থেকে লিচু কিনে বেশি লাভ পাওয়া যায়। কারণ যাতায়েত খরচ কম লাগে। পিরোজপুর জেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি সময়ে চাষিদের মাঝে লিচু চাষের প্রবনতা দেখা গেছে। এই মাঠিতে লিচু সম্প্রসারন করা যায় সেই বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। চিন্তা ভাবনা রয়েছে এটির বৃদ্ধি করার। জেলার তিন উপজেলায় ৫৫ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ করা হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে সর্বদা লিচু চাষিদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, টানা তাপপ্রবাহে বেশ কিছু সংখ্যক লিচুর গুটি ঝরে পড়েছে, বড় অবস্থায়ও লিচু ঝরে পড়েছে। অনা বৃষ্টির কারণে লিচু আকারও ছোট।

বরগুনায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বরগুনা প্রতিনিধি : রোববার সকালে বরগুনা এলজিইডি'র প্রশিক্ষণ কক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (ক্রিম) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) আয়োজিত কলেজ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও সচেতনতা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বরগুনা জেলার সরকারি-বেসরকারি সাতটি কলেজের একশ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এলজিইডি বরিশাল বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এ সময় তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান দক্ষতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আগাম প্রস্তুতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযানে তাদের নিজ নিজ এলাকায় জনগণ ও নিজ পরিবারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অধিক দায়িত্বশীলতার হতে পারবে। মানসমপন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব বোঝাসহ টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বেশি বেশি গাছ লাগানো। সর্বোপরি, আপনার আমার সমগ্র বিশ্বেরই হাতে হাত রেখে কাজ করতে এখনই দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। তাহলেই সুস্থ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (ক্রিম) ও ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) এর প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন। তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আলোচনা করেন। এ সময় তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর এক অন্যতম চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন। পৃথিবীতে মানবজাতির তথাকথিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে।

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার ধরনে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনকে বোঝায়। কিন্তু মানুষের কারণেও জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটছে তা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি পটুয়াখালী অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মহির উদ্দিন সেখ। তিনি ছাত্রছাত্রীদের এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরগুনা জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী এস. এম. হুমায়ূন কবীর। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি-ক্রিলিকের সহকারী প্রকৌশলী অর্পন পাল, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আরিফিন মাহমুদ মুন্সী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ বান্দা হাফিজ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ফারুক বিশ্বাস ও পাবলিক রিলেশন এণ্ড মার্কেটিং স্পেশালিস্ট সৈয়দ মাহবুব আহসান।

ডিমলায় আট বছরের শিশুকন্যা ধর্ষণ

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় ৬ দিনের ব্যবধানে আবারো আট বছরের শিশুকন্যা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে পুরো উপজেলা জুড়ে তোলপার শুরু হয়েছে। গত ৬ দিন আগে (১১ই মে) উপজেলা সদরের ডিমলা থানার ২০০ গজ সামনে একটি বাড়ীতে ৯ম শ্রেনীর এক ছাত্রী ধর্ষিতা হয়। মামলার অন্য দুই আসামীকে ঘটনার দিন গ্রেপ্তার করলেও ৬ দিনেও মূল আসামীকে ডিমলা থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে মামলার মুল আসামি (শীবমন্দির) পাড়ার শ্রী কৈলাশ দাস মঙ্গুর ছেলে শ্রী প্রমিত দাস (১৭) নিজেই গত (১৬ই মে) ২০২৪ ইং নীলফামারী বিজ্ঞ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে। আদালত আবেদন না মঞ্জুর করে তাকে যশোর জেলার সংশোধনাগারে প্রেরন করার নির্দেশ প্রদান করেন। ঘটনার বিবরনে জানাযায়, গত শুক্রবার ২০২৪ইং সকাল ১১:০০ টায় উপজেলার টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিন খড়িবাড়ী (মাষ্টারপাড়া) গ্রামের সোহেল রানা ওরফে মিলনের (০৮) বছরের নাবালিকা শিশুকন্যা ও পন্ডিতপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেনীর ছাত্রীকে একই এলাকার আতোয়ার রহমানের বিবাহিত ছেলে এক সন্তানের জনক মোঃ মমিনুর রহমান(২৮) দির্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। শিশু কন্যাটি তার কুপ্রস্তাবে রাজি না হয়ে বিষয়টি তার বাবাকে বলে দেয়। শিশুকন্যাটির পিতা বিষয়টি জানার পর মোঃ মমিনুর রহমানকে সতর্ক করলে। মমিনুর ক্ষিপ্ত হয়ে সুযোগের সন্ধানে থাকে। ঘটনারদিন শিশুকন্যাটিকে বাড়ীর আঙ্গিনায় একাই খেলাধুলা করতে দেখার সুযোগে আশপাশে কেউ না থাকায় টানা হেচরা করে মমিনুর রহমানের বাড়ীতে কেউ না থাকার সুযোগে নিজ শয়ন ঘরে নিয়ে গিয়ে মুখ চেপে ধরে পড়নের কাপড় খুলে জোর পুর্বক ধর্ষণ করে। এ সময় শিশুকন্যাটির আত্ম চিৎকারে তার মা রুমি বেগমসহ এলাকাবাসী ছুটে এসে ধর্ষক মমিনুর রহমানকে ধর্ষণ করা অবস্থায় দেখতে পায়। এবং তাকে আটক করার চেষ্টা করলে ধর্ষক ধাক্কাধাক্কি করে পালিয়ে যায়। পরবর্তিতে উপস্থিত লোকজন ধর্ষিতা শিশু কন্যাটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় ডিমলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে। গুরুত্বর জখমী অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য নীলফামারী আধুনিক সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

চাটমোহরে যুবলীগ নেতাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বত্তরা

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সাগর হোসেন নামের এক যুবলীগ নেতাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার বিলচলন ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের আবদুস সাত্তারের ছেলে ও বিলচলন ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, ছাইকোলা ইউনিয়নের বোয়াইমারী গ্রামের ইউপি সদস্য এসকেন্দার আলী ভুট্টুর ছেলে পলাশের সাথে বেশকিছু দিন আগে বিরোধ হয় সাগরের। এরই রেশ ধরে পলাশের নেতৃত্বে ৪/৫ মুখোশধারী দুর্বৃত্ত রোববার দুপুরে মোটার সাইকেল নিয়ে সাগরের বাড়ির সামনে ওঁৎ পেতে থাকে। এরপর পলাশ সাগরকে কৌশলে বাড়ি থেকে বাইরে ডেকে আনলে ওঁৎ পেতে থাকা মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

কয়রায় মিথ্যা অভিযোগে হয়রানি করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলার তেতুলতলারচর গ্রামের মৃত মইজুদ্দীন শেখের পুত্র আঃ হামিদ শেখ। তিনি সুন্দরবন খুলনা রেঞ্জের হায়াতখালী বন টহল ফাঁড়ির কমিউনিটি প্রেটোলিং গ্রুপ (সিপিজি) সদস্য। রোববার বেলা ১১ টায় কয়রা উপজেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য তিনি জানান, গত ১৬ মে মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নের ৬নং ওর্য়াডের ইউপি সদস্য মোঃ গনি মোড়ল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ দায়ের করেছে তা সম্পুর্ন মিথ্যা ভিত্তীহিন ও বানোয়াট। ইউপি সদস্য গনি মোড়ল অভিযোগ করেছে যে গত ১৪ মে আমার বাড়ি হতে সুন্দরবনের কর্তন নিষিদ্ধ কাঠ সহ গোলপাতা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি সঠিক না।

জ্বালানির জন্য তালের ডগা কাটছেন এই কৃষক। বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য এগুলো সংরক্ষণ করা হবে। পিয়ারপুর এলাকা, কৈজুরী, ফরিদপুর।

বিদেশ ফেরত যুবকরা আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন

বরিশাল প্রতিবেদক : বেকারত্বের অভিশাপ দূর করে ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে বিদেশ গিয়ে দালালের খপ্পরে পরে সর্বশান্ত হয়ে শুন্য হাতে দেশে ফিরে চরম হতাশায় ভূগছিলেন ওমান ও সিঙ্গাপুর ফেরত দুই যুবক। তাদের দুইজনের বাড়ি জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায়। হতাশাগ্রস্ত ওই দুই যুবককে বেঁচে থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন ব্র্যাকের মাইগ্রেশন কর্মসূচি। ওই কর্মসূচির আওতায় দুই যুবককে বিনামূল্যে গবাদী পশু ও মৎস্য চাষের জন্য মাছের পোনা এবং তা প্রতিপালনের জন্য বিন্যামূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এসব সহায়তা পেয়ে বিদেশ ফেরত যুবকরা এখন বেকার নামের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। সূত্রমতে, আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার গ্রামের সোনামদ্দিন ফকিরের ছেলে ওমান ফেরত সুরুজ ফকিরকে মৎস্য ঘেরে চাষের জন্য ৬৫ হাজার টাকার মাছের পোনা ও ১৬ হাজার টাকার মাছের খাবার দেওয়া হয়েছে। রোববার সকালে সুরুজ ফকির জানান, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে ধারদেনা করে ২০২৩ সালে সাড়ে তিন লাখ টাকার বিনিময়ে সে ওমান গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দালাল তাকে কোন কাজ দেয়নি। খেয়ে না খেয়ে আড়াই মাস দুঃসহ জীবন যন্ত্রনা ভোগ করার পর দেশ থেকে টাকা পাঠানোর পর বিমানের টিকেট ক্রয় করে সে শুন্য হাতে দেশে ফিরে এসেছেন। বর্তমানে নিঃস্ব সুরুজ ব্র্যাকের সহায়তায় আবার ঘুরে দাড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন। বাশাইল গ্রামের লালচান বেপারীর ছেলে মিলন বেপারী জানান, সাড়ে আট লাখ টাকার বিনিময়ে সে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন। ২৪ দিন তিনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে দালাল তাকে কোন কাজ না দিয়ে ফেলে রেখে চলে যায়। পরবর্তীতে অন্যের সহায়তায় একবছর আগে খালি হাতে সে দেশে ফিরে চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পরেন। এরইমধ্যে গত ১৫ মে সকালে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের আওতায় তাকে ৬৫ হাজার টাকা মূল্যের গবাদী পশু ও তা প্রতিপালনের জন্য ১২ হাজার টাকার খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছেন মিলন। ব্র্যাকের বরিশাল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (দাবী-১) মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, বিদেশগামী সকলকে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের আওতায় তাদের ভিসা চেক করে।

ডিমলায় পাকারাস্তা সংস্কার কাজে ব্যাপক অনিয়ম

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার পশ্চিম ছাতনাই ইউনিয়নের বাজার হতে কালীগঞ্জ বাজার পর্যন্ত দৈর্ঘ ৪ কিলো ৩৭৫ মিটার এবং প্রস্ত ৯ফিট ৮৪ ইঞ্চি একটি পাকারাস্তার সংস্কার কাজে উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আঁতাত (ম্যানেজ) করে নিয়ননীতির তোয়াক্কা না করেই পুরাতন কার্পেটিং অপসারন (ব্লাকটোপ) অথবা হাইবের্ড প্রিপারেশন না করেই, বালুর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে মাটি, দেড়/দুই ইঞ্চি ভাঙ্গা খোয়ার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে তিন নম্বর ইটের ছয়ইঞ্চি পুরাতন খোয়া, ভাঙ্গা পাথরের কোন বালাই নেই, কাজে দেশীয় পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশি অনুমোদিত বিটুমিন (পিচ) বিটিসি'র পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে ইরানি নিষিদ্ধ বিটুমিন। ওই কাজের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তদারকি উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক উপস্থিত না থেকেই ঠিকাদারকে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি সরকারী বন্ধের দিন উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের কোন প্রকার তদারকি কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াই শুক্রবারসহ দিনরাত তরিঘরি করে সাড়ে চার কিলোমিটার কাজের প্রায় বেশিরভাগ অংশই হাইবের্ড প্রিপারেশন, ডাব্লু বিএম, সাববেইজ, প্রাইমকোর্ড ছাড়াই ও রি-সেটিং এজিং করেই ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।এলাকাবাসী স্টিমিট অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় কাজের গুনগতমান ও অনিয়মের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রকৌশলী বরাবরে অভিযোগ করেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পরবর্তিতে এলাবাসী ওই কাজে বাধা প্রদান করলে ডিমলা উপজেলা স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের (জড়িত) কর্মকর্তার পরামর্শে ও সাহসে ঠিকাদার এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে ডিমলা থানায় চাঁদা বাজির মামলা দায়ের করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিমলা থানার অফিসার ইসচার্জ (ওসি) দেবাশীষ রায়। এলাবাসীর অভিযোগের পরেও অনিয়ম করেই কাজ চলমান রাখায় কাজটি নিয়ম মাফিক করার জন্য ও অনিয়ম বন্ধের দাবীতে জুগিড়ডাঙ্গা বাজারে (১৮মে) একটি মানববন্ধন করেন এলাকাবাসী।

মাগুরায় পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন

মাগুরা প্রতিনিধি : মাগুরা সদর থানার এস আই মাসুম বিল্লার বিরুদ্ধে হয়রানি করার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে নবনির্বাচিত সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোনিয়া সুলতানা। গতকাল সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার হাজরাপুর ইউনিয়নের ইছাখাদা পুরাতন বাজারে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে হয়রানির শিকার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের আপন ছোট ভাই অনিক মজুমদার সহ কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোনিয়া সুলতানা অভিযোগ করেন।

মহাদেবপুরে নদী থেকে মাটি নিয়ে ঠিকাদারের প্রোজেক্টে দিচ্ছে পাউবো

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একশ্রেণির কর্মকর্তা, কর্মচারী নিজেরাই আত্রাই নদী থেকে মাটি চুরি করে বাঁধ সংস্কার প্রকল্পে দিচ্ছেন। প্রকল্পের কাজে যেকোন বৈধ জায়গা থেকে ঠিকাদার মাটি দিতে বাধ্য থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারি নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি তুলে প্রকল্পে কেন দিচ্ছেন তা নিয়ে এলাকায় দারুন বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে প্রকাশ্য দিবালোকে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা এ অবৈধ কর্মকাণ্ড চালু থাকায় এলাকার লোকজন এনিয়ে রীতিমত আন্দোলন শুরু করেছেন। তারা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দিয়েও কোন প্রতিকার না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তবে কর্তৃপক্ষ মাটি চুরি করে প্রকল্পে দেয়ার কথা স্বীকার করেননি। এক সপ্তাহ আগে সন্ধ্যায় উপজেলা সদরের আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে গিয়ে দেখা যায়, খাজুর ইউনিয়নের শাহজাদপুর এলাকায় নদীতে দুটি মাটি খনন যন্ত্র ভ্যেকু মেশিন বসিয়ে নদীর লাল মাটি তুলে অসংখ্য ট্রাক ও খোলা ট্রাক্টরযোগে পরিবহণ করা হচ্ছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ওই এলাকা থেকে মাটি বা বালু তোলার জন্য এবার কোন ডাক দেয়া হয়নি। সেখানে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করা নান্নু নামে একজন জানালেন পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই মাটি তুলে এই নদীর বাঁধ সংস্কার প্রকল্পে দিচ্ছে। তিনি তার মোবাইলফোন থেকে এলাকায় থাকা পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্ট এর সাথে কথা বলার আহ্বান জানান। বিষয়টি জানতে মোবাইলফোনে নওগাঁ জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ফইজুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন।

হাজীগঞ্জ উপজেলা সেক্রেটারীসহ বিএনপির ২ নেতা আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : হাজীগঞ্জ থানা পুলিশ স্থানীয় বিএনপির দুই নেতাকে আটক করেছে। তারা হলেন, হাজীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও হাটিলা পশ্চিম ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবদুর রহিম পাটোয়ারী এবং ৮ নং হাটিলা পূর্ব ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন মানিক। এলাকা সূত্রে জানা গেছে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হেলাল উদ্দিন মিয়াজীর আনারস প্রতীকের পক্ষে তারা টাকা বিলি করছিলেন, তাদের কাছ থেকে ব্যাগভর্তি টাকা পাওয়া গেছে।প্রতিপক্ষরা এমন অভিযোগ করেন। ১৮ মে শনিবার দিবাগত রাতে তাদেরকে হাজীগঞ্জ থানা পুলিশ আটক করে। ২১ মে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবদুর রহিম পাটোয়ারীকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশসহ স্থানীয়রা জানান, উপজেলা পরিষদ নির্বচনে শান্তিপূর্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষে শনিবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে একাদিক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। অপর একটি অসমর্থিত সূত্র দাবী করেছে ওই নির্বাচনে এক প্রার্থীর পক্ষে টাকা বিলিকরনের অভিযোগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি হয়। টাকা বিলি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখার বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক আবদুর রহিম পাটোয়ারী বলেন, যেখানে আমার দল নির্বাচনে বর্জন করেছে সেখানে আমি কেন টাকা বিলি করতে যাবো। হাজীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ আবদুর রশিদ জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবদুর রহিম পাটোয়ারীসহ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ'

রংপুর প্রতিনিধি : সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ সামনের সংকট আরো প্রকট আকার ধারন করতে পারে সে জন্যই সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা সরকারের একটচা গনবিরোধী সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি রোববার দুপুরে ঢাকা থেকে রংপুর সার্কিট হাউজে এসে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন সামনে ভয়াবহ বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। দেশের রিজার্ভ এখন ১০ থেকে বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে যা এযাবৎ কালের সর্বনিম্ন। এখন বলা হয় ৩ মাসের আমাদানী করার মতো অর্থ থাকলেই নাকি যথেষ্ট। কিন্তু আমরা যতটুকু জানি আমদানি ব্যায় আগের তুলনায় অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ৭/৮ মিলিয়নের জায়গায় ৪/৫ মিলিয়নে নেমে এসেছে। আমার মনে হয় সরকার যতই রির্জাভের কথা বলুক আসলে ১০ বিলিয়ন ডলারই আছে বলে আমার মরেন হয়না। তিনি বলেন এসব আমাদের জন্য অশুভ সংকেত। দেশে টাকা নেই প্রতিদিন রিজার্ব কমে যাচ্ছে। তিনি বলেন দেশে বিনিয়োগ আ্সছেনা যে অর্থ আসে তা বিদেশে চলে যাচ্ছে। ফলে ডলারের এবং দেশীয় টাকার চরম অবমূল্যায়ন হচ্ছে। টাকার ভ্যালু কমে যাচ্ছে। তিনি বলেন আওয়ামী লীগ অনেক বড় বড় কথা বলে দলের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তাকে আমি রেসপেক্ট করি কিন্তু যেসব কথা বলছেন এটা জনগন আর বিশ্বাস করেনা। আওয়ামী লীগ আগে জনগনকে ধারন করতো এখন তারা জনগনের ঘাড়ে চেপে বসেছে। আগে আওয়ামী লীগ একটা গাছের মতো ছিলো জনগন যেখানে বিশ্রাম নিতো এখন সেটা পরগাছা হয়ে গেছে। তারা দেশের জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এর আগে জিএম কাদের ঢাকা থেকে বিমান যোগে সৈয়দপুর বিমান বন্দরে পৌছে সরাসরি সৈয়দপুর থেকে রংপুর সার্কিট হাউজে এসে পৌছালে জেলা প্রশাসক মোবাস্বের হাসান পুলিশ সুপার ফেরদৌস আলম চৌধুরী, মহানগর জাপার সাধারন সম্পাদক এস এম ইয়াসির, জেলা সভাপতি আলাউদ্দিন মিয়া সহ প্রশাসনের ও দলের নেতা কর্মীরা তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

খেতে ধান কেটে রাখা হয়েছে। সেই ধান আনতে খেতের আল ধরে যাচ্ছেন কৃষিশ্রমিকেরা। বাহাদুরসিং এলাকা।

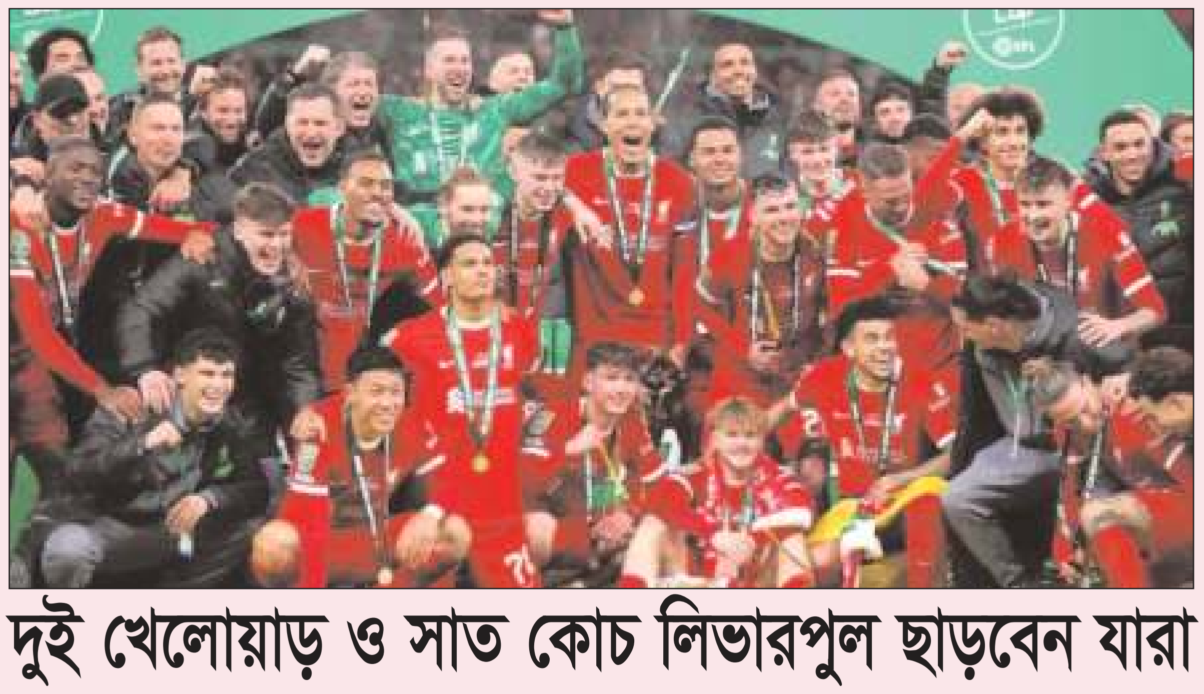

দুই খেলোয়াড় ও সাত কোচ লিভারপুল ছাড়বেন যারা

স্পোর্টস ডেস্ক : ৮ অক্টোবর, ২০১৫। লিভারপুলে 'দ্য নরমাল ওয়ান' হয়ে এসেছিলেন ইউর্গেন নরবার্ট ক্লপ। ইংল্যান্ডের সফলতম ক্লাব লিভারপুল তখন নিজেদের সাফল্যের কথা পুরোদমে ভুলতে বসেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়া দূরের কথা, ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতা থেকেও প্রায় ছিটকে গিয়েছিল তারা। তবে প্রথমদিন এসে ক্লপ বলেছিলেন 'সংশয়বাদী থেকে বিশ্বাসী' হতে। সঙ্গে এও বলে রেখেছিলেন, চার বছরের মধ্যে অন্তত একটি শিরোপা এই দলকে এনে দেবেন। ক্লপ কথা রেখেছেন। ৯ বছর পর আজ শেষবার অ্যানফিল্ডে পা রাখবেন এই জার্মান কোচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে উলভারটন হ্যাম্পশায়ারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে ক্লপের লিভারপুল অধ্যায়। আর ৯ বছরে ক্লাবকে দিয়েছে সম্ভাব্য সব শিরোপা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, উয়েফা সুপার কাপ, ক্লাব বিশ্বকাপ, এফএ কাপ এবং লিগ কাপ শিরোপা আছে তার নামের পাশে। ক্লপের এই বিদায় নিয়ে অ্যানফিল্ডে চলছে শোকের আবহ। বিদায়ের দিনে থাকবে বিশেষ আয়োজন। তবে ইউর্গেন ক্লপ একাই নন। একইদিনে বিদায় নেবেন আরও দুই খেলোয়াড় এবং সাত কোচ। দীর্ঘদিন লিভারপুলে ক্লপের সহকারী হয়ে ছিলে পেপ লিন্ডার্স। ডাচ এই ফুটবল ম্যানেজার সময়ে-সময়ে লিভারপুলের ত্রাতা হয়েছেন। ২০১৮ সালে তার আগমনের পর থেকেই মূলত সাফল্য আসতে থাকে লিভারপুল শিবিরে। অনেকেরই ধারণা ছিল পেপ লিন্ডার্সই হবেন ক্লপ পরবর্তী অলরেড কোচ। কিন্তু বিদায় নিচ্ছে এই কোচ। লিভারপুলের একাধিক গণমাধ্যম জানিয়েছে রেডবুল সালজবার্গের দায়িত্ব নিতে অ্যানফিল্ড ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি। পেপ লিন্ডার্স অবশ্য একা যাচ্ছেন না। এলিট ডেভলাপমেন্ট কোচের পদে থাকা ভিটর মাটোসকে নিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে। সালজবার্গে লিন্ডার্সের সহকারী থাকবেন তিনি। আরেক সহকারী কোচ পিটার ক্রাউইৎজ নিজের গন্তব্য নিয়ে জানাননি কিছুই। ধারণা করা হচ্ছে, ক্লপের মতোই বিশ্রামে যাবেন তিনিও। দুই সহকারী গোলরক্ষক কোচ জন আখটারবার্গ এবং জ্যাক রবিনসনও আজ বিদায় জানাবেন অ্যানফিল্ডকে। আখটারবার্গ যোগ দেবেন সৌদি লিগের ক্লাব আল-ইত্তিফাকে। সেখানে লিভারপুলেরই কিংবদন্তি স্টিভেন জেরার্ড আছেন কোচ হিসেবে। এছাড়া ফিটনেস এবং কন্ডিশনিং এর প্রধানের পদে থাকা আন্দ্রেয়াস কর্নমায়ার ও রিকোভারি অ্যান্ড পারফরম্যান্স এর প্রধান আন্দ্রেস শ্যুমবার্জারও বিদায় জানাবেন ক্লাবকে। দুই খেলোয়াড় থিয়াগো আলকানতারা এবং জোয়েল মাতিপকে শেষবার দেখা যাবে অ্যানফিল্ডে।

মুস্তাফিজকে নিয়ে চেন্নাইয়ের আক্ষেপ

স্পোর্টস ডেস্ক : মৌসুমের শুরুটা দারুণ করেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। নিজেদের প্রথম ছয় ম্যাচে চার জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ওপরের দিকে ছিল দলটি। তবে শেষ দিকে এসে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি চেন্নাই। গত রোববার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে বাঁচা-মরার ম্যাচে শেষ ওভারে তাদের জয়ের জন্য প্রয়োজন পড়ে ৩৫ রান। তবে রান রেটের হিসেবে ১৭ রান তুলতে পারলে প্লে-অফে জায়গা হতো রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দলের। কিন্তু পারেনি তারা। মার্ক দয়ালের সে ওভার থেকে তোলে মোটে ৭ রান। ১৪ ম্যাচে ৭ জয়ে ১৪ পয়েন্ট। রান রেটের মারপ্যাঁচে বেঙ্গালুরুর সমান ১৪ পয়েন্ট নিয়েও শেষ হলো চেন্নাইয়ের এবারের আইপিএল।

দুর্দান্ত গোলে জয় পেল মেসির দল

স্পোর্টস ডেস্ক : চোট কাটিয়ে লিওনেল মেসি ফিরলেন। তবে ইন্টার মায়ামির খেলায় ধার ফিরল না। পুরো ম্যাচ খেলে মেসি রইলেন নিষ্প্রভ হয়ে। তার দল পারল না খুব একটা জ্বলে উঠতে। তবে শেষ সময়ে লিওনার্দো কাম্পানার দারুণ এক গোলে প্রত্যাশিত তিনটি পয়েন্ট তারা ঠিকই আদায় করে নিল। মেজর লিগ সকারের ম্যাচে বাংলাদেশ সময় রোববার সকালে ডি. সি. ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারায় ইন্টার মায়ামি। বদলি হিসেবে মাঠে নামার কয়েক মুহূর্ত পরই জয়ের নায়ক হয়ে যান কাম্পানা। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে দর্শনীয় গোলটি করেন একুয়েডরের তরুণ এই ফরোয়ার্ড। আগের ম্যাচে মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল মায়ামি। সেদিন দারুণ কিছু সেভ করে দলকে রক্ষা করার নায়ক গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার এই ম্যাচেও অন্তত তিন দফায় দলকে উদ্ধার করেন সম্ভাব্য বিপদ থেকে। এই নিয়ে মৌসুমে চার ম্যাচে কোনো গোল হজম করলেন না ক্যালেন্ডার। হাঁটুর চোট কাটিয়ে মেসির ফেরার ম্যাচে বল

পায়ে রাখার লড়াইয়ে অনেক ব্যবধানে এগিয়ে ছিল মায়ামি। ম্যাচের ৬৭ শতাংশ সময় বল ছিল তাদের কাছেই। কিন্তু সেই দাপটের প্রতিফলন পড়েনি আক্রমণে। ধারাল আক্রমণ তারা খুব একটা করতে পারেনি। গোলে শট নেওয়ায় বরং এগিয়ে ছিল ডি. সি. ইউনাইটেডই। ১৫টি শট নেয় তারা গোলে, মায়ামি নিতে পারে ৮টি। চলতি লিগে এখনও পর্যন্ত ১০টি গোল করা ও লিগের সর্বোচ্চ ১২টি অ্যাসিস্ট করা মেসির জন্য এটি ছিল বিরল এক রাত, যেখানে প্রায় পুরোপুরিই আড়ালে পড়ে ছিলেন তিনি।

জাকের প্রসঙ্গে যা বললেন নুরুল

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০১৬ সালের শুরুতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে বাংলাদেশ দলে অভিষেক নুরুল হাসানের। এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জার্সিতে ওয়ানডে ও টেস্ট খেলেন এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। তবে আট বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে কখনো থিতু হতে পারেননি। আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকতে হয়েছে নুরুলকে। যতবার বাদ পড়েছেন, ঘরোয়া লিগে পারফর্ম করে ফিরতে সময় নেননি নুরুল। এর মধ্যে কখনো অধিনায়ক তো আবার কখনো সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। এবারের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি তিনি। লিটন দাসের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে তরুণ ব্যাটার জাকের আলীকে বেছে নিয়েছেন নির্বাচকরা। জাতীয় দলে নুরুলের মতো জাকেরও সাত নম্বরে ব্যাট করেন। যেখানে ফিনিশারের ভূমিকা পালন করতে হয়। যে দায়িত্বে সফল হলে যতটা না প্রশংসা পাওয়া যায়, ব্যর্থ হলে তাঁর থেকে বেশি দুয়ো শুনতে হয়। বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া জাকেরকে তাই মাথা ঠাণ্ডা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন নুরুল। গত রোববার মিরপুরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,ওযে জায়গায় ব্যাটিং করা হয় এটা অবশ্যই থ্যাংকসলেস কাজ। ওই সময় স্ট্রাইক রেট বেশি রেখে দলের জন্য সবসময় কন্ট্রিবিউট করাটা, ওই স্ট্রাইক রেট ধরে রাখাটা কষ্টকর হয়ে যায়। আমার কাছে মনে হয়, যে সুযোগগুলো আসে সেগুলো যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে করতে পারে তাহলে অবশ্যই দলের জন্য ভালো হবে। দলের জন্য যতটুকু দেওয়ার প্রয়োজনে সেদিকে দৃষ্টি রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

হালান্ড-ওডেগার্ডকে টপকে প্রিমিয়ার লিগের সেরা ফোডেন

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডের হয়ে জয় করেছিলেন অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ। সেই আসরেই বিশ্ব ফুটবলের নজরে এসেছিলেন ইংলিশ তরুণ ফিল ফোডেন। ম্যানচেস্টার সিটির অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসে গেল কয়েক বছর ধরেই নিয়মিত বিরতি দিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। তবে চলতি মৌসুমে ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কেভিন ডি ব্রুইনার ইনজুরির কারণে অন্য যেকোনো মৌসুমের তুলনায় বেশিই দেখা গিয়েছে তাকে মাঠে। ফোডেনও গার্দিওলার আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন পুরোপুরি। ৩৪ ম্যাচ খেলে ২৫ গোলে

সরাসরি অবদান রেখেছেন। নিজে গোল করেছেন ১৭টি, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৮টি। ম্যানচেস্টার সিটির শেষ সময়ে এসে শিরোপাদৌড়ে টিকে থাকার নেপথ্যেও আছেন এই ইংলিশম্যান। দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিও পেলেন ফোডেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩-২৪ মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেলেন ম্যানচেস্টার সিটির এই উইঙ্গার। এ নিয়ে চলতি মে মাসে দ্বিতীয়বার সেরার স্বীকৃতি পেলেন ফোডেন। মাসের শুরুতে ইংল্যান্ডের ফুটবল লেখক সমিতির বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ২০২৩-২৪ প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন ৮ জন। ফুটবলপ্রেমী ও ফুটবল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গড়া প্যানেলের ভোটে ফোডেন পেছনে ফেলেছেন সবাইকে। তালিকায় ছিলেন ম্যানচেস্টার সিটি সতীর্থ আর্লিং হলান্ড, নিউক্যাসলের আলেক্সান্দার ইসাক, আর্সেনালের মার্টিন ওডেগার্ড ও ডেকলান রাইস, চেলসির কোল পালমার, লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক ও অ্যাস্টন ভিলার ওলি ওয়াটকিন্স। আগামীকাল মৌসুমের শেষ দিনে ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে জিতলেই প্রথম দল হিসেবে টানা চতুর্থবার প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে সিটি। একইসঙ্গে কীর্তি গড়বেন ফোডেন নিজেও। ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ছয়বার প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতবেন ২৩ বছর বয়েসী এই তারকা। প্রিমিয়ার লিগের মৌসুমসেরা স্বীকৃতি পাওয়া ফোডেন বলেন, 'এই পুরস্কার জয় আমার কাছে এমন এক অর্জন, যা নিয়ে আমি খুবই গর্বিত।

'খলনায়ক' ইয়াশ দায়ালই বেঙ্গালুরুরের নায়ক

স্পোর্টস ডেস্ক : শেষ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন ৩৫ রান। তবে চেন্নাই সুপার কিংসের মূল্য লক্ষ্য আসলে এর অর্ধেকেরও কম। ৬ বলে ১৭ করলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে তাদের প্লে অফে খেলা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ফাফ দু প্লেসি বল তুলে দিলেন ইয়াশ দায়ালের হাতে। বাঁহাতি পেসার ওভারের প্রথম বলটি করলেন লো ফুলটস। মাহেন্দ্র সিং ধোনি সপাটে চালিয়ে দিলেন ব্যাট। বল আছড়ে পড়ল গ্যালারিতে। গত মৌসুমের স্মৃতিও যেন উঁকি দিতে শুরু করল! গত আইপিএলে দায়াল ছিলেন গুজরাট টাইটান্সে। শেষ ওভারে কলকাতা নাইট রাইডার্সের যখন প্রয়োজন ২৯ রান, বোলিংয়ে আনা হয় তাকে। ওভারের প্রথম বলে সিঙ্গেল নেন উমেশ ইয়াদাভ। পরের পাঁচ বলে টানা পাঁচ ছক্কায় কলকাতাকে অবিশ্বাস্য এক জয় এনে দেন রিঙ্কু সিং। আইপিএল তো বটেই, ক্রিকেটের ইতিহাসেই অবিস্মরণীয় ম্যাচ সেটি। কিন্তু দায়ালের জন্য সেটি ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত এক রাত, দুঃস্বপ্ন হয়ে যা হানা দেয় প্রায়ই। এবার যখন প্রথম বলে সেই দায়াল হজম করলেন ছক্কা, গতবারের সেই স্মৃতি ফিরে আসাই স্বাভাবিক। শঙ্কায় তার কাবু হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। বেঙ্গালুরু তখন যেন।

রায়নাকে কৃতিত্ব দিলেন কোহলি

স্পোর্টস ডেস্কব : প্রত্যেক তারকার উত্থানের গল্পের আড়ালে একজন নায়কের কথা শোনা যায়। ভারতীয় ব্যাটার বিরাট কোহলির ক্যারিয়ারেও এমন অনেক নায়ক আছেন। এই তালিকায় ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুরেশ রায়না রয়েছেন বলে জানিয়েছেন কোহলি। গত রোববার চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে নামার আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু তারকা ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের ঘটনা নিয়ে কথা বলেন। ২০০৮ সালে ভারত ইমার্জিং দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে।

পাঁচ রেফারি নিয়ে মোহামেডানের আপত্তি

=স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী বুধবার ফেডারেশন কাপ ফুটবলের ফাইনাল। ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বসুন্ধরা কিংসের। ফাইনালের আগেই এক পশলা উত্তাপ ছড়িয়েছে সাদা-কালো শিবির। ফাইনালের নির্দিষ্ট ৫ রেফারি নিয়ে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি আপত্তি জানিয়েছে। ৫ জনের নাম উল্লেখ করে বাফুফেকে ডিরেক্টর ইনচার্জ কাজী ফিরোজ রশিদ স্বাক্ষরিত চিঠিও দিয়েছে তারা। আগের দিন রাতে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে ঐ ৫ রেফারি পক্ষপাতদুষ্ট! তাদের কেউ যেন ফাইনালে ম্যাচ পরিচালনা করতে না পারেন। এই প্রসঙ্গে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যানেজার ইমতিয়াজ আহমেদ নকীববলেছেন, 'আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। নির্দিষ্ট ৫ রেফারি ঘুরেফিরে কিংসের ম্যাচ পরিচালনা করেছে। তারা নিরপেক্ষ বাঁশি বাজায়নি। তাই আমরা চাই ফাইনালে তারা যেন না থাকে। অন্য যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ রেফারিং করুক। আমাদের কথা পরিস্কার, যে কোনো দল অনিয়ম করুক না কেন, রেফারিং সুষ্ঠ হতে হবে। তা সেই সিদ্ধান্ত আমাদের দলের বিপক্ষে গেলেও সমস্যার কিছু নেই। যেন ফাইনালটা জমজমাট হয়।'

লাইফস্টাইল

সকালের নাস্তায় যেসব খাবার খাবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সকাল হচ্ছে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। দিন শুরু করার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর নাস্তা দরকার। শরীর এবং মনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার প্রয়োজন। কারণ দিনের শুরুতে একটি পরিপূর্ণ খাদ্য তালিকা আপনাকে দিতে পারে সারাদিন সুস্থ ও সতেজ থাকার নিশ্চয়তা। প্রতিদিন সকালে স্বাস্থ্যকর এবং ভারী খাবার খেলে মস্তিষ্ক পুরোদিনের জন্য তৈরি হয়ে যায় এবং সারাদিন শক্তি পাওয়া যায়। তবে শুধু পেটপুরে খেলেই হবে না, কী খাচ্ছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পুষ্টিবিদদের মতে, সকালে কি নাস্তা খাচ্ছেন তা খেয়াল রাখা জরুরি। দিনের শুরুতেই স্বাস্থ্যকর নাস্তা ওজন কমানোর পাশপাশি শরীর সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আসুন জেনে নেই সকালের নাস্তার জন্য স্বাস্থ্যকর কিছু খাবারের নাম। ডিম ডিমকে বলা হয় সুপারফুড। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, ফোলেট, আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজ ও মিনারেল। এ ছাড়া প্রোটিনের ভাণ্ডারও বলা হয়ে থাকে ডিমকে। ডিমে থাকা প্রোটিন পেশীর বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য। এ ছাড়া কুসুমে থাকা লুটেইন এবং জেক্সানথিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চোখ, ত্বক ও কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন দুইটি ডিম খাওয়াই যথেষ্ট। ওটস সারাদিনের এনার্জি পেতে ওটস দারুন একটি খাবার। কারণ, ওটসে আছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফাইবার, ম্যাংগানিজ, কপার, ফসফরাস, আয়রন, জিঙ্ক, ফলেট, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন বি১ এবং ভিটামিন বি৬। এতে থাকা প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ওজন কমাতে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তবে সকালে কোনো ফ্লেভারড বা চিনিযুক্ত ওটস খাবেন না। চিনির পরিবর্তে মধু, বাদাম এবং ফল মিশিয়ে খেতে পারেন। চিয়া সিড চিয়া সিড একটি সুপারফুড যা শরীরের অনেক উপকার করে থাকে। এতে আছে দুধের চেয়ে ৫ গুণ বেশি ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি, আয়রন, পটাশিয়াম, ওমেগা-৩। এটি শক্তি এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ওজন কমাতে সাহায্য করে, ব্লাড সুগার স্বাভাবিক রাখে, শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় এবং প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করে। পাশাপাশি হাঁটু ও জয়েন্টের ব্যথা দূর করাসহ ত্বক, চুল ও নখ সুন্দর রাখে। দই দই দেহের জন্য অনেক বেশি কার্যকরী একটি খাবার। এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, যা হাড়ের গঠনে কাজ করে। দিনের শুরু দই দিয়ে করলে পুরো দিন আপনার দেহে থাকবে অফুরন্ত এনার্জি। ক্লান্তি স্পর্শ করবে না দিনের শেষেও। সুতরাং সকালের নাস্তায় খাবারের পাশাপাশি দই রাখা ভালো। তবে সকালের নাস্তায় শুধুমাত্র দই খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়।

সহজেই বাসায় তৈরি করুন হেয়ার মাস্ক

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চুলের যত্নে আমরা অনেক কিছু করে থাকি। কিন্তু গরমের তীব্রতায় যেন কোনো কাজই হচ্ছে না। চুলগুলো সব নিষ্প্রাণ ও নিস্তেজ হয়ে আছে। আবার গরমের জন্য অনেকের মাথার ত্বক ঘামে, যার জন্য চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে যায়। যার ফলে চুল পড়ার সমস্যা বেড়ে যায়। এজন্য এ সময় চুলের দরকার বিশেষ যত্ন। চাইলে বাড়িতেই কিছু হেয়ার মাস্ক তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন। চলুন সহজে বানানো যায় এমন কিছু হেয়ার মাস্ক সম্পর্কে জেনে আসি। ১। চুলের ফলিকল শক্তিশালী করে চুল পড়া রোধে ভালো কাজ করে ডিম। অন্যদিকে চুলের রুক্ষতা দূর করতে মধু বেশ কার্যকর। এই দুই উপাদানের সঙ্গে টক দই মিশিয়ে মাস্ক বানান। এরপর চুলে লাগিয়ে ২০-২৫ মিনিট রাখুন। পরে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ২। পাকা কলা চুলকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করে। পাকা কলা কচলে নিয়ে চুলে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে এর সঙ্গে অ্যাভোকাডোও মেশাতে পারেন। ৩। ডিমের কুসুমের সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল ও মধু মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করতে পারেন। এই মাস্ক ২০-৩০ মিনিট রেখে এরপর শ্যাম্পু করে ফেলুন।

ধূমপান ছাড়ার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও তা মানতে নারাজ ধূমপায়ীরা। আবা ধূমপানের অভ্যাসও ছাড়া বেশ মুশকিল। ধূমপান ছাড়তে কতজনই না কত উপায় অনুসরণ করেন। তবুও এই খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন না অনেকেই। তবে ৩ পানীয় আপনাকে ধূমপান ছাড়তে সাহায্য করতে পারে। জেনে নিন কোন কোন পানীয় কমাতে পারে ধূমপানের টান- দুগ্ধজাত পানীয় নিকোটিন ও টোবেকো রিসার্চের এক জার্নালের তথ্য অনুসারে, ধূমপানের প্রতি টান কমাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে দুগ্ধজাত পানীয়। ২০৯ জন ধূমপায়ীর উপর চালানো হয় এই সমীক্ষা। পরবর্তী সময় দেখা যায়, নিয়মিত দুধ খাওয়ার ফলে সিগারেটে টান দেওয়ার ইচ্ছে প্রবল হলে হাতের কাছে থাকা দুধে চুমুক দিন। অনেকটাই দমে যাবে ধূমপানের ইচ্ছা। আদা চা ধূমপান কমাতে আদা চা বিশেষভাবে সাহায্য করে। নিকোটিন ছাড়ার পর নানা ধরনের সমস্যাও যেমন-গা গোলানো, বমি ভাব, মাথা ঘোরার মতো সমস্যারও সমাধান করে আদা চা। ভিটামিন সি দীর্ঘদিন ধূমপানের অভ্যাস থাকলে শরীরে ভিটামিন সি'র অভাব দেখা দেয়। এ কারণে আরও বেশি করে নিকোটিনের চাহিদাও বাড়ে। তাই নিয়মিত ভিটামিন সি'যুক্ত ফল খেতে হবে। তেমনই এক ফল হলো কিউয়ি, এতে প্রচুর ভরপুর ভিটামিন সি আছে।

নকল কসমেটিকস চেনার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বাজারে অনেক নামিদামি ব্র্যান্ডের লেবেলের ওপর যে উপাদানের নাম থাকে। এই লেবেলটাকে কপি করেও অনেক সময় নকল পণ্য বানানো হয়ে থাকে। বিষয়টি এখন আর অত গোপনীয় কিছু নয়। অনেকে টাকা খরচ করেন কিন্তু আসল পণ্যটা কিনতে পারেন না। যেকোনো কসমেটিকসে এখন ক্যামিকেল থাকবেই। কিন্তু এই ক্যামিকেল যদি নিম্নমানের হয়ে থাকে তাহলে ত্বকের নানা সমস্যা হয়। অ্যালার্জি, নানাবিধ স্কিন ডিজিস এমনকি স্কিন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যেতে পারে। তাহলে কি নকল পণ্য চেনা যাবে না? নকল পণ্য চেনার নানা উপায় রয়েছে। কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখলেই বোঝা যাবে পণ্যটি আসল না নকল। ওয়েবসাইটে গিয়ে মিলিয়ে নিন

কিছু নকল প্রোডাক্ট দেখলেই এখন বোঝা যায়। আজকাল নকল কসমেটিকস তৈরি করা হচ্ছে এমনভাবে যে বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ না করলে ধরা খুবই মুশকিল। এই নকল কসমেটিকস চেনার সহজ উপায় হল, কসমেটিকস ব্র্যান্ডের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে যে প্রোডাক্টটি কিনবেন তার আসল 'চেহারাটা' দেখে নিন। প্রয়োজন হলে একটি ছবিও সাথে রাখুন। কেনার সময় ছবির সাথে ভালো করে মিলিয়ে নিন। তাহলেই হয়ে যাবে। ওয়েবসাইটে গিয়ে মিলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে আপনি কোন পণ্য খুঁজছেন। প্যাকেজিং দেখুন প্যাকেজিংটাও আপনি বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ করুন। একদম ছোট ছোট ব্যাপারগুলো খেয়াল করুন। ফন্ট, সাইজ এবং প্যাকেজিং কালারটাও মিলিয়ে নিন। এমনকি নকল পণ্যগুলোর ওজনেও ঘাপলা থাকে। যদিও শপে দাঁড়িয়ে প্রোডাক্টের ওজন মাপা একটু অদ্ভুত লাগতে পারে কিন্তু হাত দিয়ে ধরেও আপনি ওজনটা বুঝতে পারবেন। সিরিয়াল নম্বর ও অন্যান্য তথ্য প্রোডাক্টের গায়ে লিখা সিরিয়াল নাম্বার, বার কোড এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ইনফরমেশনগুলো ভালো করে দেখে নিন। নকল প্রোডাক্ট হয়ে থাকলে বার কোডের প্রথম তিনটি ডিজিট উৎপাদনকারী দেশের কোডের সাথে ম্যাচ করবে না। বেশির ভাগ সময় ফেইক কসমেটিকসের গায়ে সিরিয়াল নাম্বার থাকে না। যদি সিরিয়াল নাম্বার পেয়েও জান তাহলে আবার চোখ বন্ধ করে কিনে ফেলবেন না যেন! প্রোডাক্টের গায়ে থাকা সিরিয়াল নাম্বারের সাথে প্যাকেটের সিরিয়াল নাম্বার মিলিয়ে নিন। মিলে গেলে তবেই কিনুন। উপাদানের বিষয়গুলো জেনুইন হাই অ্যান্ড কসমেটিকস ব্র্যান্ডগুলো প্রোডাক্ট সম্পর্কিত তথ্যগুলো কয়েকটা ভাষায় দিয়ে থাকে। আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য রাখবেন, প্রোডাক্টে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর উল্লেখ রয়েছে কিনা। নকল পণ্য উৎপাদনকারীরা অনেক সময় এমন সব কালারের লিপস্টিক, আইশ্যাডো, ব্ল্যাশ থেকে শুরু করে ব্রাশ, ব্লেন্ডারগুলো এমন সব কালারের তৈরি করে যা রিয়েল ব্র্যান্ডগুলো করেনি। কাজেই কসমেটিক কেনার সময় রিয়েল প্রোডাক্টের কালারের সাথে মিলিয়ে দিন। একজ্যাক্ট কালার মিললে তবেই কিনুন। সেক্ষেত্রে কসমেটিক ব্র্যান্ডের অফিশিয়াল পেজে প্রোডাক্টটি দেখে নিন। অথেনটিক কসমেটিকসগুলোতে বিশেষ করে যেগুলো ম্যাট সেগুলোতে কোনরকম অহেতুক স্ট্রং স্মেল এবং স্পার্কেল থাকে না। অন্যদিকে ক্রিমি কসমেটিকসগুলোর উপাদানগুলো আলাদা হয়ে যায় না। ফেক লিপস্টিকগুলো দেখতে কম অ্যাট্রাকটিভ এবং কোন না কোন খুঁত থাকবে। যদি মাশকারার কথা বলি তাহলে জেনুইন ডিজাইনার মাশকারা খুব হালকা সুগন্ধের হয়ে থাকে। যেকোনো কসমেটিকস প্রোডাক্ট যদি বাজে গন্ধ অথবা।

শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমানোর উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ছোট্ট সোনামনির হাতে কমবেশি সবাই মোবাইল তুলে দেন কোন না কোনো সময়। তবে কিছু সময়ের জন্য মোবাইল দেখা একসময় আসক্তিতে পরিণত হয় শিশুর। তখন আর কোনোভাবেই মোবাইল ছাড়া বাচ্চাকে রাখা সম্ভব তো হয়ই না উপরন্তু যোগ হয় বাচ্চার খিটখিটে মেজাজ, অমনোযোগ, ঘুমের সমস্যা থেকে শুরু করে নানা সমস্যা। কিশোর বয়সীদের মাঝেও দেখা যায় আচরণগত সমস্যা, বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য, লেখাপড়ায় পিছিয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। সন্তানের এরকম মোবাইল আসক্তির প্রতিকারে বাবা মা হিসেবে কী করবেন? ১. বাচ্চা খুব ছোট হলে তার চোখের সামনে কখনো ফোন ব্যবহার করবেন না কিংবা ফোন রাখবেন না। প্রয়োজনে আপনার কাছের মানুষ, আত্মীয় স্বজনদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রাখুন যে সময় আপনি তাদের সঙ্গে বা তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ২. শিশুর জন্য রং-বেরঙের আকর্ষণীয় বই কিনুন, সেগুলো নিয়ে তার সঙ্গে ইন্টারেক্টিভ সময় কাটান। তার সঙ্গে ছড়া বলুন বা গান করুন। শিশু হাসলে ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে আপনিও হাসুন। বিভিন্ন রং পেন্সিল, রঙিন কাগজ এগুলো নিয়ে তার সঙ্গে বসে ছবি আকুন ও রং করুন। ৩. কিশোর বয়সীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের কুফল বুঝিয়ে বলুন। তাদের দৈনন্দিন কাজের একটি রুটিন তৈরি করে দিন। রুটিনটা হবে ঘুম থেকে ওঠা শুরু করে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। এই রুটিনে সন্তানের লেখাপড়া থেকে শুরু করে, খাওয়াদাওয়া, গোসল, বিশ্রাম, বিনোদন ও তার সুকুমারবৃত্তিগুলোকেও রাখুন। কিশোর বয়সীদের ক্ষেত্রে একেবারেই মোবাইল ব্যবহার না করতে দেওয়াটা আজকাল অসম্ভবই বলা যায়। সেক্ষেত্রে তার রুটিনে মোবাইল ব্যবহারের জন্যও একটি নির্ধারিত সময় রাখুন। এই রুটিন অনুসরণ করতে সন্তানকে উৎসাহ দিন। এজন্য তার পছন্দনীয় ছোট ছোট পুরস্কার দিতে পারেন। ৪. সন্তানের অন্যান্য ভালো কাজ, গুণগুলোর বেশি বেশি প্রশংসা করুন। সেগুলোর চর্চাকে উৎসাহিত করুন। তার ক্রিয়েটিভ গুনগুলোর চর্চাকালীন তার সঙ্গে সক্রিয় অংশ নিন। সুযোগ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিযোগীতামূলক অনুষ্ঠানে তার প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দিন। ৫. সন্তান যদি মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে রুটিন মানতে না চায় ও কান্নাকাটি, চিৎকার-চেঁচামেচি, রাগ-জেদ করে, তখন তাকে বকাঝকা বা মারধোর না করে ধৈর্য্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। বরং তার পছন্দের একটি জিনিস বা সুবিধা সরিয়ে নিন। এটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ পানিশমেন্ট। নেগেটিভ পানিশমেন্ট, বিহেভিয়ার মডিফিকেশন থেরাপির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিশেষে উপর্যুক্ত সব পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরেও আপনি যদি সন্তানের অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারেন, তবে অবশ্যই একজন শিশু-কিশোর মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরনাপন্ন হন।